যাত্রাপুস্তক

ইস্রায়েল সন্তানদের সমৃদ্ধি

১ ইস্রায়েলের সন্তানেরা, এক একজন সপরিবারে যাঁরা যাকোবের সঙ্গে মিশর দেশে গিয়েছিলেন,
তাঁদের নাম এই : ২ রূবেন, সিমেয়োন, লেবি ও যুদা, ৩ ইসাখার, জাবুলোন ও বেঞ্জামিন, ৪ দান ও
নেফতালি, গাদ ও আসের। ৫ সবসমেত যাকোবের বংশধর ছিল সত্তরজন ; যোসেফ আগে থেকেই
মিশরে ছিলেন। ৬ পরে যোসেফের মৃত্যু হল, তাঁর ভাইয়েরা ও সেই যুগের সমস্ত মানুষেরও মৃত্যু
হল। ৭ কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা ফলবান ছিল ও বহুবৃদ্ধি লাভ করল, এবং সংখ্যায় এতই বেড়ে
উঠল ও এতই প্রভাবশালী হল যে, তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত দেশ পূর্ণ হল।

ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে অত্যাচার

৮ একসময় মিশরে এমন এক নতুন রাজা আসন গ্রহণ করলেন, যিনি যোসেফের কথা কখনও
শোনেননি। ৯ তিনি তাঁর জনগণকে বললেন, 'দেখ, আমাদের চেয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের জাতির
সংখ্যা ও শক্তি বেশি। ১০ এসো, আমরা ওদের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে এমন ব্যবস্থা নিই, যেন
ওদের লোকসংখ্যা আর বাড়তে না পারে ; নইলে যুদ্ধ বাধলে ওরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে
আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর অবশেষে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে।' ১১ সেই অনুসারে
তাদের উপরে এমন মেহনতি কাজের সরদারদের নিযুক্ত করা হল, যারা তাদের উপর কঠোর
পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে দিল ; আর তারা ফারাওর জন্য পিথোন ও রাম্সেস এই দু'টো ভাণ্ডার-নগর
নির্মাণ করল। ১২ কিন্তু তাদের উপর যত বেশি অত্যাচার চালানো হল, তারা সংখ্যায় তত বেশি
বেড়ে চলতে ও ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ফলে মিশরীয়েরা ইস্রায়েল সন্তানদের ব্যাপারে ভয় পেতে
লাগল। ১৩ তাই মিশরীয়েরা নির্মম ভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের দাসত্ব-কাজে বশীভূত করল ; ১৪ কঠোর
দাসত্ব দ্বারা তারা তাদের জীবন তিক্তই করে তুলল : তাদের দ্বারা গাঁথনির মসলা তৈরি করাল, ইট
প্রস্তুত করাল, মাঠে-খামারে নানা রকম কাজ করাল : এ ধরনেরই সমস্ত দাসত্বের কাজ তাদের
উপরে নির্মম ভাবে চাপিয়ে দিল।

১৫ পরে মিশরের রাজা শিফ্রা ও পুয়া নামে দুই হিব্রু ধাত্রীকে বলে দিলেন, ১৬ 'তোমরা যখন হিব্রু
স্ত্রীলোকদের ধাত্রীকাজ কর, তখন প্রসবাধারের পাথর দু'টোর দিকে লক্ষ রাখ, ছেলে হলে তাকে
মেরে ফেল, মেয়ে হলে তাকে বাঁচতে দাও।' ১৭ কিন্তু ওই ধাত্রীরা পরমেশ্বরকে ভয় করত, তাই
মিশর-রাজের আজ্ঞা মেনে না নিয়ে বরং ছেলেদের বাঁচতে দিত। ১৮ অতএব মিশর-রাজ তাদের
ডাকিয়ে বললেন, 'তেমনটি করে তোমরা কেন ছেলেদের বাঁচতে দিয়েছ?' ১৯ ধাত্রীরা ফারাওকে
উত্তরে বলল : 'হিব্রু স্ত্রীলোকেরা মিশরীয় স্ত্রীলোকদের মত নয় ; তারা তো বলবতী, ধাত্রী তাদের
কাছে পৌঁছবার আগেই তাদের প্রসব হয়ে যায় !' ২০ এজন্য পরমেশ্বর সেই ধাত্রীদের মঙ্গল করলেন ;
এবং লোকেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠল ও খুবই প্রভাবশালী হল ; ২১ আর সেই ধাত্রীরা পরমেশ্বরকে ভয়
করত বিধায় তিনি তাদের একটা বংশ দিলেন। ২২ তখন ফারাও তাঁর সকল লোককে এই আজ্ঞা
দিলেন, 'তোমরা নবজাত প্রতিটি ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের বাঁচতে দেবে।'

মোশীর জীবন—প্রথম পর্ব

২ লেবিকুলের একজন লোক গিয়ে লেবির মেয়েকে বিয়ে করল। ২ স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয়ে একটি
পুত্রসন্তান প্রসব করল ; আর যখন দেখল শিশুটি কতই না সুন্দর ছিল, তখন তিন মাস ধরে তাকে
লুকিয়ে রাখল। ৩ পরে তাকে আর লুকিয়ে রাখতে না পারায় সে নলখাগড়ার তৈরী একটা ঝাঁপি
নিয়ে তার গায়ে মেটে তেল ও আলকাতরা মাখিয়ে তার মধ্যে শিশুটিকে রাখল ও ঝাঁপিটা নদীর

কূলে ঘন নলখাগড়ার মধ্যে রাখল। ৪ আর শিশুটির কী হয়, তা দেখবার জন্য তার বোন দূরে
দাঁড়িয়ে রইল। ৫ আর এমনটি ঘটল যে, ফারাওর কন্যা নদীতে স্নান করতে এলেন,—তাঁর
অনুচারিণী যুবতীরা নদীর তীরে পায়চারি করছিল। তিনি নলখাগড়ার মধ্যে ঝাঁপিটা দেখে দাসীকে
তা আনতে পাঠালেন; ৬ ঝাঁপিটা খুলে দেখলেন, শিশুটি—একটি ছেলে—কাঁদছে; তার প্রতি তাঁর
মায়া হল, তিনি বললেন, 'এ অবশ্যই একটি হিব্রু শিশু।' ৭ তখন তার বোন ফারাওর কন্যাকে
বলল, 'আমি গিয়ে কি কোন হিব্রু ধাইকে আপনার জন্য ডেকে আনব? সে আপনার হয়ে শিশুটিকে
দুধ খাওয়াবে।' ফারাওর কন্যা সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, যাও।' ৮ তাই মেয়েটি গিয়ে শিশুর
মাকে ডেকে আনল। ৯ ফারাওর কন্যা তাকে বললেন, 'তুমি এই শিশুকে নিয়ে যাও ও আমার হয়ে
তাকে দুধ খাওয়াও; আমি তোমার প্রাপ্য মজুরি দেব।' তখন স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে দুধ
খাওয়াতে লাগল। ১০ পরে শিশুটি বড় হলে সে তাকে নিয়ে ফারাওর কন্যাকে দিল; আর তিনি
ছেলেটিকে নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করলেন; তিনি তার নাম মোশী রাখলেন, কেননা তিনি বললেন,
'আমি তাকে জল থেকে টেনে তুলেছি।'

১১ সময় অতিবাহিত হতে হতে মোশী বড় হলেন; একদিন তাঁর ভাইদের কাছে গিয়ে তিনি
তাদের কঠোর পরিশ্রম লক্ষ করলেন; আবার দেখতে পেলেন, একজন মিশরীয় একজন
হিব্রুকে—তাঁরই ভাইদের একজনকে মারছে। ১২ এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি যখন দেখলেন,
সেখানে কেউই নেই, তখন ওই মিশরীয়কে মেরে ফেলে বালুর নিচে ঢেকে দিলেন। ১৩ পরদিন তিনি
আবার বাইরে গেলেন, আর দেখ, দু'জন হিব্রুর মধ্যে হাতাহাতি হচ্ছে; যে দোষী, তাকে তিনি
বললেন, 'তোমার নিজের আপনজনকে কেন মারছ?' ১৪ প্রতিবাদ করে সে বলল, 'কে তোমাকে
আমাদের উপরে নেতা ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা
করেছ, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?' তখন মোশী ভয় পেলেন, ভাবলেন, 'ব্যাপারটা
নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে পড়েছে।' ১৫ ফারাও যখন একথা জানতে পারলেন, তখন মোশীকে হত্যা
করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মোশী ফারাওর কাছ থেকে পালিয়ে মিদিয়ান দেশে বসবাস করতে
গেলেন; সেখানে গিয়ে একটা কুয়োর কাছে বসলেন।

১৬ মিদিয়ানের যাজকের সাত মেয়ে ছিল; তারা সেই জায়গায় এসে পিতার মেষপালকে জল
খাওয়াবার জন্য জল তুলে গড়াগুলো ভরে দিল। ১৭ কিন্তু কয়েকজন রাখাল এসে তাদের তাড়িয়ে
দিল; তখন মোশী তাদের রক্ষায় উঠে দাঁড়ালেন ও তাদের মেষপালকে জল খাওয়ালেন। ১৮ তারা
পিতা রেউয়েলের কাছে ফিরে গেলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে তোমরা আজ
এত শীঘ্রই ফিরে এসেছ?' ১৯ তারা উত্তরে বলল, 'একজন মিশরীয় রাখালদের হাত থেকে আমাদের
উদ্ধার করলেন, এমনকি আমাদের জন্য তিনি যথেষ্ট জল তুলে মেষপালকেও খাওয়ালেন।' ২০ তিনি
তাঁর মেয়েদের বললেন, 'তবে লোকটি কোথায়? তোমরা তাঁকে কেন একা ফেলে রেখে এসেছ?
আমাদের সঙ্গে কিছুটা খেতে তাঁকে নিমন্ত্রণ কর।' ২১ মোশী সেই লোকের সঙ্গে থাকতে সম্মত
হলেন, আর তিনি মোশীর সঙ্গে তাঁর মেয়ে সেফোরার বিবাহ দিলেন। ২২ সেফোরা একটি পুত্রসন্তান
প্রসব করলেন, আর মোশী তার নাম গের্শোম রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, 'আমি বিদেশে
প্রবাসী।'

মোশীর আহ্বান ও প্রেরণ

২৩ এই দীর্ঘ দিনগুলির পর মিশর-রাজের মৃত্যু হল। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের দাসত্বের কারণে
আর্তনাদ ও হাহাকার করল; এবং সেই দাসত্ব থেকে তাদের চিৎকার পরমেশ্বরের কাছে ঊর্ধ্বে
গেল। ২৪ পরমেশ্বর তাদের বিলাপের সুর শুনলেন, এবং আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে তাঁর
সেই সন্ধির কথা স্মরণ করলেন। ২৫ পরমেশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের দিকে তাকালেন; পরমেশ্বর এই

ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন।
৩ মোশী মিদিয়ানের যাজক তাঁর শ্বশুর যেথ্রোর মেষপাল চরাচ্ছিলেন; তিনি মেষপাল মরুপ্রান্তরের
ওপারে নিয়ে গিয়ে পরমেশ্বরের পর্বত সেই হোরেবে এসে পৌঁছলেন। ২ প্রভুর দূত একটা ঝোপের
মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা অগ্নিশিখায় তাঁকে দেখা দিলেন; তিনি তাকালেন, আর দেখ, ঝোপটা
আগুনের মধ্যে জ্বলছে, অথচ পুড়ে যাচ্ছে না। ৩ মোশী ভাবলেন, 'আমি এক পাশ দিয়ে এই
অসাধারণ দৃশ্য দেখতে চাই; আবার দেখতে চাই ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।' ৪ প্রভু যখন
দেখলেন যে, তিনি দেখবার জন্য পথ ছেড়ে এগিয়ে আসছেন, তখন ঝোপের মধ্য থেকে পরমেশ্বর
এই বলে তাঁকে ডাকলেন, 'মোশী, মোশী!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি।' ৫ তিনি বললেন,
'আর এগিয়ো না, পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি।'
৬ তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমার পিতার পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইসায়াকের
পরমেশ্বর, যাকোবের পরমেশ্বর।' তখন মোশী নিজের মুখ ঢেকে নিলেন, কেননা পরমেশ্বরের দিকে
তাকাতে তাঁর ভয় হচ্ছিল। ৭ প্রভু বললেন, 'মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি;
তাদের মেহনতি কাজের সরদারদের কারণে তাদের হাহাকারও শুনেছি; তাদের দুঃখকষ্টের কথা
আমি সত্যিই জানি! ৮ মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য, এবং সেই দেশ থেকে
উত্তম ও বিশাল এক দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশেই তাদের আনার জন্য আমি নেমে
এসেছি—সেই দেশে কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়েরা বসতি
করছে। ৯ হ্যাঁ, ইস্রায়েল সন্তানদের হাহাকার আমার কানে এসে পৌঁছেছে; মিশরীয়েরা তাদের উপর
কী নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাও আমি দেখেছি। ১০ সুতরাং এখন এসো, আমি তোমাকে ফারাওর কাছে
প্রেরণ করব যেন তুমি আমার আপন জনগণকে, সেই ইস্রায়েল সন্তানদের, মিশর থেকে বের করে
আন।' ১১ মোশী পরমেশ্বরকে বললেন, 'আমি কে যে ফারাওর কাছে যাব ও মিশর থেকে ইস্রায়েল
সন্তানদের বের করে আনব?' ১২ তিনি বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আমিই যে
তোমাকে প্রেরণ করেছি, তোমার কাছে এই হবে তার চিহ্ন: তুমি মিশর থেকে সেই জনগণকে বের
করে আনবার পর তোমরা এই পর্বতে পরমেশ্বরের সেবা করবে।'

১৩ তখন মোশী পরমেশ্বরকে বললেন, 'দেখ, আমি যদি ইস্রায়েল সন্তানদের গিয়ে বলি,
তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর তারা জিজ্ঞাসা
করে, তাঁর নাম কী, তবে তাদের কী উত্তর দেব?' ১৪ পরমেশ্বর মোশীকে বললেন, 'আমি সেই আছি
যিনি আছেন।' তিনি বলে চললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: আমি আছি আমাকে
তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।' ১৫ পরমেশ্বর মোশীকে আরও বললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের
একথা বলবে: যিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইসায়াকের
পরমেশ্বর ও যাকোবের পরমেশ্বর, সেই প্রভু তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন। এ আমার
নাম চিরকালের মত; এই নামেই যুগ যুগ ধরে আমার স্মৃতি উদ্‌যাপন করা হবে। ১৬ তুমি যাও,
ইস্রায়েলের প্রবীণদের সমবেত করে তাদের একথা বল, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর,
আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের পরমেশ্বর স্বয়ং প্রভু আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের
দেখতে এসেছি, আর মিশরে তোমাদের প্রতি যা কিছু করা হচ্ছে, তাও দেখতে এসেছি। ১৭ আর
আমি বলেছি: মিশরের দুর্দশা থেকে তোমাদের বের করে আমি কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়,
পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশেই তোমাদের নিয়ে যাব। ১৮ তারা
তোমার কথা মানবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ মিশরের রাজাকে গিয়ে বলবে: হিব্রুদের
পরমেশ্বর সেই প্রভু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এখন আপনি অনুমতি দিন, যেন আমরা
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য মরুপ্রান্তরে তিন দিনের পথ যেতে

পারি। ১৯ আমি তো ভালই জানি যে, মিশরের রাজা তোমাদের যেতে দেবে না; কেবল পরাক্রান্ত
হাতের চাপেই যেতে দেবে। ২০ তাই আমি হাত বাড়াব, এবং দেশে বহু আশ্চর্য কর্মকীর্তি ঘটিয়ে
মিশরকে এমনভাবেই আঘাত করব যে, তারপরে রাজা তোমাদের যেতে দেবে। ২১ আমি এই
জনগণকে মিশরীয়দের দৃষ্টিতে এমন অনুগ্রহের পাত্র করব যে, তোমরা যখন চলে যাবে, তখন
খালি হাতে যাবে না; ২২ বরং প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজ নিজ প্রতিবেশী স্ত্রীলোকের কাছ থেকে
সোনা-রুপোর জিনিসপত্র ও যত পোশাক চাইবে। সেই সবে তোমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই
তোমরা পরিবৃত করবে, আর এইভাবে মিশরীয়দের সম্পদ লুট করে নেবে।'
৪ তখন মোশী এভাবে উত্তর দিলেন, 'দেখ, তারা আমাকে কখনও বিশ্বাস করবে না, আমার
কথায়ও কান দেবে না, বরং আমাকে বলবে, প্রভু তোমাকে দেখা দেননি।' ২ প্রভু তাঁকে বললেন,
'তোমার হাতে ওটা কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'একটা লাঠি।' ৩ তিনি বলে চললেন, 'ওটা মাটিতে
ফেল।' তিনি মাটিতে ফেললেই তা সাপ হল, আর মোশী তার সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। ৪ প্রভু
মোশীকে বললেন, 'হাত বাড়িয়ে ওর লেজ ধর;' আর তিনি হাত বাড়িয়ে তা ধরলে সাপটা তাঁর
হাতে আবার লাঠি হয়ে গেল। ৫ 'এ যেন তারা বিশ্বাস করে যে, প্রভু, তাদের পিতৃপুরুষদের
পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইসায়াকের পরমেশ্বর ও যাকোবের পরমেশ্বর তোমাকে দেখা
দিয়েছেন।' ৬ প্রভু তাঁকে আরও বললেন, 'পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দাও।' তিনি পোশাকের
ভিতর দিয়ে বুকে হাত দিলেন, আবার হাত বের করলেন, আর দেখ, তাঁর হাত অসুস্থ ছিল,
তুষারের মত সাদা। ৭ তিনি বললেন, 'আবার পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দাও।' তিনি
আবার পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দিলেন; আবার হাত বের করলেন, আর দেখ, হাত তাঁর
সমস্ত মাংসের মত সুস্থ ছিল। ৮ 'সুতরাং, তারা যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে ও সেই প্রথম চিহ্নও
না মানে, তবে দ্বিতীয় চিহ্নে বিশ্বাস করবে; ৯ আর এই দুই চিহ্নেও যদি বিশ্বাস না করে ও তোমার
কথা শুনতে সম্মত না হয়, তবে তুমি নদীর কিছুটা জল নিয়ে শুকনা মাটির উপরে ঢেলে দাও;
এভাবে তুমি নদী থেকে যে জল তুলবে, তা শুকনা মাটিতে রক্ত হয়ে যাবে।'

১০ মোশী প্রভুকে বললেন, 'হায় প্রভু আমার! আমি তো বাক্‌পটু নই; এর আগেও কখনও ছিলাম
না, এই দাসের সঙ্গে তোমার কথা বলবার পরেও নই; আমি বরং জড়মুখ ও জড়জিভ।' ১১ প্রভু
তাঁকে বললেন, 'মানুষকে কে জিহ্বা দিয়েছে? কিংবা তাকে কে বোবা, বধির, দর্শী বা অন্ধ করে?
আমি সেই প্রভু, তাই না? ১২ এখন তুমি যাও; আমি তোমার মুখের সঙ্গে সঙ্গে থাকব ও কী বলতে
হবে তোমাকে শেখাব।'

১৩ মোশী বললেন, 'প্রভু আমার, দোহাই তোমার, অন্য যাকে পাঠাতে চাও, পাঠাও!' ১৪ তখন
মোশীর উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি বললেন, 'তোমার ভাই সেই লেবীয় আরোন কি
আছে না? আমি তো জানি, সে সুবক্তা; এমনকি, সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে।
তোমাকে দেখে অন্তরে খুশি হবে। ১৫ তুমি তার প্রতি কথা বলবে ও তার মুখে আমার বাণী দেবে,
আর আমি তোমার মুখ ও তার মুখের সঙ্গে সঙ্গে থাকব, ও কি করতে হবে তোমাদের শেখাব। ১৬
তোমার হয়ে সে-ই লোকদের কাছে বক্তা হবে; ফলে তোমার জন্য সে মুখস্বরূপ হবে ও তার জন্য
তুমি ঈশ্বরের ভূমিকা পালন করবে। ১৭ এবার এই লাঠি হাতে কর, এ দ্বারাই তোমাকে সেই সমস্ত
চিহ্ন দেখাতে হবে।'

মোশীর প্রত্যাগমন

১৮ মোশী তাঁর শ্বশুর যেথ্রোর কাছে ফিরে গেলেন। তাঁকে বললেন, 'আপনার দোহাই, মিশরে
রয়েছে যারা, আমার সেই ভাইদের কাছে আমাকে ফিরে যেতে দিন, যেন দেখতে পাই, তারা
এখনও জীবিত আছে কিনা।' যেথ্রো মোশীকে বললেন, 'শান্তিতে যাও।' ১৯ মিদিয়ানে প্রভু মোশীকে

বললেন, 'এবার মিশরে ফিরে যাও, কেননা যারা তোমার প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল, সেই লোকেরা
সকলে মারা গেছে।' ২০ তাই মোশী নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের গাধায় চড়িয়ে মিশর দেশে ফিরে
গেলেন। মোশী পরমেশ্বরের সেই লাঠিও হাতে নিলেন।
২১ প্রভু মোশীকে বললেন, 'এবার মিশরে ফিরে গিয়ে ভেবে দেখ যে, ফারাওর সামনে তোমাকে
সেই সকল অলৌকিক কাজ সাধন করতে হবে, যা আমি তোমাকে সাধন করার অধিকার দিয়েছি।
আমি নিজেই কিন্তু তার হৃদয় কঠিন করব, আর সে আমার জনগণকে যেতে দেবে না। ২২ তখন
তুমি ফারাওকে বলবে, প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল আমার প্রথমজাত পুত্রসন্তান। ২৩ আমি
তোমাকে বলেছিলাম, আমার সন্তানকে যেতে দাও, সে যেন আমার সেবা করে; কিন্তু তুমি তাকে
যেতে দিতে সম্মত না হলে আমি তোমার প্রথমজাত পুত্রসন্তানকে বধ করব!'
২৪ পথে যেতে যেতে, রাত কাটাবার জন্য তিনি যেখানে থেমেছিলেন, সেখানে প্রভু তাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে চেষ্টা করলেন। ২৫ তখন সেফোরা একটা চকমকি পাথরের ছুরি নিয়ে
তাঁর ছেলের ত্বক্ ছেদন করলেন ও তা দিয়ে তাঁর পা স্পর্শ করে বললেন, 'আমার পক্ষে তুমি
রক্ত-বর।' ২৬ তাতে পরমেশ্বর তাঁকে ছেড়ে দিলেন। পরিচ্ছেদন সম্বন্ধেই সেফোরা সেসময়
বলেছিলেন, 'আমার পক্ষে তুমি রক্ত-বর।'
২৭ প্রভু আরোনকে বললেন, 'মোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মরুপ্রান্তরে বেরিয়ে পড়।' তাই তিনি
গিয়ে পরমেশ্বরের পর্বতে তাঁর দেখা পেলেন ও তাঁকে চুম্বন করলেন। ২৮ তখন মোশী আরোনকে
সেই সমস্ত কথা জানালেন, যা প্রভু প্রেরণ করার সময়ে তাঁকে বলেছিলেন; সেই সমস্ত চিহ্নকর্মের
কথাও জানালেন, যা তিনি তাঁকে সাধন করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
২৯ তখন মোশী ও আরোন গিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রবীণবর্গকে সমবেত করলেন, ৩০ এবং
আরোন জনগণকে জানালেন সেই সমস্ত কথা যা প্রভু মোশীকে বলেছিলেন, এবং জনগণের চোখের
সামনে সেই সমস্ত চিহ্নও দেখিয়ে দিলেন। ৩১ লোকদের বিশ্বাস হল, আর যখন তারা অনুভব করল
যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের দেখতে এসেছিলেন ও তাদের হীনাবস্থা দেখেছিলেন; তখন মাথা নত
করে প্রণিপাত করল।

ফারাওর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ

৫ তারপর মোশী ও আরোন ফারাওকে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন,
আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করতে
পারে।' ২ কিন্তু ফারাও বললেন, 'সেই প্রভু কে যে আমি তার প্রতি বাধ্য হয়ে ইস্রায়েলকে যেতে
দেব? আমি সেই প্রভুকে জানি না, আর ইস্রায়েলকে যেতে দেবই না।' ৩ তাঁরা বললেন, 'হিব্রুদের
পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; তাই আপনি অনুমতি দিন, যেন আমরা আমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য মরুপ্রান্তরে তিন দিনের পথ যেতে পারি, পাছে
তিনি মহামারী বা খড়্গ দ্বারা আমাদের আঘাত করেন।' ৪ কিন্তু মিশর-রাজ তাঁদের বললেন, 'হে
মোশী ও আরোন, তাদের কাজ থেকে লোকদের মন সরিয়ে দেওয়ায় তোমাদের উদ্দেশ্য কী? যাও,
তোমাদের কাজে ফিরে যাও!' ৫ ফারাও এও বললেন, 'দেখ, দেশে লোকসংখ্যা এত বেড়েছে, আর
তোমরা নাকি চাচ্ছ, তারা তাদের কাজ বন্ধ করবে!'
৬ ফারাও সেদিন লোকদের সরদার ও শাস্ত্রীদের এই আদেশ দিলেন, ৭ 'ইট তৈরি করার জন্য
তোমরা আগের মত ওই লোকদের কাছে আর খড়কুটো সরবরাহ করবে না; ওরা গিয়ে নিজেরাই
নিজেদের খড়কুটো জড় করুক। ৮ কিন্তু আগে ওদের যতখানি ইট তৈরি করার নিয়ম ছিল, এখনও
ততখানি ইট দাবি কর; ইটের সংখ্যা কোন মতে কমাবে না; কেননা ওরা অলস; এজন্যই চিৎকার
করে বলছে, যেতে চাই! আমরা আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই! ৯ সেই

লোকদের উপরে কাজ আরও কঠোর হোক, ওরা তাতেই ব্যস্ত থাকুক, এবং অসার কথায় কান না
দিক!' ১০ তাই লোকদের সরদাররা ও শাস্ত্রীরা বাইরে গিয়ে লোকদের বলল, 'ফারাও একথা
বলছেন, আমি তোমাদের কাছে খড়কুটো আর সরবরাহ করব না। ১১ নিজেরা যেখানে পাও,
সেখানে গিয়ে নিজেরাই খড়কুটো জড় কর; কিন্তু তোমাদের কাজের যেন ঘাটতি না পড়ে।'
১২ লোকেরা খড়কুটোর জন্য খড়ের আটি যোগাড় করতে সারা মিশর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ১৩
আর সেইখানে সরদাররা তাদের উপর চাপ দিয়ে বলছিল, 'তোমরা যখন খড়কুটো পেতে তখন
যেমন করতে, সেই দৈনিক পরিমাণ অনুসারে এখনও তোমাদের কাজ সমাধা কর।' ১৪ ফারাওর
সরদাররা ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে যে অধ্যক্ষদের বসিয়েছিল, তাদেরও কশাঘাত করা হল;
তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমরা আগের মত ইটের নির্ধারিত সংখ্যা আজ কেন পূরণ করনি?'
১৫ তখন ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা ফারাওকে গিয়ে এই বলে নালিশ করল, 'আপনার দাসদের
প্রতি আপনি এমন ব্যবহার করছেন কেন? ১৬ আপনার দাসদের কাছে কোন খড়কুটো সরবরাহ করা
হচ্ছে না, অথচ আমাদের শুধু শোনানো হচ্ছে, ইট তৈরি কর। আর দেখুন, আপনার এই দাসদের
লাঠি দিয়ে মারা হচ্ছে, কিন্তু দোষ আপনারই লোকদের!' ১৭ ফারাও বললেন, 'তোমরা অলস,
একেবারে অলস! এজন্যই বলছ, আমরা যেতে চাই! আমরা প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে
চাই। ১৮ এখন যাও, কাজ কর, তোমাদের কাছে খড়কুটো সরবরাহ করা হবে না, তথাপি ইটের পুরা
সংখ্যা দিতেই হবে।' ১৯ ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা দেখল, তারা বিপদে পড়েছে, কেননা তাদের
বলা হয়েছিল, 'তোমরা ইটের দৈনিক সংখ্যা কোন মতে কমাতে পারবে না।' ২০ ফারাওর কাছ থেকে
বিদায় নেওয়ার সময়ে তারা মোশী ও আরোনের দেখা পেল, তাঁরা তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। ২১
তারা তাঁদের বলল, 'প্রভু আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বিচার করুন, কেননা আপনারাই
ফারাওর দৃষ্টিতে ও তাঁর পরিষদদের দৃষ্টিতেও আমাদের ঘৃণার পাত্র করেছেন; আমাদের প্রাণ
বিনাশ করার জন্য তাঁদের হাতে খড়্গা দিয়েছেন!'
২২ তখন মোশী প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, কেন এই লোকদের উপরে এত অমঙ্গল
এনেছ? কেনই বা আমাকে প্রেরণ করেছ? ২৩ যে সময় আমি তোমার নামে কথা বলতে ফারাওর
সামনে এসেছি, সেসময় থেকে তিনি এই লোকদের পীড়ন করছেন, আর তুমি তোমার নিজের
জনগণের উদ্ধারের ব্যাপারে কিছুই করনি!'
৬ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমি ফারাওর প্রতি যা করব, তা তুমি এখন দেখবে, কেননা এক
পরাক্রান্ত হাতের কারণে সে তাদের যেতে দেবে; এমনকি, এক পরাক্রান্ত হাতের কারণে নিজের
দেশ থেকে তাদের তাড়িয়েই দেবে!'

মোশীর আহ্বান ও প্রেরণ—অন্য এক বিবরণী

২ পরমেশ্বর মোশীর কাছে কথা বললেন; তাঁকে বললেন, 'আমিই প্রভু! ৩ আমি আব্রাহামকে,
ইসায়াককে ও যাকোবকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে দেখা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার প্রভু নাম দ্বারা
তাদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করিনি। ৪ তাদের সঙ্গে আমার সন্ধিও স্থির করেছিলাম: তারা যে দেশে
প্রবাসী হয়ে বসবাস করছিল, আমি সেই কানান দেশ তাদেরই দেব। ৫ তাছাড়া মিশরীয়দের হাতে
দাস অবস্থায় পড়ে থাকা ইস্রায়েল সন্তানদের আর্তনাদ শুনে আমি আমার সেই সন্ধি স্মরণ করলাম।
৬ সুতরাং ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি বল: আমিই প্রভু! আমি মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে তোমাদের
বের করে আনব, তাদের দাসত্ব থেকে তোমাদের উদ্ধার করব, এবং প্রসারিত বাহুতে ও মহা
বিচারকর্ম সাধনে তোমাদের মুক্তি আদায় করব। ৭ আমি তোমাদের আমার আপন জনগণরূপে গ্রহণ
করব, ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হব; এতে তোমরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু,
তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে তোমাদের বের করে আনলেন। ৮ আমি

আব্রাহামকে, ইসায়াককে ও যাকোবকে যে দেশ দেব বলে হাত তুলে শপথ করেছিলাম, সেই দেশে
তোমাদের চালিত করব, আর সেই দেশ তোমাদের উত্তরাধিকার-রূপে দান করব: আমিই প্রভু!'
৯ কিন্তু মোশী যখন ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে সেই অনুসারে কথা বললেন, তখন তারা তাঁর কথা
মানল না, কারণ তাদের কঠিন দাসত্বের চাপে তারা উদাসীন হয়ে পড়েছিল।
১০ প্রভু মোশীকে বললেন, ১১ 'যাও, মিশর-রাজ ফারাওকে বল, সে যেন তার দেশ থেকে ইস্রায়েল
সন্তানদের যেতে দেয়।' ১২ কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে মোশী বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন আমার
কথায় আদৌ কান দিল না, তখন ফারাও কেমন করে সেই কথায় কান দেবেন? আমি তো বাক্‌পটু
নই।' ১৩ প্রভু মোশী ও আরোনের কাছে কথা বললেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের ও মিশর-রাজ
ফারাওর ব্যাপারে তাঁদের এই আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে
বের করে আনেন।
১৪ এঁরাই নিজ নিজ পিতৃকুলের পতি: ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেনের সন্তানেরা: হানোক, পাল্লু,
হেস্রোন ও কার্মি; এগুলো রূবেনের গোত্র।
১৫ সিমেয়োনের সন্তানেরা: যেমুয়েল, যামিন, ওহাদ, যাখিন, জোহার ও কানানীয় স্ত্রীজাত সন্তান
সৌল; এগুলো সিমেয়োনের গোত্র।
১৬ বংশতালিকা অনুসারে লেবির সন্তানদের নাম এই: গের্শোন, কেহাৎ ও মেরারি। লেবির বয়স
হয়েছিল একশ' সাঁইত্রিশ বছর।
১৭ গোত্র অনুসারে গের্শোনের সন্তানেরা: লিব্নি ও শিমেই।
১৮ কেহাতের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্‌হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল; কেহাতের বয়স হয়েছিল একশ'
তেত্রিশ বছর।
১৯ মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি ও মুশি; বংশতালিকা অনুসারে এগুলো লেবির গোত্র।
২০ আম্রাম তাঁর পিসি যোকেবেদকে বিবাহ করলেন, আর ইনি তাঁর ঘরে আরোন ও মোশীকে
প্রসব করলেন। আম্রামের বয়স হয়েছিল একশ' সাঁইত্রিশ বছর।
২১ ইস্‌হারের সন্তানেরা: কোরাহ্‌, নেফেগ ও জিখ্রি।
২২ উজ্জিয়েলের সন্তানেরা: মিশায়েল, এল্‌সাফান ও সিথ্রি।
২৩ আরোন আম্মিনাদাবের মেয়ে নাহেসোনের বোন এলিশেবাকে বিবাহ করলেন, আর ইনি তাঁর
ঘরে নাদাব, আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামারকে প্রসব করলেন।
২৪ কোরাহ্‌র সন্তানেরা: আস্‌সির, এল্কানা ও আবিয়াসাফ; এগুলো কোরাহ্‌-বংশীয়দের গোত্র।
২৫ আরোনের ছেলে এলেয়াজার পুটিয়েলের এক মেয়েকে বিবাহ করলে তিনি তাঁর ঘরে
ফিনেয়াসকে প্রসব করলেন; গোত্র অনুসারে এঁরা লেবীয়দের পিতৃকুলপতি।
২৬ এই যে আরোন ও মোশী, এঁদেরই কাছে প্রভু বললেন, 'তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের তাদের
সৈন্যশ্রেণী-ক্রমে মিশর দেশ থেকে বের করে আন।' ২৭ এঁরাই ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের
করে আনবার ব্যাপারে মিশর-রাজ ফারাওর কাছে কথা বললেন। এঁরা সেই মোশী ও আরোন।
২৮ এই সমস্ত কিছু তখনই ঘটল, যখন প্রভু মিশর দেশে মোশীর সঙ্গে কথা বললেন; ২৯ প্রভু
মোশীকে বললেন, 'আমিই প্রভু, আমি তোমাকে যা কিছু বলতে যাচ্ছি, সেই সমস্ত কথা তুমি
মিশর-রাজ ফারাওকে বল।' ৩০ কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে মোশী বললেন, 'দেখ, আমি বাক্‌পটু নই;
ফারাও কেমন করে আমার কথায় কান দেবেন?'
৭ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'দেখ, ফারাওর কাছে আমি তোমাকে ঈশ্বর যেনই করব, আর
তোমার ভাই আরোন হবে তোমার নবী। ২ আমি তোমাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তুমি তাকে
বলবে, আর তোমার ভাই আরোন ফারাওকে বলবে যেন সে ইস্রায়েল সন্তানদের তার দেশ থেকে

যেতে দেয়। ৩ কিন্তু আমি নিজে ফারাওর হৃদয় কঠিন করব, এবং মিশর দেশে আমার বহু বহু চিহ্ন
ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাব। ৪ কিন্তু, যেহেতু ফারাও তোমাদের কথা মানবে না, সেজন্য আমি
মিশরে আমার হাত রাখব ও মহা মহা বিচারকর্ম সাধন করে মিশর দেশ থেকে আমার আপন
সেনাবাহিনীকে, আমার আপন জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব। ৫ মিশরের উপরে
হাত বাড়িয়ে আমি যখন মিশরীয়দের মধ্য থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব, তখন তারা
জানবে, আমিই প্রভু!' ৬ মোশী ও আরোন সেইমত করলেন; প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন। ৭
ফারাওর সঙ্গে কথা বলার সময়ে মোশীর বয়স ছিল আশি বছর, ও আরোনের বয়স ছিল তিরাশি
বছর।

মিশরের আঘাত

৮ প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, ৯ 'ফারাও যখন তোমাদের বলবে, তোমরা নিজেদের পক্ষে
কোন একটা অলৌকিক লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি আরোনকে বলবে, তোমার লাঠি হাতে নাও,
ফারাওর সামনে তা ফেলে দাও; আর সেই লাঠি একটা নাগদানব হবে।' ১০ তখন মোশী ও আরোন
ফারাওর কাছে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন; আরোন ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের সামনে
তাঁর লাঠি ফেলে দিলেন, আর তা একটা নাগদানব হল। ১১ তখন ফারাও তাঁর জ্ঞানীগুণীদের ও
গণকদের ডাকলেন, আর মিশরের সেই মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে সেইভাবে করল। ১২ তারা
এক একজন নিজ নিজ লাঠি ফেলে দিলে সেগুলো নাগদানব হল, কিন্তু আরোনের লাঠি তাদের
সকল লাঠিকে গ্রাস করল। ১৩ তবু ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক
যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

প্রথম আঘাত—জল রক্তে পরিণত

১৪ প্রভু মোশীকে বললেন, 'ফারাওর হৃদয় কেমন ভারী! সে জনগণকে যেতে দিতে অসম্মত। ১৫
তুমি সকালে ফারাওর কাছে যাও; সেসময় সে নদীর দিকে যাবে। তুমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য
নদীকূলে দাঁড়াও, তোমার হাতে থাকবে সেই লাঠি যা সাপে পরিণত হয়েছিল। ১৬ তাকে বলবে,
প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, আমার মধ্য দিয়ে আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, তুমি আমার জনগণকে
যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার সেবা করে; কিন্তু তুমি এতক্ষণে কথাটা মানলে না। ১৭
প্রভু একথা বলছেন, আমিই যে প্রভু, তা তুমি এতেই জানবে; দেখ, আমার হাতে এই যে লাঠি
রয়েছে, তা দিয়ে আমি নদীর জলে আঘাত হানব, তাতে জল রক্ত হয়ে যাবে। ১৮ নদীতে যত মাছ
আছে, সেগুলো মারা যাবে, এবং নদীতে এমন দুর্গন্ধ হবে যে, নদীর জল খেতে মিশরীয়দের ঘৃণা
লাগবে।'

১৯ প্রভু মোশীকে বললেন, 'আরোনকে বল, তোমার লাঠি হাতে নাও, ও মিশরের জলের উপরে,
দেশের যত নদী, খাল, বিল ও সমস্ত জলাশয়ের উপরে হাত বাড়াও; আর সেই সমস্ত জল রক্ত
হবে, সারা মিশর দেশ জুড়েই তা রক্ত হবে—তাদের কাঠ ও পাথরের পাত্রেও রক্ত হবে!' ২০ মোশী
ও আরোন প্রভুর আজ্ঞামত সেইভাবে করলেন: তিনি লাঠি উচ্চ করে ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের
সামনে নদীর জলে আঘাত হানলেন; আর নদীর সমস্ত জল রক্ত হল। ২১ তখন নদীর মাছগুলো
মরল, ও নদীতে এমন দুর্গন্ধ হল যে, মিশরীয়েরা নদীর জল খেতে পারছিল না; সারা মিশর দেশ
জুড়েই রক্ত হল। ২২ কিন্তু মিশরীয় মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে একই কাজ সাধন করল।
ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, এবং তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে
বলেছিলেন। ২৩ ফারাও পিঠ ফিরিয়ে নিজ প্রাসাদে চলে গেলেন; এতেও মনোযোগ দিলেন না। ২৪
নদীর জল খেতে না পারায় সকল মিশরীয়েরা খাবার জলের খোঁজে নদীর আশেপাশে চারদিকেই

খুঁড়তে লাগল। ২৫ প্রভু নদীতে আঘাত হানবার পর সাত দিন কেটে গেল।

দ্বিতীয় আঘাত—বেঙ

২৬ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘ফারাওকে গিয়ে বল, প্রভু একথা বলছেন, আমার জনগণকে যেতে
দাও, যেন তারা আমার সেবা করতে পারে। ২৭ তাদের যেতে দিতে যদি সম্মত না হও, তবে দেখ,
আমি বেঙ দ্বারা তোমার সমস্ত অঞ্চলকে আঘাত করব: ২৮ নদী বেঙে ভরে উঠবে; সেগুলো উঠে
তোমার প্রাসাদে, শোয়ার ঘরে ও খাটে, এবং তোমার পরিষদদের ও তোমার জনগণের ঘরে,
তোমার তন্দুরে ও তোমার আটা ছানবার কাঠুয়াতে ঢুকবে। ২৯ হ্যাঁ, তোমার, তোমার জনগণ ও
তোমার পরিষদদের গায়ে সেই বেঙগুলো উঠবে!’
৮ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ‘আরোনকে বল, তোমার লাঠি দিয়ে যত নদী, খাল, বিলের উপরে
হাত বাড়িয়ে মিশর দেশের উপরে বেঙ আনাও।’ ২ আর আরোন মিশরের সমস্ত জলাশয়ের উপরে
তাঁর হাত বাড়ালে বেঙ উঠে এসে মিশর দেশ আচ্ছন্ন করল। ৩ কিন্তু মন্ত্রজালিকেরাও তাদের
জাদুবলে একই কাজ সাধন করে মিশর দেশের উপরে বেঙ আনাল।
৪ ফারাও তখন মোশী ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, ‘প্রভুর কাছে মিনতি কর, যেন তিনি আমা
থেকে ও আমার প্রজাদের মধ্য থেকে এই সমস্ত বেঙ দূর করে দেন; তাহলে আমি জনগণকে যেতে
দেব, তারা যেন প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পারে।’ ৫ মোশী ফারাওকে বললেন, ‘আপনার
সুবিধা অনুসারে আপনিই বলুন, কবে আপনার, আপনার পরিষদদের ও প্রজাদের জন্য আমাকে
মিনতি করতে হবে যেন আপনি ও আপনার সমস্ত ঘর বেঙ থেকে মুক্তি পান ও বেঙ যেন কেবল
নদীতেই থাকে।’ ৬ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আগামী দিনের জন্য।’ তখন মোশী বলে চললেন,
‘আপনার কথামত হোক, যেন আপনি জানতে পারেন যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মত কেউই
নেই। ৭ হ্যাঁ, বেঙগুলো আপনার কাছ থেকে ও আপনার ঘর থেকে, আপনার পরিষদ ও প্রজাদের
মধ্য থেকে দূরে চলে যাবে, কেবল নদীতেই থাকবে।’ ৮ মোশী ও আরোন ফারাওর কাছ থেকে
বিদায় নিয়ে বাইরে গেলেন, এবং প্রভু ফারাওর উপরে যে সমস্ত বেঙ এনেছিলেন, সেগুলোর বিষয়ে
মোশী প্রভুর কাছে অনুরোধ রাখলেন; ৯ প্রভু মোশীর অনুরোধ অনুসারে কাজ করলেন, আর সকল
বেঙ ঘর, প্রাঙ্গণ ও মাঠের বাইরে মরল। ১০ লোকে সেগুলোকে কুড়িয়ে বহু ঢিপি করলে দেশে দুর্গন্ধ
হল। ১১ কিন্তু ফারাও যখন দেখলেন, একটু স্বস্তি হল, তখন নিজের হৃদয় ভারী করলেন, তাঁদের
কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

তৃতীয় আঘাত—মশা

১২ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ‘আরোনকে বল, তোমার লাঠি বাড়িয়ে মাটির ধুলায় আঘাত
হান, তাতে সেই ধুলা সমগ্র মিশর দেশে মশা হবে।’ ১৩ তাঁরা তাই করলেন: আরোন তাঁর লাঠি
দিয়ে হাত বাড়িয়ে মাটির ধুলায় আঘাত হানলেন, আর মশা মানুষ ও পশুর গায়ে এসে পড়ল;
মিশর দেশের সব জায়গায়ই মাটির ধুলা মশা হয়ে গেল। ১৪ মন্ত্রজালিকেরা তাদের জাদুবলে মশা
উৎপন্ন করার জন্য চেষ্টা করল বটে, কিন্তু অকৃতকার্য হল; ফলে মশা মানুষ ও পশুর গায়ে এসে
পড়ল। ১৫ তখন মন্ত্রজালিকেরা ফারাওকে বলল, ‘এ ঈশ্বরের আঙুল!’ কিন্তু তবুও ফারাওর হৃদয়
কঠিন হল, তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

চতুর্থ আঘাত—ডাঁশ

১৬ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ‘তুমি খুব সকালে উঠে, ফারাও যখন জলের কাছে যাবে, তখন
তার সামনে দাঁড়াও। তাকে বল: প্রভু একথা বলছেন: আমার জনগণকে যেতে দাও, তারা যেন
আমার সেবা করে! ১৭ যদি আমার জনগণকে যেতে না দাও, তবে দেখ, আমি তোমাতে, তোমার

সকল পরিষদে, তোমার জনগণে ও তোমার ঘরগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ পাঠাব: মিশরীয়দের
ঘরগুলো, এমনকি তাদের বাসভূমিও ডাঁশে ভরে উঠবে। [১৮] কিন্তু সেদিন আমি, আমার জনগণ
যেখানে বাস করছে, সেই গোশেন প্রদেশ পৃথক রাখব: সেখানে ডাঁশ হবে না, যেন তুমি জানতে
পার যে, এদেশের মধ্যে আমিই প্রভু। [১৯] আমার জনগণ ও তোমার জনগণের মধ্যে আমি মুক্তিদায়ী
এক চিহ্ন রাখব। আগামীকালই এই চিহ্ন হবে।' [২০] প্রভু ঠিক তাই করলেন: ফারাওর প্রাসাদে ও
তাঁর পরিষদদের ঘরে ও সমস্ত মিশর দেশে ডাঁশের বড় বড় ঝাঁক এসে পড়ল: ডাঁশের ঝাঁকের
কারণে অঞ্চলটা উৎসন্ন হল।

[২১] ফারাও তখন মোশী ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, 'তোমরা যাও, দেশের মধ্যেই তোমাদের
পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ কর।' [২২] কিন্তু মোশী উত্তর দিলেন, 'তেমনটি করা উপযুক্ত নয়,
কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলিরূপে যা উৎসর্গ করি, তা মিশরীয়দের কাছে জঘন্য।
দেখুন, মিশরীয়দের কাছে যা জঘন্য, তাদের চোখের সামনেই তা উৎসর্গ করলে তারা কি পাথর
ছুড়ে আমাদের বধ করবে না? [২৩] আমরা তিন দিনের পথ মরুপ্রান্তরে গিয়ে, আমাদের পরমেশ্বর
প্রভু যেমন আজ্ঞা দেবেন, সেইমত তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করব।' [২৪] ফারাও বললেন, 'আমি
তোমাদের যেতে দিচ্ছি, তোমরা মরুপ্রান্তরে গিয়ে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ
কর। কিন্তু বহুদূরে যেয়ো না! এবং আমার হয়ে মিনতি কর।' [২৫] মোশী উত্তরে বললেন, 'আপনার
কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রভুর কাছে মিনতি করব, যেন ফারাও, তাঁর পরিষদ
ও তাঁর জনগণ থেকে আগামীকাল যত ডাঁশের ঝাঁক দূরে যায়। কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ
করার জন্য লোকদের যেতে দেওয়ার ব্যাপারে ফারাও যেন আবার প্রবঞ্চনা না করেন!' [২৬] মোশী
ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর কাছে মিনতি করলেন; [২৭] আর প্রভু মোশীর অনুরোধ
অনুসারে কাজ করলেন; তিনি ফারাও, তাঁর পরিষদ ও সমগ্র জনগণ থেকে সমস্ত ডাঁশের ঝাঁক দূর
করলেন: একটাও বাকি রইল না। [২৮] কিন্তু এবারও ফারাও নিজের হৃদয় ভারী করলেন, জনগণকে
যেতে দিলেন না।

পঞ্চম আঘাত—পশুধনের মৃত্যু

৯ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'ফারাওকে গিয়ে বল: প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা আমার সেবা করতে পারে। [২] কেননা তুমি যদি তাদের
যেতে দিতে সম্মত না হও, যদি এখনও বাধা দাও, [৩] তবে দেখ, মাঠে মাঠে তোমার যত পশু
রয়েছে, সেই ঘোড়া, গাধা, উট, পশুপাল ও মেষপালের উপরে প্রভুর হাত রয়েছে: ভীষণ মহামারী
হবে! [৪] কিন্তু প্রভু ইস্রায়েলের পশু ও মিশরের পশুদের মধ্যে পার্থক্য রাখবেন, যেন ইস্রায়েল
সন্তানদের কোন পশুই না মরে। [৫] প্রভু সময় নির্ধারিত করে বললেন: আগামীকাল প্রভু দেশে
একাজ সাধন করবেন।' [৬] পরদিন প্রভু ঠিক তাই করলেন, ফলে মিশরের সমস্ত পশু মরল, কিন্তু
ইস্রায়েল সন্তানদের পশুদের মধ্যে একটাও মরল না। [৭] ফারাও অনুসন্ধান করতে লোক পাঠালে
দেখা গেল যে, ইস্রায়েলের একটা পশুও মরেনি! তবু ফারাওর হৃদয় ভারী হল এবং তিনি
জনগণকে যেতে দিলেন না।

ষষ্ঠ আঘাত—ফোড়া

[৮] প্রভু তখন মোশী ও আরোনকে বললেন, 'তোমরা এক মুঠো চুল্লির ছাই নাও: মোশী ফারাওর
চোখের সামনে তা আকাশের দিকে ছড়িয়ে দেবে। [৯] তা সমগ্র মিশর দেশ জুড়ে সূক্ষ্ম ধুলা হয়ে
মিশর দেশের সর্বত্র মানুষ ও পশুদের গায়ে ক্ষতযুক্ত ঘা ওঠাবে।' [১০] তাই তাঁরা চুল্লির ছাই নিয়ে
ফারাওর সামনে দাঁড়ালেন; মোশী আকাশের দিকে তা ছড়িয়ে দিলে তা মানুষ ও পশুদের গায়ে

ক্ষতযুক্ত ঘা ফোটাল। ১১ সেই ঘায়ের কারণে মন্ত্রজালিকেরা মোশীর সামনে দাঁড়াতে পারছিল না,
কারণ সমস্ত মিশরীয়দের মত মন্ত্রজালিকদের গায়েও ঘা ফুটে উঠেছিল। ১২ কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয়
কঠিন করলেন; তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

সপ্তম আঘাত—শিলাবৃষ্টি

১৩ প্রভু মোশীকে বললেন, 'খুব সকালে উঠে ফারাওর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে একথা বল: প্রভু,
হিব্রুদের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা আমার সেবা করতে
পারে; ১৪ কেননা এবার আমি তোমার হৃদয়ের বিরুদ্ধে এবং তোমার পরিষদদের ও জনগণের মধ্যে
আমার সব ধরনের মারাত্মক আঘাত প্রেরণ করব, যেন তুমি জানতে পার যে, সমস্ত পৃথিবীতে
আমার মত কেউই নেই। ১৫ এতদিন আমি আমার হাত বাড়িয়ে মহামারী দ্বারা তোমাকে ও তোমার
জনগণকে আঘাত করতে পারতাম, তবে তুমি পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্নই হতে! ১৬ কিন্তু তবুও আমি এই
কারণেই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, যেন আমার প্রভাব তোমাকে দেখাই ও সমস্ত পৃথিবীতে আমার
সুনাম কীর্তিত হয়। ১৭ অথচ তুমি এখনও দর্প দেখিয়ে আমার জনগণকে যেতে দিতে চাচ্ছ না! ১৮
আচ্ছা, আগামীকাল ঠিক এই সময়ে এমন তীব্রতম শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করব, যা মিশরের স্থাপনকাল
থেকে আজ পর্যন্ত কখনও হয়নি। ১৯ তুমি এখনই লোক পাঠিয়ে মাঠে তোমার পশু ও যা কিছু আছে,
সমস্তই আশ্রয়ে আনিয়ে রাখ। যত মানুষ ও পশু ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে না এনে বরং মাঠে ফেলে রাখা
হবে, তাদের উপরে শিলাবৃষ্টি হবে, আর তারা মরবে।' ২০ তখন ফারাওর পরিষদদের মধ্যে যারা
প্রভুর বাণী মানল, তারা শীঘ্রই তাদের দাস ও পশুদের ঘরের মধ্যে আনল; ২১ কিন্তু যারা প্রভুর
বাণী মানল না, তারা তাদের দাস ও পশুদের মাঠে ফেলে রাখল।
২২ প্রভু মোশীকে বললেন, 'আকাশের দিকে হাত বাড়াও, যেন মিশর দেশের সর্বত্রই—মিশর
দেশের মানুষ, পশু ও মাঠের সমস্ত উদ্ভিদের উপরে শিলাবৃষ্টি হয়।' ২৩ মোশী লাঠি আকাশের দিকে
বাড়ালে প্রভু বজ্রধ্বনি শোনালেন ও শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করলেন, এবং আগুন ভূমির উপরে বেগে এসে
পড়ল; এইভাবে প্রভু মিশর দেশের উপরে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ২৪ শিলা ও শিলার সঙ্গে
মেশানো এমন তীব্রতম অগ্নিবৃষ্টিও হল, যা মিশর দেশে রাজ্য স্থাপনকাল থেকে কখনও হয়নি। ২৫
সমস্ত মিশর দেশ জুড়ে মাঠে যত মানুষ ও পশু ছিল, সকলেই শিলার আঘাতে আহত হল, মাঠের
সমস্ত উদ্ভিদও শিলাবৃষ্টির আঘাতে আহত হল, আর মাঠের সমস্ত গাছপালা ভেঙে গেল; ২৬ কেবল
ইস্রায়েল সন্তানদের বাসস্থান সেই গোশেন প্রদেশেই শিলাবৃষ্টি হল না।
২৭ তখন ফারাও লোক পাঠিয়ে মোশী ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, 'এবার আমি পাপ করেছি!
প্রভু ধর্মময়, আমি ও আমার জনগণই দোষী। ২৮ তোমরা প্রভুর কাছে মিনতি কর, কেননা যথেষ্ট
বজ্রধ্বনি ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে; আর নয়! আমি তোমাদের যেতে দেব, তোমাদের আর দেরি করার
প্রয়োজন নেই।' ২৯ মোশী তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'শহর থেকে বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
আমি প্রভুর দিকে হাত বাড়াব; তাতে বজ্রধ্বনি বন্ধ হবে, শিলাবৃষ্টিও আর হবে না, যেন আপনি
জানতে পারেন যে, পৃথিবী প্রভুরই। ৩০ কিন্তু আমি জানি, আপনি ও আপনার পরিষদেরা, আপনারা
এখনও প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় পান না।'
৩১ সেসময়ে ক্ষোম ও যব সবই আহত হয়েছিল, কেননা যবে শিষ ও ক্ষোমে ফুল ছিল। ৩২ কিন্তু
গম ও যব বড় না হওয়ায় আহত হল না। ৩৩ তাই মোশী ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের
বাইরে গিয়ে প্রভুর দিকে হাত বাড়ালেন, আর বজ্রধ্বনি ও শিলাবৃষ্টি বন্ধ হল, এবং ভূমিতে আর
জলবর্ষণ হল না। ৩৪ কিন্তু ফারাও যখন দেখলেন যে, জলবর্ষণ, শিলাবৃষ্টি ও বজ্রধ্বনি বন্ধ হয়েছে,
তখন আবার পাপ করলেন: তিনি ও তাঁর পরিষদেরা হৃদয় ভারী করলেন। ৩৫ ফারাওর হৃদয় কঠিন
হওয়ায় তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিলেন না, ঠিক যেমন প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে আগে থেকে

বলেছিলেন।

অষ্টম আঘাত—পঙ্গপাল

১০ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ‘ফারাওর কাছে যাও, কেননা আমি তার ও তার পরিষদদের হৃদয়
ভারী করলাম, যেন আমি তাদের মাঝে আমার এই সকল চিহ্ন দেখাতে পারি, [২] এবং আমি যে
মিশরীয়দের তাচ্ছিল্যের বস্তু করেছি, ও তাদের মাঝে আমার যে সমস্ত চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছি, তা
যেন তুমি তোমার পুত্র ও পৌত্রের কাছে বর্ণনা করতে পার, ফলত তোমরা যেন জানতে পার যে,
আমিই প্রভু!’ [৩] মোশী ও আরোন ফারাওকে গিয়ে বললেন, ‘প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, একথা
বলছেন: তুমি আমার সামনে নিজেকে নমিত করতে আর কতকাল অস্বীকার করে যাবে? আমার
জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা আমার সেবা করতে পারে। [৪] অন্যথা, তুমি যদি আমার জনগণকে
যেতে দিতে সম্মত না হও, আমি আগামীকাল তোমার অঞ্চলে পঙ্গপাল আনব। [৫] সেগুলো মাটির
বুক এমনভাবে আচ্ছন্ন করবে যে, কেউই ভূমি দেখতে পাবে না; এবং শিলাবৃষ্টি থেকে রেহাই
পেয়েছে ও বাকি রয়েছে তোমাদের এমন যা কিছু আছে, সেগুলো তা খেয়ে ফেলবে এবং মাঠে
উৎপন্ন তোমাদের যত গাছপালাও গ্রাস করবে। [৬] আর তোমার ঘর ও তোমার সমস্ত পরিষদদের ঘর
ও সমস্ত মিশরীয়দের ঘর সেগুলোতে ভরে যাবে। তা এমন কিছু, যা তোমার পিতৃপুরুষদের ও
তাদের পিতৃপুরুষদের জন্মদিন থেকে আজ পর্যন্ত এদেশভূমিতে কখনও দেখা যায়নি।’ এরপর তিনি
মুখ ফিরিয়ে ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

[৭] ফারাওর পরিষদেরা তাঁকে বললেন, ‘লোকটা আর কতকাল আমাদের মধ্যে ফাঁদ হয়ে থাকবে?
এই জনগণকে যেতে দিন, তারা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করুক। আপনি কি এখনও বুঝছেন
না যে, মিশর দেশ ছারখার হয়ে যাচ্ছে?’ [৮] তাই মোশী ও আরোনকে আবার ফারাওর সামনে আনা
হল; তাঁদের তিনি বললেন, ‘যাও, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করতে যাও! কিন্তু এরা যারা
যাবে, তারা কে কে?’ [৯] মোশী উত্তর দিলেন, ‘আমরা আমাদের যুবক ও বৃদ্ধদের, আমাদের
ছেলেমেয়েদের, আমাদের মেষপাল ও গবাদি পশুও সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কেননা প্রভুর উদ্দেশে
উৎসব করতে হবে।’ [১০] তখন ফারাও তাঁদের বললেন, ‘তাই আমাকে তোমাদের ছাড়া তোমাদের
যুবকদেরও যেতে দিতে হবে! প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন! তোমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই
অমঙ্গলকর। [১১] তা হবে না! তোমাদের পুরুষেরাই গিয়ে প্রভুর সেবা করুক; কারণ তোমরা তো
তা-ই প্রথমে চেয়েছিলে।’ আর ফারাওর সামনে থেকে তাঁদের দূর করা হল।

[১২] তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ‘পঙ্গপাল ডেকে আনবার জন্য মিশর দেশের উপরে হাত বাড়াও,
যেন সেগুলো মিশর দেশে এসে ভূমির সমস্ত উদ্ভিদ গ্রাস করে, ও শিলাবৃষ্টি যা কিছু রেখে গেছে, তা
সবই যেন গ্রাস করে।’ [১৩] মোশী মিশর দেশের উপরে লাঠি বাড়ালেন, আর প্রভু সারাদিন ও
সারারাত দেশে পুববাতাস বয়ে দিলেন; সকাল হলে পুববাতাস পঙ্গপাল উঠিয়ে আনল। [১৪] পঙ্গপাল
সমগ্র মিশর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, মিশরের সকল স্থান দখল করল,—বিশাল এক পঙ্গপাল!
তেমন পঙ্গপাল আগে কখনও হয়নি, পরেও কখনও হয়নি। [১৫] সেগুলো সমস্ত মাটির বুক আচ্ছন্ন
করল, যতক্ষণ না দেশ অন্ধকার হল, এবং ভূমির যে উদ্ভিদ ও গাছপালার যে ফল শিলাবৃষ্টি থেকে
রেহাই পেয়েছিল, সেই সমস্ত কিছু সেগুলো গ্রাস করল: সমস্ত মিশর দেশ জুড়ে গাছপালা বা মাঠের
উদ্ভিদ, সবুজ কিছুই রইল না।

[১৬] ফারাও শীঘ্রই মোশী ও আরোনকে ডাকিয়ে বললেন, ‘আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর
বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। [১৭] দোহাই তোমাদের, এবারও আমার পাপ ক্ষমা কর;
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে মিনতি কর, তিনি যেন আমা থেকে এই মরণ দূর করে দেন।’ [১৮]
তিনি ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর কাছে মিনতি করলেন; [১৯] আর প্রভু অধিক প্রবল

বাতাস পশ্চিম থেকে আনলেন; তা পঙ্গপালগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে লোহিত সাগরে তাড়িয়ে দিল;
মিশরের কোন জায়গায় একটা পঙ্গপালও থাকল না। [২০] কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন,
আর তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিলেন না।

নবম আঘাত—অন্ধকার

[২১] তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আকাশের দিকে হাত বাড়াও: মিশর দেশে অন্ধকার নেমে
আসবে, এমন অন্ধকার যা স্পর্শও করা যাবে।' [২২] মোশী আকাশের দিকে হাত বাড়ালেই তিন দিন
ধরে সারা মিশর দেশে ঘন অন্ধকার নেমে এল। [২৩] তারা একে অপরের মুখ আর দেখতে পাচ্ছিল
না, আর তিন দিন ধরে কেউই নিজের জায়গা থেকে কোথাও যেতে পারল না। কিন্তু সকল ইস্রায়েল
সন্তানের জন্য তাদের বাসস্থানে আলো ছিল।
[২৪] তখন ফারাও মোশীকে ডাকিয়ে বললেন, 'যাও, প্রভুর সেবা করতে যাও! তোমাদের শিশুরাও
তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবে; কেবল তোমাদের মেষপাল ও পশুপাল এখানে থাকবে।' [২৫] মোশী
উত্তরে বললেন, 'কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার মত যজ্ঞ ও আহুতির
প্রয়োজনীয় জিনিসও আমাদের জন্য যোগাড় করতে হবে। [২৬] আমাদের সঙ্গে আমাদের পশুরাও
যাবে, একটা নখ পর্যন্তও এখানে থাকবে না; কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করার জন্য
তাদেরই মধ্য থেকে আমাদের বলি নিতে হবে, আর সেই জায়গায় গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা তো
জানি না, আমরা কী কী দিয়ে প্রভুর সেবা করব।' [২৭] কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন; তিনি
তাদের যেতে দিতে সম্মত হলেন না। [২৮] ফারাও তাঁকে বললেন, 'আমার সম্মুখ থেকে দূর হও।
সাবধান, আমার সামনে আর কখনও আসবে না, কেননা যেদিন তুমি আমার মুখ দেখবে, সেদিন
মরবে!' [২৯] তখন মোশী বললেন, 'আপনার কথা ঠিক! আমি আপনার মুখ আর কখনও দেখব না।'

প্রথমজাতদের মৃত্যুর পূর্বঘোষণা

১১ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমি ফারাও ও মিশরের উপরে আর একটা আঘাত প্রেরণ
করব; তারপরে সে এখান থেকে তোমাদের যেতে দেবে। সে যখন তোমাদের যেতে দেবে, তখন
আসলে তোমাদের এখান থেকে তাড়িয়েই দেবে! [২] তুমি লোকদের স্পষ্টই বল, যেন প্রত্যেক পুরুষ
নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছ থেকে, ও প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজ নিজ প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে
সোনা-রুপোর জিনিসপত্র চেয়ে নেয়।' [৩] আর প্রভু এমনটি করলেন, যেন লোকেরা মিশরীয়দের
দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়। তাছাড়া মোশী মিশর দেশে ফারাওর পরিষদ ও জনগণের দৃষ্টিতে
গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে গণ্য ছিলেন।
[৪] তাই মোশী বলে দিলেন, 'প্রভু একথা বলছেন, আমি মাঝরাতে মিশরের মধ্য দিয়ে যাব। [৫]
সিংহাসনে আসীন ফারাওর প্রথমজাত থেকে জাঁতা ঘোরায় এমন দাসীর প্রথমজাত পর্যন্তই মিশর
দেশে সকল প্রথমজাত মরবে; পশুদের সমস্ত প্রথমজাতও মরবে! [৬] সারা মিশর দেশ জুড়ে এমন
তীব্র হাহাকার হবে, যার মত কখনও হয়নি, হবেও না। [৭] কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মানুষ বা
পশুর বিরুদ্ধে একটা কুকুরও জিহ্বা দোলাবে না, যেন আপনারা জানতে পারেন যে, প্রভু মিশরীয় ও
ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখেন। [৮] আপনার এই সকল দাস আমার কাছে নেমে আসবে, ও
আমার কাছে প্রণিপাত করে বলবে, তুমি ও যে জনগণ তোমার অনুসরণ করছে, তোমরা সকলে
বেরিয়ে যাও। এরপরেই আমি বের হব!' আর তিনি মহা ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে ফারাওর কাছ থেকে
বিদায় নিলেন।
[৯] আসলে প্রভু মোশীকে বলেছিলেন, 'ফারাও তোমার কথা মানবে না, যেন মিশর দেশে আমার
আরও আরও অলৌকিক লক্ষণ দেখানো হয়।' [১০] মোশী ও আরোন ফারাওর সামনে এই সকল

অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলেন; কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করেছিলেন, আর তিনি তাঁর দেশ
থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিলেন না।

পাস্কাপর্ব

১২ মিশর দেশে প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, ২ 'এই মাস তোমাদের কাছে হবে সমস্ত মাসের
আদি মাস, তোমাদের কাছে হবে বছরের প্রথম মাস। ৩ তোমরা গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর কাছে
কথা বল; তাদের বল, এই মাসের দশম দিনে প্রত্যেকে এক একটা পরিবারের জন্য, এক একটা
ঘরের জন্য একটা করে শাবক যোগাড় করে নেবে। ৪ গোটা শাবকটাকে খাওয়ার পক্ষে যদি পরিবার
বেশি ছোট হয়, তবে সেই পরিবার লোকসংখ্যা অনুসারে তার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর সঙ্গে
যোগ দেবে। কে কতটা খেতে পারে, সেই হিসাবেই তোমরা উপযুক্ত শাবক বেছে নেবে। ৫
শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে, হতে হবে এক বছরের একটা পুংশাবক। তোমরা মেষপালের বা
ছাগপালের মধ্য থেকে তা বেছে নিতে পারবে, ৬ আর এই মাসের চতুর্দশ দিন পর্যন্ত তা বাঁচিয়ে
রাখবে; তখনই ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে। ৭
তার একটু রক্ত নিয়ে, যে সব ঘরে শাবকটাকে খাওয়া হয়, তার দরজার দুই বাজুতে ও কপালিতে
তা লেপে দেওয়া হবে।

৮ সেই রাতেই তার মাংস খেতে হবে: আগুনে ঝলসে নিয়ে খামিরবিহীন রুটি ও তেতো শাকের
সঙ্গে তা খেতে হবে। ৯ তার মাংসের একটুকুও কাঁচা অবস্থায় বা জলে সিদ্ধ করে খাবে না; বরং
মাথা, পা, অন্ত্ররাজি সমেত তা আগুনে ঝলসেই খাবে। ১০ সকাল পর্যন্ত তোমরা তার মাংসের কিছুই
রাখবে না, সকাল পর্যন্ত যা কিছু বাকি থাকে, তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ১১ তোমরা তা
এইভাবে খাবে: কোমরে বন্ধনী বাঁধা থাকবে, পায়ে থাকবে জুতো, হাতে লাঠি; আর তাড়াতাড়িই
তা খেতে হবে। এ প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা! ১২ সেই রাতে আমি মিশর দেশের মধ্য দিয়ে যাব, এবং
মিশর দেশে মানুষ ও পশুর সমস্ত প্রথমজাতকের উপরে মারণ-আঘাত হানব; আমি মিশরের সমস্ত
দেবতার যোগ্য দণ্ড দেব: আমিই প্রভু।

১৩ যে সব বাড়িতে তোমরা থাক, তাতে লাগানো রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ: সেই রক্ত
দেখে আমি তোমাদের ছেড়ে এগিয়ে যাব, আর আমি যখন মিশর দেশ আঘাত করব, তখন
সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

১৪ এই দিনটি তোমাদের কাছে এক স্মরণদিবস হয়ে দাঁড়াবে: তোমরা এই দিনটিকে প্রভুর
উদ্দেশে উৎসব বলে পালন করবে, পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিরূপেই তা পালন করবে।

১৫ তোমরা সাত দিন ধরেই খামিরবিহীন রুটি খাবে: প্রথম দিনে তোমাদের ঘর থেকে খামির দূর
করবে, কেননা যে কেউ প্রথম দিন থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত খামিরযুক্ত কিছু খাবে, তাকে ইস্রায়েলের
মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

১৬ প্রথম দিনে তোমাদের এক পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে, এবং সপ্তম দিনে তোমাদের এক পবিত্র
সভা অনুষ্ঠিত হবে; উভয় দিনে কোন কাজ করা যাবে না; তা-ই মাত্র প্রস্তুত করা হবে, যা
প্রত্যেকের খাদ্যের জন্য দরকার। ১৭ তোমরা খামিরবিহীন রুটির পর্ব পালন করবে, কেননা এই
দিনেই আমি তোমাদের সেনাবাহিনীকে মিশর দেশ থেকে বের করে আনলাম: তোমরা
পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধি বলেই এই দিন পালন করবে।

১৮ প্রথম মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলা থেকে একবিংশ দিনের সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত
তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। ১৯ সাত দিন ধরে তোমাদের ঘরে যেন খামিরের লেশমাত্র না
থাকে, কেননা প্রবাসী হোক বা দেশজাত হোক যে কেউ খামিরযুক্ত কিছু খাবে, তাকে ইস্রায়েল
জনমণ্ডলী থেকে উচ্ছেদ করা হবে। ২০ তোমরা খামিরযুক্ত কিছুই খাবে না; তোমাদের সমস্ত

বাসস্থানে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে।’
[২১] মোশী ইস্রায়েলের গোটা প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে বললেন, ‘তোমরা গিয়ে যে যার গোত্রের জন্য
একটা করে ছাগ বা মেষের শাবক বেছে নাও, এবং পাস্কাবলি জবাই কর। [২২] আর গামলায় যে রক্ত
রাখা হবে, এক গোছা হিসোপগাছ নিয়ে সেই রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে দরজার কপালিতে ও দুই
বাজুতে গামলার রক্তের কিছুটা ছিটিয়ে দেবে। সকাল পর্যন্ত তোমরা কেউই ঘরের দরজার বাইরে পা
দেবে না। [২৩] কেননা যখন প্রভু মিশরীয়দের আঘাত করার জন্য দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন, তখন
তোমাদের দরজার কপালিতে ও দুই বাজুতে সেই রক্ত দেখলে প্রভু সেই দরজা ছেড়ে এগিয়ে
যাবেন; সংহারককে তিনি তোমাদের ঘরে ঢুকে আঘাত হানতে দেবেন না। [২৪] তোমরা তোমাদের
ও তোমাদের সন্তানদের জন্য চিরকালের মত নিরূপিত বিধিরূপেই তেমনটি পালন করবে।
[২৫] তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রভু যে দেশ তোমাদের দেবেন, তোমরা যখন সেই দেশে প্রবেশ
করবে, তখন এই যজ্ঞ-রীতি পালন করবে। [২৬] আর যখন তোমাদের ছেলেরা তোমাদের জিজ্ঞাসা
করবে, তোমাদের এই যজ্ঞ-রীতির অর্থ কী? [২৭] তখন তোমরা বলবে: এ হল পাস্কার যজ্ঞানুষ্ঠান
সেই প্রভুর উদ্দেশে, যিনি মিশরে ইস্রায়েল সন্তানদের ঘরগুলো ছেড়ে এগিয়ে গেছিলেন: সেসময়ে
তিনি মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের ঘরগুলোকে রেহাই দিয়েছিলেন।’ তখন
জনগণ মাথা নত করে প্রণিপাত করল। [২৮] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা গিয়ে, প্রভু মোশী ও আরোনকে
যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, সেইমত করল।
[২৯] মাঝরাতে প্রভু সিংহাসনে আসীন ফারাওর প্রথমজাত সন্তান থেকে শুরু করে কারাকুয়োতে
থাকা বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত সন্তানের উপর ও পশুদের
প্রথমজাত শাবকদের উপরে মারণ-আঘাত হানলেন। [৩০] ফারাও ও তাঁর সমস্ত পরিষদ এবং সমস্ত
মিশরীয় লোক রাতে উঠল: মিশরে মহা হাহাকার হল, কেননা এমন ঘর ছিল না, যেখানে কেউ না
কেউ মরেনি! [৩১] তখন ফারাও রাত্রিকালে মোশী ও আরোনকে কাছে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন,
‘ওঠ, ইস্রায়েল সন্তানদের নিয়ে তোমরা আমার জনগণের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও; যাও, তোমাদের
কথামত প্রভুর সেবা করতে যাও। [৩২] তোমাদের কথামত মেষপাল ও গবাদি পশু সবই সঙ্গে নিয়ে
চলে যাও। আমাকেও একটু আশীর্বাদ কর!’ [৩৩] মিশরীয়েরা লোকদের চাপ দিল, দেশ থেকে তাদের
বিদায় দিতে ব্যস্তই ছিল; তারা নাকি বলছিল, ‘আমরা সকলেই মারা পড়লাম!’ [৩৪] তাতে ময়দার
তালে খামির মেশাবার আগে লোকেরা তা নিয়ে কাঠুয়াগুলো কাপড়ে বেঁধে কাঁধে করল। [৩৫] ইস্রায়েল
সন্তানেরা মোশীর কথামত কাজ করে মিশরীয়দের কাছ থেকে সোনা-রুপোর জিনিসপত্র ও যত
পোশাক চেয়ে নিল। [৩৬] প্রভু এমনটি করলেন, যেন তারা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়,
ফলে তারা যা কিছু চাইল, মিশরীয়েরা তাদের তা দিয়ে দিল। এভাবে তারা মিশরীয়দের ধন লুট
করে নিল।
[৩৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা রাম্সেস থেকে সুক্কোতের দিকে রওনা হল: তাদের পরিবারের লোকজনের
কথা বাদে প্রায় ছ'লক্ষ পুরুষ পায়ে হেঁটে রওনা হল। [৩৮] তাছাড়া নানা জাতের আরও আরও লোক
এবং বহু বহু মেষ ও গবাদি পশু তাদের সঙ্গে চলল। [৩৯] তারা মিশর থেকে আনা ময়দার তাল দিয়ে
খামিরবিহীন পিঠা তৈরি করে তা সেকে নিল, কেননা সেই ময়দার মধ্যে খামির ছিল না, যেহেতু
মিশর থেকে তাদের এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, একটু দেরি করতেও পারেনি, এমনকি
পথের জন্য খাবারও প্রস্তুত করতে পারেনি।
[৪০] ইস্রায়েল সন্তানেরা চারশ' ত্রিশ বছর মিশরে বসবাস করেছিল। [৪১] সেই চারশ' ত্রিশ বছর
শেষে, ঠিক সেই দিনেই, প্রভুর সমস্ত সেনাবাহিনী মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে গেল। [৪২] মিশর দেশ
থেকে তাদের বের করে আনার জন্য, প্রভুর পক্ষে এ রাত্রি হল জাগরণ-রাত্রি। এই রাত্রি প্রভুরই

রাত্রি, এমন রাত্রি যা সকল ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে পুরুষানুক্রমেই জাগরণ-রাত্রি।
৪৩ প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, ‘এ পাস্কার যজ্ঞ-রীতি: অন্য জাতির কোন মানুষ তা খেতে
পারবে না। ৪৪ কিন্তু যে কোন দাস টাকার বিনিময়ে কেনা হয়েছে, সে একবার পরিচ্ছেদিত হলে তা
খেতে পারবে। ৪৫ প্রবাসী বা বেতনজীবী কেউই তা খেতে পারবে না। ৪৬ তা কেবল এক ঘরের
মধ্যেই খাওয়া হবে; তোমরা ঘরের বাইরে তার মাংসের কিছুই নিয়ে যাবে না; তার কোন হাড়ও
তোমরা ভাঙবে না। ৪৭ গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীই তা উদ্‌যাপন করবে। ৪৮ তোমাদের সঙ্গে প্রবাসী
কোন বিদেশী লোক যদি প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে চায়, তার পরিবারের প্রতিটি
পুরুষলোক পরিচ্ছেদিত হোক; তবেই সে তা পালন করতে এগিয়ে আসবে; সে দেশজাত মানুষের
মত হবে। কিন্তু অপরিচ্ছেদিত কোন লোক তা খেতে পারবে না। ৪৯ দেশজাত লোকের জন্য ও
তোমাদের মধ্যে প্রবাসী যে কোন বিদেশী লোকের জন্য একই বিধান থাকবে।’
৫০ সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান সেই অনুসারে করল; প্রভু মোশী ও আরোনকে যেমন আজ্ঞা
করেছিলেন, তারা সেইমত করল। ৫১ ঠিক সেই দিনেই প্রভু তাদের সৈন্যশ্রেণী-ক্রমে ইস্রায়েল
সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনলেন।
১৩ প্রভু মোশীকে বললেন, ২ ‘সমস্ত প্রথমজাতককে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত কর: মানুষ হোক
বা পশু হোক, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের প্রথমফল আমারই!’
৩ মোশী জনগণকে বললেন, ‘এই দিনটির কথা স্মরণ কর, যে দিনটিতে তোমরা মিশর থেকে,
দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের হয়েছ, কারণ প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারাই সেখান থেকে তোমাদের
বের করে আনলেন: খামিরযুক্ত কিছু যেন খাওয়া না হয়। ৪ আবীব মাসের এই দিনেই তোমরা
বেরিয়ে যাচ্ছ। ৫ কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের যে দেশ তোমাকে দেবেন
বলে প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশে যখন তিনি
তোমাকে আনবেন, তখন তুমি এই মাসে এই যজ্ঞ-রীতি পালন করবে। ৬ সাত দিন ধরে তুমি
খামিরবিহীন রুটি খাবে, ও সপ্তম দিনে প্রভুর উদ্দেশে উৎসব পালন করা হবে। ৭ সেই সাত দিন
ধরে খামিরবিহীন রুটি খেতে হবে, তোমার কাছে খামিরযুক্ত কিছুই যেন না দেখা যায়, তোমার
সমস্ত চতুঃসীমানার মধ্যেও খামিরের লেশমাত্র যেন না দেখা যায়। ৮ সেই দিনে তুমি একথা বলে
তোমার ছেলেকে উদ্বুদ্ধ করবে: মিশর থেকে আমার বের হওয়ার সময়ে প্রভু আমার প্রতি যা
করলেন, এ সেইজন্য! ৯ এ থাকবে তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ ও তোমার চোখ দু’টোর মাঝখানে
স্মরণস্বরূপ, যেন প্রভুর বিধান তোমার ওষ্ঠে থাকে, কেননা প্রভু পরাক্রান্ত হাতে মিশর থেকে
তোমাকে বের করেছেন। ১০ সুতরাং তুমি বছরে বছরে ঠিক সময়ে এই বিধি পালন করবে।
১১ প্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন, সেই অনুসারে যখন
কানানীয়দের দেশে প্রবেশ করিয়ে তোমাকে সেই দেশ দেবেন, ১২ তখন তুমি মাতৃগর্ভের সমস্ত
প্রথমফল প্রভুর উদ্দেশে আলাদা করে রাখবে; তোমার পশুদের সকল প্রথম গর্ভফলের মধ্যে
পুংশাবক প্রভুর অধিকার। ১৩ কিন্তু গাধার প্রত্যেক প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা
ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তার গলা ভাঙবে; তোমার সন্তানদের
মধ্যে মুক্তিমূল্য দিয়েই সমস্ত মানব-প্রথমজাতককে মুক্ত করতে হবে।
১৪ আর তোমার ছেলে আগামীকালে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ কী? তুমি বলবে: প্রভু
তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারাই মিশর থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে আমাদের বের করলেন। ১৫ যখন
ফারাও আমাদের যেতে দেওয়ার ব্যাপারে জেদি ছিলেন, তখন প্রভু মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত
ফলকে, মানুষের প্রথমজাত ও পশুর প্রথমজাত সমস্ত ফল হত্যা করলেন। এইজন্য আমি
মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমজাত পুংসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করি, কিন্তু আমার

প্রথমজাত পুত্রসন্তানকে মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্তই করি। ১৬ এ থাকবে তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ ও তোমার
চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপ, কেননা প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারা মিশর দেশ থেকে
আমাদের বের করে আনলেন।'

সাগর পারাপার

১৭ ফারাও লোকদের যেতে দেওয়ার পর, ফিলিস্তিনিদের দেশ দিয়ে সোজা পথ থাকলেও
পরমেশ্বর সেই পথে তাদের চালিত করলেন না, কেননা পরমেশ্বর ভাবছিলেন, 'কি জানি, সামনে
যুদ্ধ দেখলে লোকেরা হয় তো মন পাল্টিয়ে মিশরে ফিরে যায়!' ১৮ তাই পরমেশ্বর মরুপ্রান্তরের পথ
দিয়ে ঘুরে ঘুরেই জনগণকে লোহিত সাগরের দিকে চালিত করলেন; ইস্রায়েল সন্তানেরা অস্ত্রে
সুসজ্জিত হয়ে মিশর দেশ থেকে যাত্রা করল। ১৯ মোশী যোসেফের হাড় সঙ্গে করে নিলেন, কেননা
তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের গাম্ভীর্যের সঙ্গে শপথ করিয়ে বলেছিলেন, 'পরমেশ্বর নিশ্চয় তোমাদের
দেখতে আসবেন; তখন তোমরা আমার হাড় এখান থেকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

২০ তারা সুক্কোৎ থেকে রওনা হয়ে মরুপ্রান্তরের প্রান্তে এথামে শিবির বসাল। ২১ প্রভু তাদের আগে
আগে চলতেন: দিনের বেলায় পথ দেখাবার জন্য একটা মেঘস্তম্ভে থাকতেন, এবং রাত্রিবেলায়
আলো দেবার জন্য থাকতেন একটা অগ্নিস্তম্ভে, তারা যেন দিনরাত সবসময়েই পথে এগিয়ে চলতে
পারে। ২২ দিনের বেলায় সেই মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিবেলায় সেই অগ্নিস্তম্ভ জনগণের সামনে থেকে কখনও
সরে যেত না।

১৪ প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যেন তারা ফিরে গিয়ে পি-হাহিরোতের
সামনে মিগ্দোল ও সমুদ্রের মধ্যস্থানে বায়াল-সেফোনের আগে শিবির বসায়; তোমরা তার সামনে
সমুদ্রের কাছেই শিবির বসাবে। ৩ তাতে ফারাও ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে ভাববে, তারা দেশে
উদ্দেশবিহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে, মরুপ্রান্তর তাদের পথ রুদ্ধ করল। ৪ তখন আমি ফারাওর
হৃদয় কঠিন করব, যেন সে তোমাদের পিছনে ধাওয়া করে; এইভাবে আমি ফারাও ও তার সমস্ত
সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হব, এবং মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু।' তারা
সেইমত করল।

৫ যখন মিশর-রাজকে জানানো হল যে, লোকেরা পালিয়ে গেছে, তখন লোকদের প্রতি ফারাওর
ও তাঁর পরিষদদের মনোভাব পাল্টে গেল; তাঁরা বললেন, 'আমরা এ কী করলাম? হায়, আমরা
আমাদের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলকে যেতে দিলাম!' ৬ তাই তিনি যুদ্ধরথ প্রস্তুত করালেন ও
সেনাদলকে সঙ্গে নিলেন; ৭ আরও নিলেন বাছাই করা ছ'শো রথ ও মিশরের বাকি যত রথ—সমস্ত
রথ ছিল উচ্চপদস্থ সৈন্যদের অধীনে। ৮ প্রভু তখন মিশর-রাজ ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন, তাই
তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করলেন, সেই যে ইস্রায়েল সন্তানেরা ইতিমধ্যে উত্তোলিত
হাতে যাত্রা করছিল। ৯ মিশরীয়েরা—ফারাওর সমস্ত অশ্ব, রথ, অশ্বারোহী ও সৈন্যদল—তাদের
পিছনে ধাওয়া করল, এবং, ইস্রায়েল সন্তানেরা পি-হাহিরোতের কাছে সমুদ্রের ধারে
বায়াল-সেফোনের আগে যেখানে শিবির বসিয়েছিল, তারা সেইখানে তাদের কাছাকাছি এসে
পৌঁছল।

১০ ফারাও কাছাকাছি এলেই ইস্রায়েল সন্তানেরা চোখ তুলে চাইল, আর দেখ, তাদের পিছনে
মিশরীয়েরা ধাওয়া করছে! ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা চিৎকার করে প্রভুকে
ডাকতে লাগল। ১১ তারা মোশীকে বলল, 'মিশরে কবর ছিল না বিধায়ই তুমি কি আমাদের এই
মরুপ্রান্তরে মরতে নিয়ে এসেছ? মিশর থেকে আমাদের বের করে নেওয়ায় তুমি আমাদের কী
করলে? ১২ আমরা কি মিশর দেশে তোমাকে ঠিক একথা বলছিলাম না? আমরা তো বলেছিলাম,
আমাদের ছেড়ে চলে যাও! আমরা মিশরীয়দের অধীনে দাসত্ব করব, কেননা মরুপ্রান্তরে মরার

চেয়ে মিশরের দাসত্বই ভাল।' ১৩ কিন্তু মোশী লোকদের বললেন, 'ভয় করো না, স্থির হয়ে দাঁড়াও ;
তবেই দেখতে পাবে, প্রভু তোমাদের জন্য আজ কেমন পরিত্রাণ সাধন করবেন। কেননা এই যে
মিশরীয়দের আজ দেখতে পাচ্ছ, এদের তোমরা আর কখনও দেখবে না। ১৪ প্রভুই তোমাদের হয়ে
যুদ্ধ করবেন ; তোমরা শুধু শান্ত থাক।'

১৫ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমার কাছে কেন চিৎকার করছ? ইস্রায়েল সন্তানদের এগিয়ে
যেতে বল। ১৬ আর তুমি লাঠি তুলে সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও, সমুদ্রকে দু'ভাগ করে ফেল, যেন
ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়েই সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। ১৭ এদিকে আমি
মিশরীয়দের হৃদয় কঠিন করব, যেন তারা এদের পিছনে ধাওয়া করে, আর এইভাবে আমি ফারাও,
তার সকল সৈন্য, তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে গৌরবান্বিত হব। ১৮ হ্যাঁ, ফারাও ও
তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে আমি যখন আমার গৌরব প্রকাশ করব, তখন
মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু!'

১৯ তখন পরমেশ্বরের যে দূত ইস্রায়েল-বাহিনীর পুরোভাগে চলছিলেন, তিনি সরে গিয়ে তাদের
পশ্চাদ্ভাগে গেলেন, মেঘস্তম্ভটিও তাদের অগ্রভাগ থেকে সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে স্থান নিল ; ২০
স্তম্ভটি মিশরের শিবির ও ইস্রায়েলের শিবিরের মাঝখানেই চলে এল। সেই মেঘও ছিল, সেই
অন্ধকারও ছিল, অথচ তাতে রাত্রি আলোকিত হল, কিন্তু সারারাত ধরে এক দল অন্য দলের কাছে
এল না। ২১ তখন মোশী সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, এবং প্রভু সারারাত ধরে প্রবল পুববাতাস
দ্বারা সমুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে তা শুষ্ক ভূমি করলেন ; তাতে জল দু'ভাগ হল, ২২ এবং ইস্রায়েল
সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি
দেওয়ালস্বরূপ ছিল। ২৩ ফারাওর সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারোহী, মিশরীয়েরা সকলেই ধাওয়া
করে তাদের পিছু পিছু সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

২৪ রাত্রির শেষ প্রহরে প্রভু সেই অগ্নিময় মেঘস্তম্ভ থেকে মিশরীয়দের সৈন্যদলের উপর দৃষ্টিপাত
করে তাদের বিভ্রান্ত করে দিলেন। ২৫ তিনি তাদের রথের চাকা আটকে দিলেন, ফলে তাদের পক্ষে
রথ চালানোটা কষ্টকর হল। তখন মিশরীয়েরা বলল, 'চল, আমরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে
পালাই, কারণ প্রভু তাদের পক্ষেই মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।' ২৬ প্রভু তখনই মোশীকে
বললেন, 'সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও : জলরাশি ফিরে মিশরীয়দের উপরে ও তাদের রথের উপরে
ও অশ্বারোহীদের উপরে এসে পড়ুক।' ২৭ তাই মোশী সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, আর সকাল
হতে না হতেই সমুদ্র আবার তার সাধারণ গতিপথে ফিরে এল, আর মিশরীয়েরা ঠিক তার আগে
আগে পালাতে পালাতেই প্রভু সমুদ্রের মধ্যেই তাদের উল্টিয়ে দিলেন। ২৮ ফারাওর সমস্ত
সৈন্যদলের যত রথ ও অশ্বারোহী, যারা ইস্রায়েল সন্তানদের পিছু পিছু সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল,
জলরাশি ফিরে এসে তাদের নিমজ্জিত করল : তাদের একজনও রক্ষা পেল না। ২৯ কিন্তু ইস্রায়েল
সন্তানেরা শুকনা মাটিতেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি
দেওয়ালস্বরূপ ছিল।

৩০ এইভাবেই প্রভু সেদিন মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন, ও ইস্রায়েল সমুদ্রের
ধারে মিশরীয়দের মৃতদেহ দেখল ; ৩১ মিশরীয়দের বিরুদ্ধে প্রভু যে মহাকর্ম সাধন করেছিলেন,
ইস্রায়েল যখন তা দেখতে পেল, তখন জনগণ প্রভুকে ভয় করল এবং প্রভুতে ও তাঁর দাস মোশীতে
বিশ্বাস রাখল।

মোশীর সঙ্গীত

১৫ তখন মোশী ও ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর উদ্দেশে এই সঙ্গীত গান করলেন ; তাঁরা বললেন :

‘আমি প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব, কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—
তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।

২ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।
তিনি আমার ঈশ্বর—
আমি তাঁর গুণগান করব;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর—
আমি তাঁর বন্দনা করব।

৩ প্রভু মহাযোদ্ধা,
প্রভুই তো তাঁর নাম;
৪ তিনি ফারাওর সমস্ত রথ ও সেনাদল
সমুদ্রে ঠেলে দিলেন,
তার যত সেরা বীরযোদ্ধা
লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হল।
৫ অতলদেশ তাদের ঢেকে দিল,
তলিয়ে গেল তারা পাথরের মত।

৬ প্রভু, তোমার ডান হাত প্রতাপে মহীয়ান,
প্রভু, তোমার ডান হাত শত্রুদের করে চূর্ণ;
৭ তুমি নিজ মহিমার মহত্ত্বে
তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিপাত কর;
তুমি নিজ কোপ ছেড়ে দাও,
সেই কোপ তাদের খড়ের মতই গ্রাস করে।
৮ তোমার নাকের ফুৎকারে
পুঞ্জিভূত হল জলরাশি,
বাঁধের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল জলস্রোত,
সাগর-গর্ভে জমাট হয়ে গেল অতলের জল।

৯ শত্রু বলেছিল: ধাওয়া করে তাদের ধরব,
লুণ্ঠিত সবকিছু ভাগ করে নেব,
তাদের নিয়ে পরিপূর্ণ হবে আমার প্রাণ;
আমার খড়্গ বের করব,
আমার হাত তাদের বিনাশ করবে।
১০ তুমি যেই ফুৎকার দিলে
সাগর তাদের ঢেকে দিল,
সীসার মতই তারা তলিয়ে গেল
প্রবল জলরাশির মধ্যে।

১১ দেবতাদের মধ্যে কেবা তোমার মত, প্রভু?
কেইবা তোমার মত পবিত্রতায় মহামহিম,
গৌরবে ভয়ঙ্কর,

আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক?

[১২] তুমি যেই বাড়িয়ে দিলে ডান হাত,
ভূমি তাদের করল গ্রাস।
[১৩] যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলে,
তোমার কৃপায়
তুমি সেই জনগণকে চালিত করলে,
তোমার প্রতাপে
তাদের পৌঁছিয়ে দিলে তোমার পবিত্র বাসস্থানে।
[১৪] তা শুনে জাতি সকল কম্পান্বিত,
যন্ত্রণায় আক্রান্ত ফিলিস্তিয়ার অধিবাসী সকল।
[১৫] এদোমের নেতারা ভয়ে অভিভূত,
শিহরণে আক্রান্ত মোয়াবের নেতৃবৃন্দ,
কানান-নিবাসী সকলে বিচলিত।
[১৬] সন্ত্রাস, বিভীষিকা এসে পড়ছে তাদের উপর,
তোমার বাহুবলে তারা পাথরেরই মত ততক্ষণ স্তব্ধ,
যতক্ষণ, প্রভু, তোমার আপন জনগণ না পার হয়ে যায়,
যতক্ষণ না পার হয়ে যায় এ জনগণ
যাদের তুমি নিজেরই জন্য কিনলে।
[১৭] তাদের এনে তুমি তোমার উত্তরাধিকার-পর্বতে রোপণ করবে,
সেই স্থান, প্রভু, যা তুমি করলে তোমার আপন আবাস,
সেই পবিত্রধাম, প্রভু, যা তোমার দু'হাতই স্থাপন করল।
[১৮] প্রভু রাজত্ব করবেন
চিরদিন চিরকাল।'

[১৯] কেননা ফারাওর অশ্বগুলো, তাঁর সমস্ত রথ ও অশ্বারোহী যখন সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল,
তখন প্রভু সমুদ্রের জলরাশি তাদের উপরে ফিরিয়ে আনলেন; কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা
মাটিতেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল। [২০] তখন আরোনের বোন নবী মরিয়ম হাতে খঞ্জনি
নিলেন, এবং অন্য স্ত্রীলোকেরা সকলে খঞ্জনি হাতে করে নাচতে নাচতে তাঁর পিছু পিছু গেল। [২১]
মরিয়ম তাদের এই ধুয়ো গান করালেন:

'তোমরা প্রভুর উদ্দেশে গান গাও;
কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—
তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।'

মারার জল

[২২] মোশীর পরিচালনায় ইস্রায়েল শিবির তুলে লোহিত সাগর ছেড়ে শুর মরুপ্রান্তরের দিকে এগিয়ে
চলল। তিন দিন ধরেই তারা মরুপ্রান্তরে যেতে যেতে একটুও জল পেল না। [২৩] তারা মারাতে এসে
পৌঁছল, কিন্তু মারার জল খেতে পারল না, কারণ সেই জল তিত ছিল; এজন্যই সেই স্থানের নাম
মারা রাখা হল। [২৪] তাই জনগণ মোশীর বিরুদ্ধে এই বলে গজগজ করতে লাগল, 'আমরা কী পান
করব?' [২৫] তিনি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, আর প্রভু তাঁকে বিশেষ এক ধরনের গাছ
দেখালেন। তিনি তার এক টুকরো জলে ফেলে দিলেই জল মিষ্ট হল। সেই স্থানে তিনি ইস্রায়েলের

জন্য একটা বিধি ও একটা নিয়ম জারি করলেন, এবং সেখানে তাদের পরীক্ষা করলেন। ২৬ তিনি
বললেন, 'তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তাঁর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই
কর, তাঁর আজ্ঞার প্রতি কান দাও, ও তাঁর বিধিগুলো পালন কর, তবে আমি মিশরীয়দের যে সমস্ত
রোগে আক্রান্ত করলাম, সেই সমস্ত কিছুতে তোমাকে আক্রান্ত হতে দেব না, কারণ আমি প্রভু
তোমার আরোগ্যদাতা।'
২৭ পরে তারা এলিমে এসে পৌঁছল; সেখানে ছিল জলের বারোটা উৎস ও সত্তরটা খেজুরগাছ।
তারা সেইখানে, জলের ধারে, শিবির বসাল।

মান্না

১৬ তারা এলিম থেকে শিবির তুলল, এবং মিশর দেশ থেকে তাদের চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয়
মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সীন মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল, তা এলিম
ও সিনাইয়ের মাঝখানেই রয়েছে। ২ মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী মোশী ও
আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করল। ৩ ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁদের বলল, 'হায়, আমরা কেন মিশর
দেশে প্রভুর হাতে মরিনি? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছেই বসতাম, তৃপ্তির সঙ্গেই রুটি খেতাম। আর
এখন তোমরা আমাদের বের করে এই উদ্দেশ্যেই এই মরুপ্রান্তরে এনেছ, যেন এই গোটা
জনসমাবেশের সকলেই ক্ষুধায় মারা যায়!'
৪ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ থেকে রুটি বর্ষণ করতে যাচ্ছি;
লোকেরা বাইরে গিয়ে প্রতিদিন দিনের খাবার কুড়াবে, যেন আমি তাদের যাচাই করে দেখতে পারি,
তারা আমার বিধানমতে চলে কিনা। ৫ ষষ্ঠ দিনে তারা যা ঘরে আনবে, তা যখন প্রস্তুত করবে,
তখন অন্যান্য দিনে তারা যতটা কুড়িয়ে আনে, তার দ্বিগুণ হবে।' ৬ তাই মোশী ও আরোন সকল
ইস্রায়েল সন্তানকে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় তোমরা জানবে যে, প্রভু তোমাদের মিশর দেশ থেকে
বের করে এনেছেন; ৭ আর আগামীকাল সকালে তোমরা প্রভুর গৌরব দেখতে পাবে, কেননা প্রভুর
বিরুদ্ধে গজগজ করে তোমরা যা বলেছ, তা তিনি শুনেছেন। আসলে আমরা কে যে তোমরা
আমাদের বিরুদ্ধে গজগজ কর?' ৮ মোশীর একথার অর্থ এ ছিল: 'প্রভু সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের
মাংস খেতে দেবেন, ও সকালে তোমাদের তৃপ্তিমতই রুটি দেবেন, কারণ প্রভুর বিরুদ্ধে গজগজ
করে তোমরা যা বলেছ, তা তিনি শুনেছেন। আমরা কে? তোমাদের গজগজানি আমাদের বিরুদ্ধে
নয়, প্রভুরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'
৯ তখন মোশী আরোনকে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে বল, প্রভুর সামনে
এগিয়ে এসো, কারণ তিনি তোমাদের গজগজানি শুনেছেন।' ১০ তখন এমনটি ঘটল যে, আরোন
ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একথা বলছিলেন, এমন সময় তারা মরুপ্রান্তরের দিকে মুখ
ফেরাল; আর দেখ, মেঘটির মধ্যে প্রভুর গৌরব দেখা দিল।
১১ প্রভু মোশীকে বললেন, ১২ 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের গজগজানি শুনেছি; তুমি তাদের বল,
সূর্যাস্তের সময়ে তোমরা মাংস খাবে, ও সকালে তৃপ্তি সহকারে রুটি খাবে; তখন জানতে পারবে
যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর।' ১৩ সন্ধ্যাবেলায় ভারুই পাখি উড়ে এসে গোটা শিবির ঢেকে
দিল, এবং সকালে শিবিরের চারদিকে জমাট শিশির পড়ে ছিল। ১৪ পরে সেই জমাট শিশির উবে
গেলে, সেখানে, মরুভূমির বুকেই কী যেন একটা পাতলা ঝুরোঝুরো জিনিস পড়ে রইল—মাটির
উপরে তুষারকণার মত পাতলা কোন কিছু। ১৫ তা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা একে অপরকে বলল,
'ওটা কী?' কারণ তারা জানত না, জিনিসটা কি। তখন মোশী বললেন, 'ওটা সেই রুটি, যা প্রভু
তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন। ১৬ এবিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা এ: তোমরা প্রত্যেকজন যে যতটা খেতে
পার, সেই অনুসারে তা কুড়িয়ে নাও; তোমরা প্রত্যেকজন নিজ নিজ তাঁবুর লোকসংখ্যা অনুসারে

এক একজনের জন্য এক হোমর পরিমাণে তা কুড়িয়ে নাও।’ [১৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত করল:
কেউ বেশি, কেউ অল্প কুড়িয়ে নিল। [১৮] কিন্তু যখন তা হোমরে মাপা হল, তখন যে বেশি জড় করে
নিয়েছিল, তার অতিরিক্ত হল না, এবং যে অল্প জড় করেছিল, তার কম পড়ল না: তারা প্রত্যেকে
যে যতটা খেতে পারত, সেই অনুসারে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

[১৯] তখন মোশী বললেন, ‘তোমরা কেউ যেন সকাল পর্যন্ত এর কিছুই না রাখ।’ [২০] কিন্তু তারা কেউ
কেউ মোশীর কথা না মেনে সকালের জন্য খানিকটা রাখল, তাতে কীট জন্মাল ও দুর্গন্ধ হল। ওদের
প্রতি মোশী ক্রুদ্ধ হলেন।

[২১] তাই তারা যতটা খেতে পারত, সেই অনুসারে প্রতিদিন সকালে তা কুড়িয়ে নিত; আর রোদ
প্রখর হলে তা গলে যেত।

[২২] ষষ্ঠ দিনে তারা সেই রুটির দ্বিগুণ পরিমাণ—প্রত্যেকজনের জন্য দুই হোমর, কুড়িয়ে নিল;
যখন জনমণ্ডলীর নেতারা সকলে এসে মোশীর কাছে ব্যাপারটা জানালেন, [২৩] তখন তিনি তাঁদের
বললেন, ‘প্রভু ঠিক তাই বলেছিলেন: আগামীকাল পুরো বিশ্রামের দিন, প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র
সাব্বাৎ; তোমাদের যা ভাজবার ভাজ, ও যা রাঁধবার রাঁধ; অতিরিক্ত সব কিছু সকালের জন্য তুলে
রাখ।’ [২৪] তাই তারা মোশীর আজ্ঞামত সকাল পর্যন্ত তা তুলে রাখল, আর তাতে দুর্গন্ধ হল না,
কীটও জন্মাল না। [২৫] মোশী বললেন, ‘আজ এটা খাও, কেননা আজ প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ; আজ
মাঠে তা পাবে না। [২৬] তোমরা ছ’ দিন তা কুড়িয়ে নেবে, কিন্তু সপ্তম দিন সাব্বাৎ, সেদিন তা মিলবে
না।’ [২৭] সপ্তম দিনে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তা কুড়িয়ে নিতে বাইরে গেল, কিন্তু কিছুই পেল না।
[২৮] তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ‘তোমরা আমার আজ্ঞা ও বিধিবিধান পালন করতে আর কতকাল
অস্বীকার করবে? [২৯] দেখ, প্রভু তোমাদের সাব্বাৎ দিয়েছেন, এজন্যই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের
রুটি তোমাদের দিয়ে থাকেন। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় থাক; সপ্তম দিনে কেউই যেন
তার জায়গা ছেড়ে বাইরে না যায়!’ [৩০] তাই লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করল।

[৩১] ইস্রায়েলকুল ওই খাদ্যের নাম মান্না রাখল; তা ছিল ধনে বীজের মত, সাদা; ও তার স্বাদ
মধু-মেশানো পিঠার মত।

[৩২] মোশী বললেন, ‘প্রভু এই আজ্ঞা দিয়েছেন, তোমরা পুরুষপরম্পরার জন্য ওটার এক হোমর
পরিমাণ তুলে রাখ, আমি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে আনার সময়ে মরুপ্রান্তরের মধ্যে
যে রুটি খাওয়াতাম, তারা যেন তা দেখতে পায়।’ [৩৩] মোশী আরোনকে বললেন, ‘একটা পাত্র নিয়ে
পুরো এক হোমর পরিমাণ মান্না প্রভুর সাক্ষাতে রাখ; তা তোমাদের পুরুষপরম্পরার জন্যই তুলে
রাখা হবে।’ [৩৪] প্রভু মোশীকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেইমত আরোন সাক্ষ্যলিপির সামনে
রাখবার জন্য তা তুলে রাখলেন।

[৩৫] ইস্রায়েল সন্তানেরা চল্লিশ বছর—যতদিন না বসতি করার মত এক দেশে এসে পৌঁছল,
ততদিন সেই মান্না খেল; কানান দেশের প্রান্তসীমায় এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা মান্না খেল। [৩৬] এক
হোমর হচ্ছে এফার দশ ভাগের এক ভাগ।

মাস্সা ও মেরিবার জল

১৭ ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সীন মরুপ্রান্তর থেকে শিবির তুলে প্রভুর আজ্ঞামত নানা
স্থান হয়ে এগিয়ে চলল, আর রেফিদিমে গিয়ে শিবির বসাল; কিন্তু সেখানে লোকদের জন্য খাবার
জল ছিল না। [২] লোকেরা মোশীর সঙ্গে ঝগড়া করল; তারা বলছিল, ‘আমাদের জল খেতে দাও!’
মোশী তাদের বললেন, ‘কেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ? কেন প্রভুকে পরীক্ষা করছ?’ [৩] কিন্তু
জনগণ সেই জায়গায় তেষ্টার জ্বালায় অস্থির হয়ে মোশীর বিরুদ্ধে গজগজ করল; তারা বলল ‘তুমি
কেন আমাদের মিশর দেশের বাইরে নিয়ে এলে? এখন আমরা, আমাদের সন্তানেরা, ও আমাদের

পশুরা তেষ্টার জ্বালায় মরতে বসেছি।' ৪ মোশী চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, 'এই লোকদের নিয়ে
আমি কী করব? আর একটু পরে এরা আমাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।' ৫ তখন প্রভু মোশীকে
বললেন, 'তুমি লোকদের আগে আগে এগিয়ে যাও, ইস্রায়েলের কয়েকজন প্রবীণকেও সঙ্গে নাও;
আর সেই যে লাঠি দিয়ে তুমি নদীতে আঘাত হেনেছিলে, তা হাতে করে এগিয়ে চল। ৬ দেখ, আমি
হোরেবে সেই শৈলের উপরে তোমার সামনে দাঁড়াব; সেই শৈলে আঘাত হান, আর তা থেকে জল
বেরিয়ে আসবে আর জনগণ তা খেতে পারবে।' মোশী ইস্রায়েলের প্রবীণদের চোখের সামনে
সেইমত করলেন। ৭ তিনি সেই জায়গার নাম মাস্সা ও মেরিবা রাখলেন, কারণ ইস্রায়েল সন্তানেরা
ঝগড়া করেছিল ও প্রভুকে এই বলে পরীক্ষা করেছিল: 'প্রভু কি আমাদের মধ্যে আছেন, না কি
নেই?'

আমালেকের সঙ্গে ইস্রায়েলের যুদ্ধ

৮ তখন আমালেকীয়েরা এসে রেফিদিমে ইস্রায়েলকে আক্রমণ করল। ৯ মোশী যোশুয়াকে
বললেন, 'তুমি আমাদের জন্য লোক বেছে নিয়ে আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়।
আগামীকাল আমি পরমেশ্বরের লাঠি হাতে করে পর্বতচূড়ায় দাঁড়াব।' ১০ যোশুয়া মোশীর কথামত
কাজ করলেন, তিনি আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, আর একই সময়ে মোশী, আরোন ও
হুর পর্বতচূড়ায় গিয়ে উঠলেন। ১১ তখন এমনটি ঘটল যে, মোশী যখন হাত তুলে রাখতেন, তখন
ইস্রায়েল জয়ী হত, কিন্তু মোশী হাত নামালে আমালেক জয়ী হত। ১২ কিন্তু মোশীর হাত ভারী হতে
লাগল, তাই ওঁরা একটা পাথর এনে তাঁর নিচে রাখলেন, আর তিনি তার উপরে বসলেন; একই
সময়ে আরোন ও হুর একজন এক পাশে ও অন্যজন অন্য পাশে তাঁর হাত উচ্চ করে ধরে
রাখলেন; এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁর হাত দু'টো স্থির থাকল। ১৩ যোশুয়া খড়্গের আঘাতে আমালেক
ও তার লোকদের পরাজিত করলেন।

১৪ তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'এর স্মরণার্থে তুমি একথা এক পুস্তকে লিখে রাখ, এবং
যোশুয়ার কানে শোনাও, কারণ আমি আকাশের নিচ থেকে আমালেকের নাম নিঃশেষে মুছে
ফেলব।' ১৫ মোশী একটি বেদি গেঁথে তার নাম প্রভুই-আমার-জয়ধ্বজা রাখলেন। ১৬ তিনি বললেন,
'প্রভুর জয়ধ্বজা হাতে ধর! আমালেকের বিরুদ্ধে প্রভুর যুদ্ধ পুরুষানুক্রমেই চলবে।'

যেথ্রোর সঙ্গে মোশীর সাক্ষাৎ

১৮ মোশীর পক্ষে ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের পক্ষে পরমেশ্বর যে সমস্ত কাজ সাধন
করেছিলেন, কেমন করেই প্রভু ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন, এই সমস্ত কথা
মোশীর শ্বশুর মিদিয়ানের যাজক যেথ্রো জানতে পারলেন। ২ তখন মোশীর শ্বশুর যেথ্রো মোশীর
স্ত্রীকে, পিতৃগৃহে ফিরিয়ে দেওয়া সেই সেফোরাকে, ৩ ও তাঁর দুই ছেলেকে সঙ্গে নিলেন। ওই দুই
ছেলের মধ্যে একজনের নাম গের্শোম, কেননা তিনি বলেছিলেন, 'আমি পরদেশে প্রবাসী;' ৪ আর
একজনের নাম এলিয়েজের, কেননা তিনি বলেছিলেন, 'আমার পিতার পরমেশ্বর আমার সহায়তায়
এসে ফারাওর খড়্গ থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।' ৫ মোশীর শ্বশুর যেথ্রো তাঁর দুই ছেলে ও
স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মরুপ্রান্তরে মোশীর কাছে, পরমেশ্বরের সেই পর্বতে যেখানে তিনি শিবির স্থাপন
করেছিলেন, সেইখানে এলেন। ৬ তিনি মোশীকে বলে পাঠালেন 'তোমার শ্বশুর যেথ্রো আমি, এবং
তোমার স্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই ছেলে, আমরা তোমার কাছে আসছি।' ৭ মোশী তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে গেলেন, ও প্রণিপাত করে তাঁকে চুম্বন করলেন; পরে পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা
করে দু'জনে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

৮ ইস্রায়েলের জন্য প্রভু ফারাওর প্রতি ও মিশরীয়দের প্রতি যা কিছু করেছিলেন, এবং যাত্রাপথে

তাদের যত ক্লেশ ঘটেছিল, ও প্রভু কেমন ভাবে তাদের উদ্ধার করেছিলেন, সেই সমস্ত বিবরণ মোশী তাঁর শ্বশুরকে দিলেন। [৯] মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করার সময়ে প্রভু তাদের যে সমস্ত উপকার করেছিলেন, এসব কিছুর জন্য যেথ্রো আনন্দিত হলেন। [১০] যেথ্রো বললেন, 'ধন্য প্রভু, যিনি মিশরীয়দের হাত থেকে ও ফারাওর হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। [১১] এখন আমি জানি, প্রভু সকল দেবতার চেয়ে মহান, কারণ তিনি মিশরের হাতের অধীন থেকে এই জনগণকে কেড়ে নিলেন যখন ওরা তাদের প্রতি উদ্ধতভাবে ব্যবহার করল!' [১২] মোশীর শ্বশুর যেথ্রো পরমেশ্বরের কাছে আহুতি ও নানা যজ্ঞবলি আনলেন, এবং আরোন ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণবর্গ এসে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে মোশীর শ্বশুরের সঙ্গে ভোজসভায় বসলেন।

[১৩] পরদিন মোশী লোকদের মধ্যে বিচার সম্পাদন করতে আসন নিলেন, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জনগণ মোশীর কাছে দাঁড়িয়ে রইল। [১৪] কিন্তু, লোকদের প্রতি মোশী যা যা করেছিলেন, তা দেখে তাঁর শ্বশুর বললেন, 'লোকদের প্রতি তুমি এ কী করছ? কেন তুমি একাকী আসন নিয়ে থাক, আর সমস্ত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে?' [১৫] মোশী উত্তরে তাঁর শ্বশুরকে বললেন, 'জনগণ তো পরমেশ্বরের অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য আমার কাছে আসে; [১৬] তাদের কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তারা আমার কাছে আসে, আর আমি বাদী বিবাদীর মধ্যে বিচার সম্পাদন করি ও পরমেশ্বরের সমস্ত বিধিবিধান বিষয়ে তাদের অবগত করি।' [১৭] মোশীর শ্বশুর তাঁকে বললেন, 'না, তুমি যেভাবে করছ, তা ভাল না। [১৮] শেষ মুহূর্তে তুমি ও তোমার সঙ্গে রয়েছে এই যে লোকেরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কারণ এই কাজ তোমার পক্ষে গুরুতর; তা একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। [১৯] এখন আমার কথা শোন: আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে যাচ্ছি, আর পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন! তুমি পরমেশ্বরের সামনে জনগণের পক্ষে দাঁড়াও ও পরমেশ্বরের কাছে তাদের সমস্যা উপস্থাপন কর, [২০] তাদের তুমি সমস্ত বিধিবিধান বুঝিয়ে দাও, এবং তাদের গন্তব্য পথ ও কর্তব্য কাজ দেখাও। [২১] উপরন্তু তুমি গোটা জনগণের মধ্য থেকে এমন কার্যক্ষম ও ঈশ্বরভীরু মানুষ বেছে নাও, যাঁরা ন্যায়বান ও উৎকোচ-বিরোধী; তাঁদেরই তুমি লোকদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত কর। [২২] তাঁরাই সবসময় লোকদের জন্য বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করুন: বড় বড় সমস্যা হলে তা তাঁরা তোমারই কাছে উপস্থাপন করুন, কিন্তু হীনতর সমস্যাগুলো তাঁরাই মিটিয়ে দিন; তোমার ভার লঘুতর হোক, আর তাঁরা তোমার সঙ্গে সেই ভার বহন করুন। [২৩] তুমি এভাবে করলে ও পরমেশ্বর তেমন আজ্ঞা তোমাকে দিলে, তবে তুমি সহ্য করতে পারবে, এবং এই সকল লোকেও সন্তুষ্ট মনে ঘরে ফিরে যাবে।'

[২৪] মোশী তাঁর শ্বশুরের পরামর্শ মেনে নিলেন; তিনি যা কিছু বলেছিলেন, সেইমত কাজ করলেন। [২৫] তাই মোশী গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে কার্যক্ষম মানুষ বেছে নিয়ে লোকদের উপরে তাঁদের সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত করলেন। [২৬] তাঁরা সবসময় লোকদের জন্য বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন: কঠিন সমস্যাগুলো মোশীর কাছে উপস্থাপন করতেন, কিন্তু হীনতর সমস্যাগুলোর বিচার নিজেরাই করতেন। [২৭] পরে মোশী তাঁর শ্বশুরকে বিদায় দিলেন, আর তিনি নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

সন্ধি প্রস্তাব

১৯ মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার পর তৃতীয় অমাবস্যায়, ঠিক সেই দিনেই, তারা সিনাই মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল। [২] তারা রেফিদিম থেকে শিবির তুলে সিনাই মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছলে সেই মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল; ইস্রায়েল পর্বতের ঠিক সামনেই শিবির বসাল।

[৩] তখন মোশী পরমেশ্বরের কাছে উঠে গেলেন, আর প্রভু পর্বত থেকে তাঁকে ডেকে বললেন,

‘তুমি যাকোবকুলকে একথা বলবে, ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে একথা ঘোষণা করবে: ৪ আমি
মিশরীয়দের প্রতি যা করেছি, তা তোমরা নিজেরাই দেখেছ; এও দেখেছ, কীভাবে আমি ঈগলের
ডানায়ই তোমাদের বহন করে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। ৫ এখন, তোমরা যদি আমার প্রতি সম্পূর্ণ
বাধ্য হয়ে আমার সন্ধি পালন কর, তবে সকল জাতির মধ্যে তোমরাই হবে আমার নিজস্ব অধিকার,
কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার! ৬ আর আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র
জনগণ। এই সমস্ত কথা তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বলবে।’
৭ তখন মোশী এসে জনগণের প্রবীণবর্গকে আহ্বান করলেন, ও প্রভু তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা
করেছিলেন, সেই সকল কথা তাদের জানিয়ে দিলেন। ৮ লোকেরা সবাই মিলে উত্তর দিল: ‘প্রভু যা
কিছু বলেছেন, আমরা তা সমস্তই করব।’ মোশী প্রভুর কাছে লোকদের কথা জানিয়ে দিলেন। ৯
তখন প্রভু মোশীকে বললেন: ‘দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার কাছে আসছি, তোমার সঙ্গে যখন
কথা বলব, তখন লোকেরা যেন শুনতে পায়, এবং চিরকাল ধরে তোমাতে বিশ্বাস রাখতে পারে।’
মোশী প্রভুর কাছে লোকদের কথা জানিয়ে দিলেন।
১০ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘লোকদের কাছে যাও, আজ ও আগামীকাল তারা নিজেদের পবিত্রিত
করুক, নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিক ১১ আর তৃতীয় দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হোক; কেননা
তৃতীয় দিনে প্রভু সকল লোকের দৃষ্টিগোচরে সিনাই পর্বতের উপরে নেমে আসবেন। ১২ তুমি
লোকদের চারপাশে সীমা স্থির করে একথা বলবে, সাবধান, তোমরা পর্বতে আরোহণ করো না বা
তার সীমা পর্যন্তও স্পর্শ করো না; যে কেউ পর্বত স্পর্শ করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
১৩ কোন হাত তাকে স্পর্শ করবে না: তাকে পাথরাঘাতে মরতে হবে বা তীরের আঘাতে বিদ্ধ হতে
হবে; পশু হোক বা মানুষ হোক, সে বাঁচবে না! যখন তুরি দীর্ঘধ্বনি দেবে, তখন তারা পর্বতে
উঠবে।’ ১৪ মোশী পর্বত থেকে নেমে লোকদের কাছে এসে সকলকে নিজেদের পবিত্রিত করতে
বললেন, এবং তারা নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিল। ১৫ পরে তিনি লোকদের বললেন, ‘তৃতীয় দিনের
জন্য প্রস্তুত হও; কোন স্ত্রীলোকের কাছে যেয়ো না।’

ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ

১৬ তৃতীয় দিনে ভোর হতেই শোনা গেল বজ্রধ্বনি, দেখা গেল বিদ্যুৎ-ঝলক, পর্বতের উপরে
নিবিড় মেঘ উপস্থিত হল, বেজে উঠল দীর্ঘতম তুরিধ্বনি: শিবিরের সমস্ত লোক কাঁপতে লাগল। ১৭
মোশী লোক সকলকে শিবিরের মধ্য থেকে পরমেশ্বরের দিকে নিয়ে গেলেন, আর তারা পর্বতের
পাদদেশে দাঁড়িয়ে রইল। ১৮ সিনাই পর্বত সম্পূর্ণই ধূমময় ছিল, কেননা প্রভু তার উপরে আগুনের
মধ্যেই নেমে এসেছিলেন, আর তার ধূম অগ্নিকুণ্ডের ধূমের মত ঊর্ধ্বে উঠছিল আর সমস্ত পর্বত
প্রচণ্ড ভাবে কাঁপছিল। ১৯ তুরিধ্বনির শব্দ তীব্রতম হতে হতে মোশী কথা বলছিলেন ও পরমেশ্বর
এক কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন।
২০ প্রভু সিনাই পর্বতের উপরে, পর্বতচূড়ায়, নেমে এলেন, এবং প্রভু মোশীকে সেই পর্বতচূড়ায়
ডাকলেন; আর মোশী আরোহণ করলেন। ২১ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘নেমে যাও, ও লোকদের
সনির্বন্ধ আবেদন জানাও, দেখবার জন্য তারা যেন সীমা লঙ্ঘন করে প্রভুর দিকে না ছুটে আসে,
পাছে বহুলোকের বিনাশ ঘটে। ২২ যাজকেরা, যারা প্রভুর কাছে এগিয়ে আসে, তারাও নিজেদের
পবিত্রিত করুক, পাছে প্রভু তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।’ ২৩ মোশী প্রভুকে বললেন, ‘জনগণ
সিনাই পর্বতে উঠে আসতে পারে না, কারণ তুমি নিজেই তো কড়া আদেশ দিয়ে আমাদের
বলেছিলে, পর্বতের সীমা স্থির কর, ও তা পবিত্র বলে ঘোষণা কর।’ ২৪ প্রভু তাঁকে বললেন, ‘যাও,
এবার নেমে যাও; পরে আরোনকে সঙ্গে করে আবার উঠে এসো; কিন্তু যাজকেরা ও জনগণ প্রভুর
কাছে উঠে আসবার জন্য যেন সীমা লঙ্ঘন না করে, পাছে তিনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।’ ২৫

মোশী লোকদের কাছে নেমে গিয়ে কথা বললেন।

দশ আজ্ঞা—এই দশ বাণীতে সমস্ত আজ্ঞা নিহিত

২০ তখন পরমেশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন, ২ ‘আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ
থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন: ৩ আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন
তোমার না থাকে!

৪ তুমি তোমার জন্য খোদাই করা কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না; উপরে সেই আকাশে, নিচে
এই পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যেও কোন কিছুই তৈরি
করবে না। ৫ তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না; কেননা
আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না;
যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে
আনি—তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত; ৬ কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আজ্ঞাগুলি
পালন করে, আমি সহস্র পুরুষ পর্যন্তই তাদের প্রতি কৃপা দেখাই।

৭ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম অযথা নেয়, প্রভু
তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।

৮ সাব্বাৎ দিনের কথা এমনভাবে স্মরণ করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখ। ৯ পরিশ্রম করার
জন্য ও তোমার যাবতীয় কাজ করার জন্য তোমার ছ' দিন আছে; ১০ কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার
পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ: সেদিন তুমি কোন কাজ করবে না—তুমিও নয়, তোমার
ছেলেমেয়েও নয়, তোমার দাস-দাসীও নয়, তোমার পশুও নয়, তোমার সঙ্গে বাস করে এমন
প্রবাসী মানুষও নয়; ১১ কেননা প্রভু ছ'দিনে আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র এবং সেগুলির মধ্যে যা কিছু
আছে, সমস্তই নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন; এজন্য প্রভু সাব্বাৎকে আশীর্বাদ
করেছেন ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।

১২ তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে
দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে তুমি যেন দীর্ঘজীবী হও।

১৩ নরহত্যা করবে না।

১৪ ব্যভিচার করবে না।

১৫ অপহরণ করবে না।

১৬ তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

১৭ তোমার প্রতিবেশীর ঘরের প্রতি লোভ করবে না। প্রতিবেশীর স্ত্রী, তার দাস-দাসী, তার
বলদ-গাধা, তার কোন কিছুরই প্রতি লোভ করবে না।'

১৮ গোটা জনগণ সেই বজ্রনাদ, বিদ্যুৎ-ঝলক, তুরিধ্বনি ও ধূমময় পর্বত দেখতে পাচ্ছিল। তা
দেখে জনগণ সন্ত্রাসিত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। ১৯ তারা মোশীকে বলল, ‘তুমিই বরং আমাদের
সঙ্গে কথা বল, আমরা শুনব; কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন, নইলে আমরা
মারা পড়ব।' ২০ মোশী তাদের বললেন, ‘ভয় করো না, কারণ পরমেশ্বর তোমাদের যাচাই করতে
এসেছেন, যেন তাঁর ভয় সবসময়ই তোমাদের সামনে থাকলে তা পাপ থেকে তোমাদের দূরে
রাখে।' ২১ তাই জনগণ দূরে দাঁড়িয়ে রইল, আর এর মধ্যে মোশী সেই ঘোর অন্ধকারের দিকে
এগিয়ে গেলেন যেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর ছিলেন।

সন্ধি পুস্তক

২২ প্রভু মোশীকে বললেন, ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: তোমরা নিজেরাই দেখেছ,

আমি কেমন করে আকাশ থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি। ২৩ তোমরা আমার প্রতিপক্ষ কোন
রুপোর দেবতাকে তৈরি করবে না; নিজেদের জন্য কোন সোনার দেবতাকেও তৈরি করবে না।
২৪ আমার জন্য তুমি মাটির একটি বেদি তৈরি করবে, এবং তার উপরে তোমার আহুতিবলি ও
মিলন-যজ্ঞবলি, তোমার মেষ ও তোমার বলদ উৎসর্গ করবে। আমি যে যে স্থানে আমার নাম প্রকাশ
করব, সেই সকল স্থানেই তোমার কাছে এসে তোমাকে আশীর্বাদ করব। ২৫ কিন্তু তুমি যদি আমার
জন্য পাথরের বেদি তৈরি কর, তবে খোদাই করা পাথর দিয়ে তা গাঁথবে না, কারণ তার উপরে
বাটালি ব্যবহার করলে তুমি তা অপবিত্র করবে। ২৬ আমার বেদির উপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠবে না,
পাছে তার উপরে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হয়।'
২১ 'তুমি যে নিয়মনীতি তাদের কাছে উপস্থাপন করবে, সেগুলি এ এ:
২ তুমি হিব্রু দাস কিনলে সে ছ'বছর তোমার সেবা করে যাবে, পরে, সপ্তম বছরে, বিনামূল্যে মুক্ত
হয়ে চলে যাবে। ৩ সে যদি একাকী আসে, তবে সে একাকী যাবে; যদি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আসে,
তবে তার স্ত্রীও তার সঙ্গে যাবে। ৪ যদি তার মনিব তার বিবাহ দেয়, এবং সেই স্ত্রী তার ঘরে ছেলে
বা মেয়ে প্রসব করে, তবে সেই স্ত্রী ও তার সন্তানদের উপরে তার মনিবের স্বত্ব থাকবে, সে একাকী
চলে যাবে। ৫ ওই দাস যদি স্পষ্টভাবে বলে: আমি আমার মনিবকে এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানদের
ভালবাসি, মুক্তি পেতে চাই না, ৬ তাহলে তার মনিব তাকে পরমেশ্বরের সামনে নিয়ে যাবে, এবং
তাকে দরজার পাল্লার বা বাজুর কাছে এগিয়ে দেবে; সেখানে তার মনিব একটা সুচ দিয়ে তার কান
বিঁধিয়ে দেবে; আর সে সবসময়ের মত সেই মনিবের দাস হয়ে থাকবে।
৭ কেউ যদি নিজের মেয়েকে দাসীরূপে বিক্রি করে, তবে দাসেরা যেভাবে চলে যায়, সে সেইভাবে
চলে যাবে না। ৮ তার মনিব তাকে নিজের জন্য [উপপত্নী বলে] বেছে নিলেও যদি তার প্রতি
অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে তাকে সুযোগ দেবে যেন মূল্য দিয়ে তাকে মুক্ত করা হয়; তার প্রতি
সত্যলঙ্ঘন করেছে বিধায় অন্য জাতির মানুষের কাছে তাকে বিক্রি করার অধিকার তার হবে না। ৯
যদি সে তার নিজের ছেলের জন্য তাকে বেছে নেয়, তবে সে তার প্রতি মেয়েদের সংক্রান্ত নিয়ম
অনুযায়ী ব্যবহার করবে। ১০ যদি সে অন্য স্ত্রীর সঙ্গে তাকে স্ত্রীরূপে নেয়, তবে প্রথমার খাদ্য, কাপড়
ও সহবাসের বিষয়ে ত্রুটি করতে পারবে না। ১১ যদি সে তার প্রতি এই তিনটে কর্তব্য পালন না
করে, তবে সেই স্ত্রীলোক অমনি মুক্ত হয়ে চলে যাবে; মুক্তিমূল্য লাগবে না।
১২ কেউ যদি কোন মানুষকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তার মৃত্যু হয়, তার প্রাণদণ্ড হবে। ১৩
কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তা করে না থাকে, বরং পরমেশ্বর থেকেই তা ঘটে থাকে, তবে আমি
তোমার জন্য এমন স্থান নিরূপণ করব, যেখানে গিয়ে সে আশ্রয় নিতে পারবে। ১৪ কিন্তু যদি কেউ
দুঃসাহসের সঙ্গে নিজের প্রতিবেশীকে বধ করতে দৃঢ় মতলব করে, তবে তেমন লোকের প্রাণদণ্ড
দেবার জন্য আমার বেদির সামনে থেকেও তুমি তাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাবে।
১৫ যে কেউ নিজ পিতাকে বা নিজ মাতাকে আঘাত করে, তার প্রাণদণ্ড হবে।
১৬ কেউ যদি কোন মানুষকে অপহরণ করে—ওই মানুষকে সে বিক্রি করে থাকুক বা ওই মানুষ
তখনও তার হাতে থাকুক—তার প্রাণদণ্ড হবে।
১৭ যে কেউ নিজ পিতাকে বা নিজ মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে।
১৮ মানুষেরা ঝগড়া ক'রে একজন অন্যকে পাথর ছুড়ে বা ঘুষি মারলে সে যদি না মরে এমনি
শয্যা গ্রহণ করে, ১৯ এবং পরে উঠে লাঠিতে ভর দিয়ে বাইরে বেড়ায়, তবে যে মেরেছিল সে দণ্ডের
যোগ্য হবে না; কেবল কর্ম-বিরতির ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার খরচই তাকে বহন করতে হবে।
২০ কেউ নিজের দাসকে বা দাসীকে লাঠি দিয়ে মারলে সে যদি তার হাতে মরে, তবে প্রতিশোধ
নিতে হবে; ২১ কিন্তু লোকটি যদি দু' এক দিন বাঁচে, তবে তার মনিবের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া হবে

না, কেননা সে তার টাকায় কেনা।

[22] পুরুষেরা ঝগড়া ক'রে কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে মারলে যদি তার গর্ভপাত হয়, কিন্তু পরে আর কোন বিপদ না ঘটে, তবে ওই স্ত্রীলোকটির স্বামীর দাবি অনুসারে তার অর্থদণ্ড হবে, ও সে বিচারকদের বিচারমতে অর্থ দেবে। [23] কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে, তবে তোমাকে এধরনের পরিশোধ আদায় করতে হবে: প্রাণের বদলে প্রাণ, [24] চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা, [25] দাহের বদলে দাহ, ক্ষতের বদলে ক্ষত, কশাঘাতের বদলে কশাঘাত।

[26] কেউ নিজের দাস বা দাসীর চোখে আঘাত করলে যদি তা নষ্ট হয়, তবে তার চোখ-নাশের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সে তাকে মুক্তি দেবে। [27] আঘাতের ফলে নিজের দাস বা দাসীর দাঁত ভেঙে ফেললে ওই দাঁতের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সে তাকে মুক্তি দেবে।

[28] বলদ কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে শিঙ দিয়ে গুঁতো দিলে সে যদি মরে, তবে ওই বলদকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে, এবং তার মাংস খাওয়া যাবে না; তবু বলদটার মনিব দণ্ডের যোগ্য হবে না। [29] কিন্তু ওই বলদটা যদি আগেও শিঙ দিয়ে গুঁতো দিত এবং তার মনিবকে একথা বললেও সে পশুটাকে সাবধানে না রাখায় বলদটা যদি কোন পুরুষকে বা স্ত্রীলোককে বধ করে, তবে সেই বলদকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে, এবং তার মনিবও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। [30] অপরদিকে যদি তার জন্য অর্থদণ্ড নিরূপিত হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির জন্য নিরূপিত সমস্ত মূল্য দেবে। [31] তার বলদ যদি কোন ছেলেকে বা মেয়েকে শিঙ দিয়ে গোঁতায়, তবে তার প্রতি উপরের ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে। [32] বলদটা যদি কারও দাস বা দাসীকে শিঙ দিয়ে গোঁতায়, সে তার মনিবকে ত্রিশ শেকেল পরিমাণ রুপো দেবে, এবং বলদটাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে।

[33] কেউ যদি কোন কুয়ো খোলা অবস্থায় রাখে, কিংবা কুয়ো খুঁড়ে তা বন্ধ না করে, তবে তার মধ্যে কোন বলদ বা গাধা পড়লে [34] সেই কুয়োর মনিব ক্ষতিপূরণ দেবে: পশুটার মনিবকে সে টাকা দেবে, কিন্তু মৃত পশুটা তারই হবে।

[35] আরও, একজনের বলদ অন্যজনের বলদকে গোঁতালে সেটা যদি মরে, তবে তারা জীবিত বলদ বিক্রি করে নিজেদের মধ্যে তার মূল্য ভাগ করবে, এবং মৃত বলদটাকেও ভাগ করবে। [36] কিন্তু যদি সকলেরই জানা কথা যে, সেই বলদ আগেও গোঁতাত, ও তার মনিব তা সাবধানে রাখেনি, তবে সে বলদের বিনিময়ে অন্য বলদ দেবে, কিন্তু মৃত বলদটা তারই হবে।

[37] যে কেউ একটা বলদ বা ভেড়া চুরি ক'রে জবাই করে বা বিক্রি করে, সে একটা বলদের বদলে পাঁচটা বলদ, ও একটা ভেড়ার বদলে চারটে ভেড়া ফিরিয়ে দেবে।

২২ কোন চোর যদি সিঁধ কাটবার সময়ে ধরা পড়ে ও আহত হয়ে মারা যায়, এর জন্য রক্তপাতের অপরাধ হবে না। [2] কিন্তু তা যদি সূর্যোদয়ের পরেই ঘটে, তবে রক্তপাতের অপরাধ হবে: ক্ষতিপূরণ করা চোরের কর্তব্য; যদি তার কিছু না থাকে, তবে চুরি করা বস্তুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে বিক্রি করা হবে। [3] বলদ, গাধা বা ভেড়া, চুরির কোন বস্তু যদি চোরের হাতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে সে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে।

[4] কেউ যদি মাঠে বা আঙুরখেতে পশু চরায়, আর তার পশু ছেড়ে দিলে যদি তা অন্যের খেতে চরে, তবে সেই লোক তার খেতের সেরা শস্য বা তার আঙুরখেতের সেরা ফল দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবে।

[5] আগুন ধরে উঠে কাঁটাঝোপে লাগলে যদি কারও শস্যরাশি বা শস্যের ঝাড় বা মাঠ পুড়ে যায়, তবে যে আগুন লাগিয়েছে, সে ক্ষতিপূরণ দেবে।

[6] কেউ টাকা বা জিনিসপত্র নিজের প্রতিবেশীর কাছে গচ্ছিত রাখলে যদি তার ঘর থেকে কেউ তা

চুরি করে এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে চোর তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে। ৭ যদি চোর ধরা না
পড়ে, তবে ঘরের মালিককে পরমেশ্বরের সামনে আনা হবে, যেন দিব্যি দিয়ে শপথ করে যে,
প্রতিবেশীর দ্রব্যে সে হাত দেয়নি। ৮ চালাকির বস্তু যাই হোক না কেন—বলদ বা গাধা বা ভেড়া বা
কাপড় হোক, সেই বিষয়ে, কিংবা কোন হারানো বস্তুর বিষয়ে যদি কেউ বলে: এ তো সেই দ্রব্য,
তবে উভয় পক্ষের বিবাদ পরমেশ্বরের কাছেই উপস্থাপন করা হবে; পরমেশ্বর যাকে দোষী বলে
সাব্যস্ত করবেন, সে তার প্রতিবেশীকে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেবে।

৯ কেউ যদি তার নিজের গাধা বা বলদ বা ভেড়া বা কোন পশু পালনের জন্য প্রতিবেশীর কাছে
রাখে, এবং লোকের অগোচরে সেই পশু মারা যায় বা তার কোন হাড় ভেঙে যায় কিংবা সাক্ষী না
থাকলে পশুটা কেড়ে নেওয়া হয়, ১০ তবে দুই পক্ষের মধ্যে প্রভুর দিব্যি দিয়ে একটা শপথ করা
হবে, যেন ঘোষণা করা হয় যে, পশুটা যার কাছে ছিল, সে তার প্রতিবেশীর দ্রব্যের উপরে হাত
বাড়ায়নি। পশুর মালিক সেই শপথ গ্রহণ করবে আর অপরজন ক্ষতিপূরণ দেবে না। ১১ কিন্তু যদি
পশুটা তার কাছে থাকতেই চুরি হয়, তবে সে তার মালিকের কাছে ক্ষতিপূরণ দেবে। ১২ যদি পশুটা
বন্যজন্তুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়, তবে সে প্রমাণস্বরূপ তা উপস্থিত করুক; সেই বিদীর্ণ পশুর জন্য
সে ক্ষতিপূরণ দেবে না।

১৩ কেউ যদি তার প্রতিবেশীর পশু চেয়ে নেয়, ও তার মালিক তার সঙ্গে না থাকার সময়ে পশুটার
কোন হাড় ভেঙে যায় কিংবা পশুটা মরে, তবে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। ১৪ যদি তার মালিক তার কাছে
থাকে, তবে সে ক্ষতিপূরণ দেবে না; তা যদি ভাড়া নেওয়া পশু হয়, তবে তার ভাড়াতেই শোধ
হবে।

১৫ বাগ্‌দত্তা নয় এমন কুমারীকে ভুলিয়ে কেউ যদি তার সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সে কনেপণ দিয়ে
তাকে বিবাহ করবে। ১৬ যদি সেই লোকটির সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত
হয়, তবে কুমারী কনেপণের ব্যবস্থামত তাকে অর্থ দিতে হবে।

১৭ জাদু অনুশীলন করে এমন স্ত্রীলোককে তুমি জীবিত রাখবে না।

১৮ পশুর সঙ্গে যার মিলন হয়, তার প্রাণদণ্ড হবে।

১৯ যে একমাত্র প্রভুর কাছে ছাড়া অন্য দেবতার কাছেও বলি উৎসর্গ করে, সে বিনাশ-মানতের
বস্তু হবে।

২০ তুমি কোন প্রবাসীর প্রতি অন্যায় করবে না, তাকে অত্যাচারও করবে না, কেননা তোমরা
নিজেরাই মিশর দেশে প্রবাসী ছিলে। ২১ তোমরা কোন বিধবা বা কোন এতিমের প্রতি দুর্ব্যবহার
করবে না; ২২ তুমি যদি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার কর আর তারা চিৎকার করে আমাকে ডাকে, আমি
তাদের ডাকে সাড়া দেবই, ২৩ আর আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে এবং আমি খড়্গের আঘাতে
তোমাদের হত্যা করব; তখন তোমাদের স্ত্রীই হবে বিধবা, তোমাদের সন্তানেরাই হবে এতিম।

২৪ তুমি যদি আমার আপন জনগণের কোন মানুষের কাছে, তোমার প্রতিবেশী কোন গরিবের
কাছে টাকা ধার দাও, মহাজনের মত ব্যবহার করবে না; না, তার কাছ থেকে কোন সুদ আদায়
করবে না। ২৫ তুমি যদি তোমার কোন প্রতিবেশীর চাদর বন্ধক রাখ, সূর্যাস্তের আগেই তা ফিরিয়ে
দেবে, ২৬ কেননা নিজেকে ঢেকে রাখার মত তা ছাড়া তার আর কিছু নেই, গায়ের জন্য তা তার
একমাত্র আবরণ: গায়ে কী জড়িয়ে সে শুতে পারবে? আর সে যদি চিৎকার করে আমাকে ডাকে,
আমি তার ডাকে সাড়া দেবই, কারণ আমি দয়াময়।

২৭ তুমি ঈশ্বরনিন্দা করবে না, এবং তোমার জনগণের সেই জনপ্রধানকে অভিশাপ দেবে না।

২৮ তোমার গমের প্রাচুর্য ও আঙুররসের বাড়তি অংশ অন্য দেবতাদের কাছে নিবেদন করবে না;
তোমার সন্তানদের প্রথমজাত পুত্রকে আমাকে দেবে। ২৯ তোমার বলদ ও মেষ সম্বন্ধেও সেইমত

করবে; তা সাত দিন মায়ের সঙ্গে থাকবে, অষ্টম দিনে তুমি তা আমাকে দেবে।
৩০ তোমরা এমন মানুষ হবে, যারা আমার উদ্দেশে পবিত্র; মাঠে কোন পশু বন্যজন্তুর কবলে
বিদীর্ণ হলে, তোমরা তার মাংস খাবে না; তা কুকুরদের কাছে ফেলে দেবে।
২৩ তুমি কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে না; মিথ্যা সাক্ষী হয়ে দুর্জনের পক্ষ সমর্থন করবে না। ২ তুমি দুষ্কর্ম
করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের পিছনে যাবে না, এবং বিচারে অন্যায় করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য
দিতে যাবে না। ৩ গরিবের বিচারে তারও পক্ষপাত করবে না।
৪ তোমার শত্রুর হারানো বলদ বা গাধাকে দেখলে তুমি অবশ্যই তার কাছে তা ফিরিয়ে আনবে।
৫ তুমি তোমার শত্রুর গাধাকে বোঝার ভারে পড়তে দেখলে তাকে একা ফেলে না রেখে বরং তার
সঙ্গে তাকে সাহায্য করতেই এগিয়ে যাবে।
৬ নিঃস্ব প্রতিবেশীর মামলায় তার বিরুদ্ধে অন্যায় বিচার করবে না। ৭ সমস্ত মিথ্যা থেকে দূরে
থাকবে। নির্দোষী বা ধার্মিকের প্রাণনাশ করবে না, কারণ আমি অপরাধীকে রেহাই দেব না। ৮ তুমি
উৎকোচ গ্রহণ করবে না, কারণ উৎকোচ গ্রহণ তাদেরও অন্ধ করে, যারা ঠিকমত দেখতে পায়,
এবং ধার্মিকের কথাকেও উল্টিয়ে দেয়।
৯ প্রবাসীকে অত্যাচার করবে না; তোমরা তো প্রবাসীর মন জান, কেননা তোমরা মিশর দেশে
প্রবাসী ছিলে।
১০ তুমি তোমার জমিতে ছ'বছর ধরে বীজ বুনবে ও তার উৎপন্ন ফসল সংগ্রহ করবে। ১১ কিন্তু
সপ্তম বছরে জমিকে বিশ্রাম দেবে, এমনি ফেলে রাখবে; এভাবে তোমার স্বজাতীয় নিঃস্ব মানুষেরা
খেতে পারবে, আর তারা যা বাকি রাখবে, তা বন্যজন্তু খাবে। তোমার আঙুরখেত ও জলপাই
বাগানের বেলায়ও তেমনি করবে। ১২ তুমি ছ' দিন তোমার কর্ম করে যাবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম
করবে, যেন তোমার বলদ ও গাধা বিশ্রাম পায়, এবং তোমার দাসীর সন্তানেরা ও প্রবাসী মানুষও
প্রাণ জুড়ায়।
১৩ আমি তোমাদের যা কিছু বললাম, সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেবে: অন্য দেবতাদের নাম
উল্লেখ করবে না, তোমাদের মুখে যেন তা শোনা না যায়।
১৪ তুমি বছরে তিনবার আমার উদ্দেশে উৎসব করবে। ১৫ খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন
করবে; আবীব মাসে নির্ধারিত সময়ে তুমি সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে, যেমনটি
তোমাকে আজ্ঞা করেছি; কেননা সেই আবীব মাসেই তুমি মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিলে। কেউই
যেন খালি হাতে আমার শ্রীমুখদর্শন করতে না আসে।
১৬ তুমি ফসল-কাটার উৎসব, অর্থাৎ খেতে যা কিছু বুনেছ, তার প্রথমফসলের উৎসব পালন
করবে। বছর শেষে খেত থেকে ফসল সংগ্রহ করার সময়ে ফলসঞ্চয়-উৎসব পালন করবে।
১৭ বছরে তিনবার তোমার সমস্ত পুরুষলোক প্রভু পরমেশ্বরের শ্রীমুখদর্শন করতে হাজির হবে।
১৮ তুমি তোমার বলির রক্ত খামিরযুক্ত রুটির সঙ্গে উৎসর্গ করবে না; আমার উৎসবের বলির চর্বি
সকাল পর্যন্ত রাখা হবে না। ১৯ তুমি তোমার ভূমির সেরা ফলের প্রথমাংশ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর
গৃহে নিয়ে আসবে।
তুমি ছাগের শাবককে তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।'

কানান দেশে প্রবেশ বিষয়ক বাণী

২০ 'দেখ, আমি তোমার সামনে এক দূত প্রেরণ করছি, তিনি যেন পথে তোমাকে রক্ষা করেন ও
তোমাকে নিয়ে যান সেই স্থানে যা আমি প্রস্তুত করেছি। ২১ তাঁর উপস্থিতি সম্ভ্রম কর, তাঁর প্রতি বাধ্য
হও; তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করো না; কেননা তিনি তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করবেন না, কারণ
তাঁর অন্তরে বিরাজ করে আমার নাম। ২২ কিন্তু তুমি যদি তাঁর প্রতি বাধ্য হও, এবং আমি যা কিছু

বলি তুমি সেইমত কর, তবে আমি হব তোমার শত্রুদের শত্রু, তোমার বিপক্ষদের বিপক্ষ। ২৩
তবেই আমার দূত তোমার আগে আগে চলবেন, এবং আমোরীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, কানানীয়,
হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাবেন; আর আমি তাদের উচ্ছেদ করব। ২৪ তুমি
তাদের দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করবে না, তাদের সেবাও করবে না, ও তাদের কর্মের মত কর্ম
করবে না; বরং তাদের সমূলেই উৎপাটন করবে, এবং তাদের স্তম্ভগুলো ভেঙে ফেলবে। ২৫ তোমরা
তোমাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করবে; তিনি তোমার রুটি ও তোমার জল আশীর্বাদ
করবেন, এবং আমি তোমার মধ্য থেকে যত রোগ-ব্যাধি দূরে রাখব। ২৬ তোমার সেই দেশে কোন
গর্ভপাত হবে না, আবার কেউই বন্ধ্যা হবে না; আমি তোমার আয়ুর পূর্ণ মাত্রায় তোমাকে চালিত
করব। ২৭ আমি তোমার আগে আগে আমার বিভীষিকা প্রেরণ করব; এবং তুমি যে সকল জাতির
মধ্যে এসে উপস্থিত হবে, আমি তাদের পলায়ন ঘটাব; হ্যাঁ, আমি তোমার শত্রুদের তোমার সামনে
পিঠ ফেরাতে বাধ্য করব। ২৮ আমি তোমার আগে আগে ভিমরুলের ঝাঁক পাঠাব; সেগুলো হিব্বীয়,
কানানীয় ও হিত্তীয়কে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেবে। ২৯ কিন্তু তবু আমি এক বছরেই তোমার
সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেব এমন নয়, পাছে দেশটি প্রান্তর হয় ও তোমার বিরুদ্ধে বন্যজন্তুর
সংখ্যা বাড়ে। ৩০ আমি তোমার সামনে থেকে তাদের ক্রমে ক্রমেই তাড়িয়ে দেব, যতদিন না
তোমার সন্তানদের সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পায় যে, তুমি নিজে দেশ দখল করতে পার। ৩১ আমি তোমার
চতুঃসীমানা লোহিত সাগর থেকে ফিলিস্তিনিদের সমুদ্র পর্যন্ত, এবং মরুপ্রান্তর থেকে মহানদী পর্যন্ত
স্থির করব; কেননা আমি সেই দেশগুলোর অধিবাসীদের তোমার হাতে তুলে দেব, এবং তুমি
তোমার সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবে। ৩২ তাদের সঙ্গে বা তাদের দেবতাদের সঙ্গে তুমি
কোন সন্ধি স্থির করবে না। ৩৩ তারা তোমার দেশে আর কখনও বাস করবে না, পাছে তারা আমার
বিরুদ্ধে পাপ করতে তোমাকে প্ররোচিত করে; অর্থাৎ, তুমি যদি তাদের দেবতাদের সেবা কর,
তবে তোমার পক্ষে তা ফাঁদস্বরূপ হবেই।'

সন্ধি সম্পাদন

২৪ পরে তিনি মোশীকে বললেন, 'তুমি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের
মধ্য থেকে সত্তরজন, তোমরা মিলে প্রভুর কাছে উঠে এসো, আর দূরে থেকে প্রণিপাত কর। ২
কেবল মোশীই প্রভুর কাছে এগিয়ে আসবে; ওরা কাছে এগিয়ে আসবে না, জনগণও তার সঙ্গে
আরোহণ করবে না।'

৩ মোশী গিয়ে জনগণের কাছে প্রভুর সমস্ত বাণী ও সমস্ত বিধিনিয়ম জানিয়ে দিলেন; সমস্ত লোক
একসুরে উত্তরে বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব।' ৪ তাই মোশী প্রভুর
সমস্ত বাণী লিখে রাখলেন, এবং খুব সকালে উঠে পর্বতের পাদদেশে একটি যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের
বারোটি গোষ্ঠী অনুসারে বারোটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলেন। ৫ তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কয়েকজন
যুবককে নির্দেশ দিলেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে আহুতির ও মিলন-যজ্ঞের বলিরূপে বৃষ উৎসর্গ
করে। ৬ মোশী সেগুলোর অর্ধেকটা রক্ত নিয়ে কয়েকটা পাত্রে রাখলেন, বাকি অর্ধেক রক্ত বেদির
উপরে ছিটিয়ে দিলেন। ৭ পরে সন্ধির পুস্তকটি নিয়ে জনগণের সামনে পাঠ করে শোনালেন; তারা
বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব, সবই মেনে চলব।' ৮ তখন মোশী সেই
রক্ত নিয়ে জনগণের উপরে এই বলে তা ছিটিয়ে দিলেন, 'দেখ, এ সেই সন্ধির রক্ত, যা প্রভু
তোমাদের সঙ্গে এই সকল বাণীর ভিত্তিতে সম্পাদন করেছেন।'

৯ পরে মোশী ও আরোন, নাদাব ও আবিহু, এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন
আরোহণ করলেন। ১০ তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে দেখলেন: তাঁর পদতলের স্থান
নীলকান্তমণিতে তৈরী এমন শিলাস্তরের কাজের মত, যার শুচিশুভ্রতা আকাশেরই মত। ১১ তিনি

কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের এই প্রধানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়ালেন না; না, তাঁরা পরমেশ্বরকে
দেখলেন, তথাপি খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন।

১২ পরে প্রভু মোশীকে বললেন, 'পর্বতের উপরে আমার কাছে এসে ওইখানে অপেক্ষা কর; আমি
তোমাকে সেই প্রস্তরফলকগুলো এবং সেই বিধান ও আজ্ঞাগুলি দেব, যা আমি তাদের উদ্বুদ্ধ করার
জন্য লিখেছি।' ১৩ তাই মোশী ও তাঁর সহকর্মী যোশুয়া উঠে পড়লেন, আর মোশী পরমেশ্বরের
পর্বতে গিয়ে উঠলেন। ১৪ তিনি প্রবীণদের বলেছিলেন, 'যতদিন না আমরা তোমাদের কাছে ফিরে
আসি, ততদিন তোমরা এখানে আমাদের অপেক্ষায় থাক। দেখ, তোমাদের সঙ্গে আরোন ও হুর
রইল; কারও কোন সমস্যা হলে, সে তাদের কাছে যেতে পারবে।'

১৫ তখন মোশী পর্বতে গিয়ে উঠলেন, আর মেঘটি পর্বতকে ঢেকে ফেলল। ১৬ প্রভুর গৌরব সিনাই
পর্বতের উপরে অধিষ্ঠান করল, আর ছ' দিন ধরে মেঘটি তা ঢেকে রাখল। সপ্তম দিনে তিনি
মেঘের মধ্য থেকে মোশীকে ডাকলেন। ১৭ ইস্রায়েল সন্তানদের চোখে প্রভুর গৌরব পর্বতচূড়ায়
গ্রাসকারী আগুনের মত প্রকাশ পাচ্ছিল। ১৮ আর মোশী মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে পর্বতে গিয়ে
উঠলেন। মোশী চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতের উপরে থাকলেন।

উপাসনা-রীতি বিষয়ক বাণী

২৫ প্রভু মোশীকে বললেন, ২ 'ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যেন তারা আমার জন্য একটা অবদান
আলাদা করে রাখে; হৃদয়ের ইচ্ছায় যে নিবেদন করে, তার কাছ থেকেই তোমরা আমার জন্য সেই
অবদান গ্রহণ করে নেবে। ৩ তাদের কাছ থেকে তোমরা যা গ্রহণ করে নেবে, তা এ: সোনা, রুপো
ও ব্রঞ্জ; ৪ নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো, এবং শুভ্র ক্ষোম-সুতো ও ছাগলোম; ৫ রক্তলাল করা
ভেড়ার চামড়া, সিন্ধুঘোটকের চামড়া ও বাবলা কাঠ; ৬ দীপাধারের জন্য তেল, এবং অভিষেকের
তেলের ও সুগন্ধি ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য; ৭ এফোদ ও বুকপাটার জন্য বৈদূর্য মণি ইত্যাদি পাথর, যা
খচিত হবে। ৮ তারা আমার জন্য একটা পবিত্রধাম নির্মাণ করবে যেন আমি তাদের মাঝে বসবাস
করতে পারি। ৯ আবাসের ও তার সমস্ত দ্রব্যের যে নমুনা আমি তোমাকে দেখাব, সেই অনুসারেই
তোমরা সবই করবে।'

আবাসের ভিতর—মঞ্জুষা, ভোজন-টেবিল ও প্রদীপ

১০ 'তুমি বাবলা কাঠের একটা মঞ্জুষা তৈরি করবে; তা আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও
দেড় হাত উঁচু হবে; ১১ তুমি ভিতর ও বাইরের দিকটা খাঁটি সোনায় মুড়ে দেবে, এবং তার চারদিকে
সোনার নিকাল গড়ে দেবে। ১২ তার চার পায়ার জন্য সোনার চারটে কড়া ঢালাই দেবে; তার এক
পাশে দু'টো কড়া ও অন্য পাশে দু'টো কড়া থাকবে। ১৩ তুমি বাবলা কাঠের দু'টো বহনদণ্ড করে
তা সোনায় মুড়ে দেবে, ১৪ এবং মঞ্জুষা বইবার জন্য ওই বহনদণ্ড মঞ্জুষার দু'পাশের কড়াতে
ঢোকাবে। ১৫ সেই বহনদণ্ড মঞ্জুষার কড়াতে থাকবে, তা থেকে বের করা হবে না। ১৬ আমি তোমাকে
যে সাক্ষ্যলিপি দেব, তা ওই মঞ্জুষাতেই রাখবে।

১৭ তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন প্রস্তুত করবে: তা আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া
করা হবে। ১৮ পিটানো সোনা দিয়ে দু'টো খেরুব তৈরি করে প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে দেবে। ১৯
তার এক মুড়াতে এক খেরুব ও অন্য মুড়াতে অন্য খেরুব, প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে তার সঙ্গে
অখণ্ড দুই খেরুব দেবে। ২০ সেই দুই খেরুব পাখা ঊর্ধ্বে মেলে ওই পাখা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন ঢেকে
রাখবে, এবং তাদের মুখমণ্ডল পরস্পরমুখী হবে; খেরুবদের মুখমণ্ডল প্রায়শ্চিত্তাসনমুখী হবে। ২১
তুমি এই প্রায়শ্চিত্তাসন সেই মঞ্জুষার উপরে বসাবে, এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যলিপি দেব, তা

ওই মঞ্জুষার মধ্যে রাখবে। [২২] আমি সেইখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, এবং প্রায়শ্চিত্তাসনের
উপরের অংশ থেকে, সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপরে বসানো দুই খেরুবের মধ্য থেকে তোমার সঙ্গে কথা
বলে ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে আমার সমস্ত আজ্ঞা তোমাকে জানাব।
[২৩] তুমি বাবলা কাঠের একটা ভোজন-টেবিল তৈরি করবে; তা দুই হাত লম্বা, এক হাত চওড়া ও
দেড় হাত উঁচু হবে। [২৪] খাঁটি সোনায় তা মুড়ে দেবে, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে
দেবে। [২৫] তার চারদিকে চার আঙুল চওড়া একটা বেড় দেবে, এবং বেড়ের চারদিকে সোনার
নিকাল গড়ে দেবে। [২৬] সোনার চারটে কড়া করে চার পায়ার চার কোণে লাগাবে। [২৭] টেবিল যেন
বহন করা যেতে পারে, সেজন্য বহনদণ্ডের ঘর হবার জন্য ওই কড়া বেড়ের কাছে থাকবে। [২৮] ওই
টেবিল বইবার জন্য বাবলা কাঠের দুই বহনদণ্ড তৈরি করে তা সোনায় মুড়ে দেবে। [২৯] টেবিলের
থালা, বাটি, কলস ও ঢালবার জন্য সেকপাত্র গড়বে; এই সবকিছু খাঁটি সোনা দিয়েই গড়বে। [৩০]
তুমি সেই টেবিলের উপরে আমার সামনে নিত্য-ভোগ-রুটি রাখবে।
[৩১] তুমি খাঁটি সোনার একটা দীপাধার তৈরি করবে; দীপাধার পিটানো সূক্ষ্ম কাজেই তৈরী হবে;
তার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কলিকা ও ফুল সবই অখণ্ড হবে। [৩২] তার দুই পাশ থেকে ছ'টা শাখা
নির্গত হবে: দীপাধারের এক পাশ থেকে তিনটে শাখা ও দীপাধারের অন্য পাশ থেকে তিনটে
শাখা। [৩৩] এক শাখায় থাকবে বাদামফুলের মত তিনটে গোলাধার, একটা কলিকা ও একটা ফুল;
এবং অন্য শাখায় থাকবে বাদামফুলের মত তিনটে গোলাধার, একটা কলিকা ও একটা ফুল:
দীপাধার থেকে নির্গত ছ'টা শাখায় এইরূপ হবে। [৩৪] দীপাধারে থাকবে বাদামফুলের মত চারটে
গোলাধার, ও সেগুলোর কলিকা ও ফুল। [৩৫] দীপাধারের যে ছ'টা শাখা নির্গত হবে, সেগুলোর
প্রতিটি জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা, অন্য জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা, ও
উপরের জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা থাকবে। [৩৬] কলিকা ও তার শাখাগুলো সবই অখণ্ড
হবে; সমস্তই পিটানো খাঁটি সোনার এক-বস্তুই হবে। [৩৭] তুমি তার সাতটা প্রদীপ তৈরি করবে;
সেগুলো উপরেই রাখবে, যেন সামনের জায়গা আলোকিত হয়। [৩৮] তার চিমটে ও ছাইধানীগুলো
খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী হবে। [৩৯] এই দীপাধার আর ওই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী এক বাট খাঁটি সোনা
দিয়ে তৈরী হবে। [৪০] লক্ষ রাখ, এই সবগুলোর যে নমুনা তোমাকে পর্বতে দেখানো হয়েছে, এই
সবকিছু তুমি যেন সেই অনুসারেই কর।'

আবাসের বিবরণ

২৬ 'আবাসটি তুমি পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো ও নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোর দশটা
কাপড়ে প্রস্তুত করবে; সেই কাপড়গুলোতে খেরুবদের প্রতিকৃতি আঁকা থাকবে, তা শিল্পীরই
কারুকাজ হওয়া চাই। [২] প্রতিটি কাপড় আটাশ হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া হবে; সকল কাপড়ের
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই হবে। [৩] পাঁচটা কাপড় পরস্পর সংযুক্ত থাকবে, এবং অন্য পাঁচটা কাপড় পরস্পর
সংযুক্ত থাকবে। [৪] জোড়ের অন্ত-স্থানে প্রথম কাপড়ের মুড়াতে নীল সুতোর ঘুণ্টিঘরা করে দেবে,
এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও সেইরকম করবে। [৫] প্রথম কাপড়ে পঞ্চাশটা
ঘুণ্টিঘরা করে দেবে, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করে
দেবে; সেই দু'টো ঘুণ্টিঘরাশ্রেণী পরস্পরমুখী হবে। [৬] পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা গড়ে ঘুণ্টিতে কাপড়গুলো
পরস্পরের মধ্যে বেঁধে রাখবে; ফলে তা একটামাত্র আবাস হয়ে দাঁড়াবে।
[৭] তুমি আবাসের উপরে তাঁবু দেবার জন্য ছাগলোম-জাতীয় কাপড়গুলো প্রস্তুত করবে। [৮] প্রতিটি
কাপড় ত্রিশ হাত লম্বা ও প্রতিটি কাপড় চার হাত চওড়া হবে; এই এগারোটা কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ
একই হবে। [৯] পরে পাঁচটা কাপড় পরস্পর জোড়া দিয়ে পৃথক রাখবে, অন্য ছ'টা কাপড়ও পৃথক
রাখবে, এবং এগুলোর ষষ্ঠ কাপড় দোহারা করে তাঁবুর সামনে রাখবে। [১০] জোড়ের অন্ত-স্থানে প্রথম

কাপড়ের মুড়াতে পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করে দেবে, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের
মুড়াতেও পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করে দেবে। ১১ ব্রঞ্জের পঞ্চাশটা ঘুণ্টি গড়ে সেই ঘুণ্টিঘরাতে তা ঢুকিয়ে
তাঁবু সংযুক্ত করবে; ফলে তা একটামাত্র তাঁবু হয়ে দাঁড়াবে। ১২ তাঁবুর কাপড়ের অতিরিক্ত অংশটা,
অর্থাৎ যে আধ-কাপড় অতিরিক্ত থাকবে, তা আবাসের পশ্চাদ্ভাগে ঝুলে থাকবে। ১৩ তাঁবুর কাপড়ের
দৈর্ঘ্যের যে অংশ এপাশে এক হাত, ওপাশে এক হাত অতিরিক্ত থাকবে, তা আবাসের উপরে
এপাশে ওপাশে ঝুলে থাকবে যেন তাঁবুটাকে ঢেকে রাখে। ১৪ তুমি আচ্ছাদন-বস্ত্রের জন্য রক্তলাল
করা ভেড়ার চামড়ার এক চাঁদোয়া প্রস্তুত করবে, আবার তার উপরে সিন্ধুঘোটকের চামড়ার এক
চাঁদোয়া প্রস্তুত করবে।

১৫ তুমি আবাসের জন্য বাবলা কাঠের দাঁড় করানো বাতা প্রস্তুত করবে। ১৬ প্রতিটি বাতা দশ হাত
লম্বা ও দেড় হাত চওড়া হবে। ১৭ প্রতিটি বাতায় পরস্পর সংযুক্ত দুই দুই পায়া থাকবে; এইভাবে
আবাসের সকল বাতার জন্যই করবে। ১৮ আবাসের জন্য বাতা প্রস্তুত করবে, দক্ষিণদিকে ডান
পাশের জন্য কুড়িটা বাতা। ১৯ সেই কুড়িটা বাতার নিচে চল্লিশটা রুপোর চুঙি গড়ে দেবে; এক
বাতার নিচে তার দুই পায়ার জন্য দুই দুই চুঙি, এবং বাকি সকল বাতার নিচেও তাদের দুই দুই
পায়ার জন্য দুই দুই চুঙি হবে। ২০ আবাসের দ্বিতীয় পাশের জন্য উত্তরদিকে কুড়িটা বাতা; ২১ আর
সেগুলোর জন্য রুপোর চল্লিশটা চুঙি; এক বাতার নিচেও দুই চুঙি ও বাকি সকল বাতার নিচেও দুই
দুই চুঙি; ২২ আর আবাসের পশ্চিমদিকের পশ্চাদ্ভাগের জন্য ছ'খানা বাতা করবে। ২৩ আবাসের সেই
পশ্চাদ্ভাগের দুই কোণের জন্য দু'খানা বাতা করবে। ২৪ সেই দুই বাতার নিচে জোড় হবে, এবং
সেইভাবে মাথাতেও প্রথম কড়ার কাছে জোড় হবে; এরূপ দু'টোতেই হবে; তা দুই কোণের জন্য
হবে। ২৫ বাতা আটখানা হবে, ও সেগুলোর রুপোর চুঙি ষোলটা হবে; এক বাতার নিচে থাকবে দুই
চুঙি, অন্য বাতার নিচেও দুই চুঙি।

২৬ তুমি বাবলা কাঠের আড়কাট প্রস্তুত করবে, ২৭ আবাসের এক পাশের বাতা দেবে পাঁচটা
আড়কাট, আবাসের অন্য পাশের বাতাও পাঁচটা আড়কাট, এবং আবাসের পশ্চিমদিকের
পশ্চাদ্ভাগের বাতা পাঁচটা আড়কাট। ২৮ মধ্যবর্তী আড়কাটটা বাতাগুলির মধ্যস্থান দিয়ে এক প্রান্ত
থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাবে। ২৯ আর ওই বাতাগুলি সোনায় মুড়ে দেবে, এবং আড়কাটের ঘর হবার
জন্য সোনার কড়া গড়বে, এবং আড়কাটগুলো সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। ৩০ আবাসের যে নমুনা
পর্বতে তোমাকে দেখানো হয়েছে, সেই অনুসারে তা স্থাপন করবে।

৩১ তুমি নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো এবং পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে একটা পরদা
প্রস্তুত করবে; তাতে খেরুবদের প্রতিকৃতি আঁকা থাকবে, তা নিপুণ শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই।
৩২ তুমি তা সোনায় মোড়া বাবলা কাঠের চারটে স্তম্ভের উপরে খাটাবে; সেগুলির আঁকড়া সোনার
হবে, এবং সেগুলি রুপোর চারটে চুঙির উপরে বসবে। ৩৩ ঘুণ্টিগুলোর নিচে পরদা খাটিয়ে দেবে,
এবং সেখানে পরদার ভিতরে সাক্ষ্য-মঞ্জুষা আনবে; এবং সেই পরদা পবিত্রস্থান ও পরম
পবিত্রস্থানের মধ্যে তোমাদের জন্য পার্থক্য রাখবে। ৩৪ পরম পবিত্রস্থানে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপরে
প্রায়শ্চিত্তাসন বসাবে। ৩৫ ভোজন-টেবিলটা পরদার বাইরেই রাখবে, ও টেবিলের সামনে আবাসের
পাশে, দক্ষিণদিকে দীপাধার রাখবে; এবং উত্তরদিকে টেবিল রাখবে। ৩৬ তাঁবুর দরজার জন্য নীল,
বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোয় কাটা একটা পরদা প্রস্তুত করবে—
পরদাটা নকশিশিল্পে নিপুণ শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই। ৩৭ সেই পরদার জন্য বাবলা কাঠের
পাঁচটা স্তম্ভ তৈরি করে সোনায় মুড়ে দেবে, তার আঁকড়াও সোনা দিয়ে প্রস্তুত করবে, এবং তার জন্য
ব্রঞ্জের পাঁচটা চুঙি ঢালাই করবে।'

আবাসের বাহির দিক—যজ্ঞবেদি ও প্রাঙ্গণ

২৭ ‘তুমি বাবলা কাঠ দিয়ে পাঁচ হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া একটি বেদি তৈরি করবে, অর্থাৎ
বেদিটি হবে চতুষ্কোণ এবং তার উচ্চতা হবে তিন হাত। ২ তার চার কোণের উপরে শৃঙ্গ তৈরি
করবে, বেদিটির শৃঙ্গগুলো তার সঙ্গে অখণ্ড হবে; তুমি সেগুলিকে ব্রঞ্জে মুড়ে দেবে। ৩ তার ছাই
সংগ্রহ করার জন্য হাঁড়ি প্রস্তুত করবে, এবং তার হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী গড়বে; তার
সমস্ত পাত্র ব্রঞ্জ দিয়ে গড়বে। ৪ জালের মত ব্রঞ্জের একটা ঝাঁজরি গড়বে, এবং সেই ঝাঁজরির উপরে
চার কোণে ব্রঞ্জের চারটে কড়া প্রস্তুত করবে। ৫ এই ঝাঁজরি নিম্নভাগে বেদির বাতার নিচে রাখবে,
এবং ঝাঁজরিটা বেদির মধ্যভাগ পর্যন্ত থাকবে। ৬ বেদির জন্য বাবলা কাঠের বহনদণ্ড তৈরি করবে,
ও তা ব্রঞ্জে মুড়ে দেবে। ৭ কড়ার মধ্যে ওই বহনদণ্ড ঢুকিয়ে দেবে; বেদি বইবার সময়ে তার
দু’পাশে সেই বহনদণ্ড থাকবে। ৮ তুমি ফাঁপা রেখে তক্তা দিয়ে তা গড়বে; পর্বতে তোমাকে যেরূপ
দেখানো হয়েছে, সেইরূপ তা করা হবে।

৯ তুমি আবাসের প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করবে; দক্ষিণ পাশে, দক্ষিণদিকে, পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোয়
কাটা নানা কাপড় থাকবে; সেগুলোর এক পাশ একশ’ হাত লম্বা হবে। ১০ তার কুড়িটা স্তম্ভ ও
কুড়িটা চুঙি ব্রঞ্জের হবে, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর হবে। ১১ তেমনিভাবে
উত্তরদিকে একশ’ হাত লম্বা একটা কাপড় থাকবে, আর তার কুড়িটা স্তম্ভ ও কুড়িটা চুঙি ব্রঞ্জের
হবে; এই স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর হবে। ১২ প্রাঙ্গণ পশ্চিমদিকে যতখানি চওড়া, তার
পঞ্চাশ হাত কাপড় ও তার দশটা স্তম্ভ ও দশটা চুঙি হবে। ১৩ পুব পাশে পুবদিকে প্রাঙ্গণ পঞ্চাশ হাত
চওড়া হবে: ১৪ এক পাশের জন্য পনেরো হাত কাপড়, তিনটে স্তম্ভ ও তিনটে চুঙি; ১৫ আর অন্য
পাশের জন্যও পনেরো হাত কাপড়, তিনটে স্তম্ভ ও তিনটে চুঙি। ১৬ প্রাঙ্গণের দরজার জন্য নীল,
বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো ক্ষোম-সুতোয় কাটা কুড়ি হাত একটা কাপড় ও তার
চারটে স্তম্ভ ও চারটে চুঙি হবে—পরদাটা নকশিশিল্পে নিপুণ শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই। ১৭
প্রাঙ্গণের চারদিকের স্তম্ভগুলো রুপোর শলাকাতে বাঁধা থাকবে, সেগুলির আঁকড়া রুপোর, ও চুঙি
ব্রঞ্জের হবে।

১৮ প্রাঙ্গণ হবে একশ’ হাত লম্বা, সবদিকে পঞ্চাশ হাত চওড়া, এবং পাঁচ হাত উঁচু: কাপড়গুলো
সবই পাকানো ক্ষোম-সুতোতে করা হবে, ও তার চুঙি ব্রঞ্জের হবে। ১৯ আবাসের যাবতীয় কাজ
সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী ও গোঁজ এবং প্রাঙ্গণের সকল গোঁজ ব্রঞ্জের হবে।’

প্রদীপের জন্য তেল

২০ ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই আজ্ঞা দেবে, যেন তারা আলোর জন্য হামানে প্রস্তুত করা খাঁটি
জলপাই-তেল তোমার জন্য সরবরাহ করে থাকে, যেন নিয়তই প্রদীপ জ্বালানো থাকে। ২১
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে যে পরদা রয়েছে, তার বাইরে আরোন ও তার সন্তানেরা
সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত প্রভুর সামনে প্রদীপটা সাজিয়ে রাখবে: এ চিরস্থায়ী বিধি, যা ইস্রায়েল
সন্তানদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে পালনীয়।’

যাজকদের পোশাক

২৮ ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তোমার ভাই আরোনকে ও তার সঙ্গে তার সন্তানদের
তোমার কাছে এগিয়ে নিয়ে এসো, যেন তারা আমার উদ্দেশে যাজক হয়: আরোন এবং আরোনের
সন্তান নাদাব, আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামারকে এগিয়ে নিয়ে এসো। ২ তোমার ভাই আরোনের
জন্য এমন পবিত্র পোশাক প্রস্তুত করবে, যাতে গৌরব ও শোভা প্রকাশ পায়। ৩ আমি প্রজ্ঞার আত্মায়
যাদের পূর্ণ করেছি, সেই সকল প্রজ্ঞাবানদের কাছে তুমি কথা বলবে, যেন আমার উদ্দেশে যাজকত্ব

অনুশীলনের জন্য আরোনকে পবিত্রীকৃত করতে তারা তার পোশাক প্রস্তুত করে। ৪ তারা এই সকল পোশাক প্রস্তুত করবে: বুকপাটা, এফোদ, কাপড়, চিত্রিত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র, পাগড়ি ও কটিবন্ধনী; তারা আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলনের জন্য তোমার ভাই আরোনের ও তার সন্তানদের জন্য পবিত্র পোশাক প্রস্তুত করবে। ৫ তারা সোনা, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো এবং শুভ্র ক্ষোম-সুতো নেবে।

৬ তারা সোনায়, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে, ও পাকানো ক্ষোম-সুতোতে এফোদ প্রস্তুত করবে—তা শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই। ৭ তার দুই মুড়াতে পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধপটি থাকবে; এইভাবে তা যুক্ত হবে; ৮ এবং তা বাঁধবার জন্য বুনানি করা যে বন্ধনী তার উপরে থাকবে, তা তার সঙ্গে অখন্ড এবং সেই পোশাকের মত হবে, অর্থাৎ সোনায় ও নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে, ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে হবে। ৯ তুমি দুই বৈদূর্য মণি নিয়ে তার উপরে ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম খোদাই করবে। ১০ তাদের জন্মক্রম অনুসারে ছয় নাম এক মণিমুক্তার উপরে, ও বাকি ছয় নাম অন্য মণিমুক্তার উপরে খোদাই করবে। ১১ সীলমোহর খোদাই করার জন্য খোদকারের শিল্পকর্ম অনুসরণ করেই তুমি সেই দুই মণিমুক্তার উপরে ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম খোদাই করবে, এবং তা দুই স্বর্ণস্থালীতে বাঁধবে। ১২ ইস্রায়েল সন্তানদের স্মারক মণিমুক্তাস্বরূপে তুমি সেই দুই মণিমুক্তা এফোদের দুই স্কন্ধপটিতে দেবে; তাই আরোন তার নিজের কাঁধে প্রভুর সামনে স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ তাদের নাম বইবে। ১৩ তুমি দুই স্বর্ণস্থালীও করবে, ১৪ এবং খাঁটি সোনা দিয়ে সূক্ষ্ম দুই মালার মত শেকল ক'রে সেই সূক্ষ্ম শেকল সেই দুই স্থালীতে বাঁধবে।

১৫ তুমি বিচারের বুকপাটা প্রস্তুত করবে—তা শিল্পীরই কারুকাজ হওয়া চাই; এফোদের কারুকাজ অনুসারেই তা করবে: সোনা, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো ক্ষোম-সুতো দিয়ে তা প্রস্তুত করবে। ১৬ তা চতুষ্কোণ ও দোহারা হবে; তা এক বিঘত লম্বা ও এক বিঘত চওড়া হবে। ১৭ আবার তা চার সারি মণিমুক্তায় খচিত হবে; তার প্রথম সারিতে রুধিরাখ্য, পোখরাজ ও মরকত; ১৮ দ্বিতীয় সারিতে ফিরোজা, নীলকান্ত ও হীরক; ১৯ তৃতীয় সারিতে গোমেদ, অকীক ও রাজাবর্ত; ২০ এবং চতুর্থ সারিতে হেমকান্তি, বৈদূর্য ও সূর্যকান্ত: এই সবগুলো নিজ নিজ সারিতে সোনায় আঁটা হবে। ২১ এই মণিমুক্তা ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম অনুযায়ী হবে, তাদের নাম অনুসারে বারোটা হবে; মোহরের মত খোদাই করা প্রত্যেক মণিমুক্তায় ওই বারোটা গোষ্ঠীর জন্য এক এক সন্তানের নাম থাকবে। ২২ তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে বুকপাটার উপরে মালার মত সূক্ষ্ম দুই শেকল তৈরি করে দেবে। ২৩ বুকপাটার উপরে সোনার দু'টো কড়া গড়ে দেবে, এবং বুকপাটার দু'প্রান্তে ওই দু'টো কড়া বাঁধবে। ২৪ বুকপাটার দুই প্রান্তে দুই কড়ার মধ্যে সোনার ওই দু'টো সূক্ষ্ম শেকল রাখবে। ২৫ আর সূক্ষ্ম শেকলের দু'টো মুড়া সেই দু'টো স্থালীতে বেঁধে দিয়ে এফোদের সামনে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখবে। ২৬ তুমি সোনার দু'টো কড়া গড়ে বুকপাটার দুই প্রান্তে এফোদের সামনের ভিতরভাগে রাখবে। ২৭ আরও দু'টো সোনার কড়া গড়ে এফোদের দুই স্কন্ধপটির নিচে তার সম্মুখভাগে জোড়স্থানে এফোদের বুনানি করা বন্ধনীর উপরে তা রাখবে। ২৮ তাই বুকপাটা যেন এফোদ থেকে খসে না পড়ে বরং এফোদের বুনানি করা বন্ধনীর উপরে থাকে, এজন্য তারা কড়াতে নীল সুতো দিয়ে এফোদের কড়ার সঙ্গে বুকপাটা বাঁধবে। ২৯ যে সময়ে আরোন পবিত্রস্থানে প্রবেশ করবে, সেসময়ে প্রভুর সম্মুখে নিয়তই স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপে সেই বিচারের বুকপাটাতে ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম তার হৃদয়ের উপরে বইবে।

৩০ বিচারের সেই বুকপাটায় তুমি উরিম ও তুম্মিম লাগাবে; তাই আরোন যে সময়ে প্রভুর সামনে প্রবেশ করবে, সেসময়ে আরোনের হৃদয়ের উপরে তা থাকবে, এবং আরোন প্রভুর সামনে ইস্রায়েল সন্তানদের বিচার নিয়তই তার হৃদয়ের উপরে বইবে।

৩১ তুমি এফোদের গোটা আবরণ নীল রঙের করবে; ৩২ তার মধ্যস্থলে মাথা ঢোকানোর জন্য এক
ছিদ্র থাকবে; সেই ছিদ্রের চারদিকে যে ধারি থাকবে, তা নিপুণ তাঁতীরই কারুকাজ হওয়া চাই—
এমন বর্মের গলার মত, যে বর্ম ছিঁড়বে না। ৩৩ তুমি তার আঁচলে চারদিকে নীল, বেগুনি ও
সিঁদুরে-লাল ডালিম করবে, এবং চারদিকে তার মধ্যে মধ্যে সোনার কিঙ্কিণি থাকবে। ৩৪ ওই
আবরণের আঁচলে চারদিকে একটা স্বর্ণকিঙ্কিণি ও একটা ডালিম, আবার একটা স্বর্ণকিঙ্কিণি ও
একটা করে ডালিম থাকবে। ৩৫ আরোন যাজকীয় সেবা করার জন্য তা পরবে; তাই সে যখন প্রভুর
সামনে পবিত্রস্থানে প্রবেশ করবে, ও সেখান থেকে যখন বেরিয়ে আসবে, তখন কিঙ্কিণির শব্দ
শোনা যাবে, আর সে মরবে না।
৩৬ তুমি খাঁটি সোনার একটা পাত প্রস্তুত করে মোহরের মত তার উপরে 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'
একথা খোদাই করে লিখবে। ৩৭ তুমি তা নীল সুতোতে বাঁধবে; তা পাগড়ির উপরে থাকবে,
পাগড়ির সম্মুখভাগেই। ৩৮ তা আরোনের কপালের উপরে থাকবে, তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের
সমস্ত পবিত্র দানে যে সকল পবিত্র দ্রব্য পবিত্রীকৃত করবে, আরোন সেই সকল পবিত্র দ্রব্য-দান
সংক্রান্ত ত্রুটি বহন করবে। তা নিয়তই আরোনের কপালের উপরে থাকবে, যেন তারা প্রভুর
প্রসন্নতার পাত্র হতে পারে।
৩৯ তুমি চিত্রিত শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে অঙ্গরক্ষিণী বুনবে, পাগড়িও শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে প্রস্তুত
করবে; এবং কটিবন্ধনী হবে নকশি দ্বারা পরিশোভিত কাজ।
৪০ আরোনের সন্তানদের জন্য অঙ্গরক্ষক বস্ত্র ও কটিবন্ধনী প্রস্তুত করবে, এবং গৌরব ও শোভার
জন্য টুপিও করে দেবে। ৪১ তোমার ভাই আরোনের ও তার সন্তানদের দেহে সেই সমস্ত পরাবে,
এবং তাদের অভিষিক্ত ও নিযুক্ত করে পবিত্রীকৃত করবে, যেন তারা আমার উদ্দেশে যাজকত্ব
অনুশীলন করে। ৪২ তুমি তাদের উলঙ্গতা আবৃত করার জন্য কটি থেকে জঙ্ঘা পর্যন্ত ক্ষোমের
জাঙাল প্রস্তুত করবে। ৪৩ যখন আরোন ও তার সন্তানেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করবে, কিংবা
পবিত্রস্থানে উপাসনা চালাবার জন্য বেদির কাছে এগিয়ে যাবে, তখন তারা এই পোশাক পরবে,
পাছে এমন অপরাধ করে যা তাদের মৃত্যু ঘটায়। এই বিধি এমন, যা আরোন ও তার ভাবী বংশের
জন্য চিরস্থায়ী।'

যাজকদের পবিত্রীকরণ

২৯ 'আমার যাজকত্বের উদ্দেশে তাদের পবিত্রীকৃত করার জন্য তুমি তাদের উপর এই
অনুষ্ঠান-রীতি পালন করবে: খুঁতবিহীন একটা বাছুর ও দু'টো ভেড়া নেবে; ২ পরে, খামিরবিহীন
রুটি, তেল-মেশানো খামিরবিহীন পিঠা ও তৈলাক্ত খামিরবিহীন চাপাটি সেরা গমের ময়দা দিয়ে
প্রস্তুত করবে। ৩ সেগুলি এক ডালায় রাখবে, আর সেই ডালায় করে তা নিবেদন করবে, একই
সময়ে ওই বাছুর ও দুই ভেড়াও নিবেদন করবে।
৪ তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে এনে জলে স্নান করাবে। ৫ সেই
সমস্ত পোশাক নিয়ে আরোনকে অঙ্গরক্ষিণী, এফোদের আবরণ, এফোদ ও বুকপাটা পরাবে, এবং
এফোদের বুনানি করা বন্ধনী তার কোমরে বাঁধবে। ৬ তার মাথায় পাগড়ি দেবে, ও পাগড়ির উপরে
পবিত্র মুকুট দেবে। ৭ পরে অভিষেকের তেল নিয়ে তা তার মাথার উপরে ঢেলে তাকে অভিষিক্ত
করবে। ৮ তুমি তার সন্তানদের এনে অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরাবে। ৯ আর আরোনকে ও তার সন্তানদের
কোমরে বন্ধনী দেবে, ও তাদের মাথায় টুপিটা বেঁধে দেবে; এভাবে যাজকত্ব-পদ চিরস্থায়ী বিধির
জোরে তাদের অধিকারে থাকবে। এইভাবেই তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের নিযুক্ত করবে।
১০ পরে তুমি সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে সেই বাছুরকে আনাবে, এবং আরোন ও তার সন্তানেরা
বাছুরটার মাথায় হাত রাখবে। ১১ তখন তুমি সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে ওই বাছুরকে

জবাই করবে। ১২ বাছুরের খানিকটা রক্ত নিয়ে আঙুল দিয়ে বেদির শৃঙ্গগুলো ভিজিয়ে দেবে, এবং
বেদির পাদদেশে বাকি সমস্ত রক্ত ঢেলে দেবে। ১৩ তার অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও যকৃতে লাগানো
অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটে ও তার উপরের যত চর্বি নিয়ে বেদিতে পুড়িয়ে দেবে; ১৪ কিন্তু বাছুরটাকে
তার চামড়া, মাংস ও গোবর সমেত নিয়ে গিয়ে শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দেবে; কেননা এ
পাপার্থে বলিদান।

১৫ পরে তুমি প্রথম ভেড়াটা আনবে, এবং আরোন ও তার সন্তানেরা সেই ভেড়ার মাথায় হাত
রাখবে। ১৬ তুমি সেই ভেড়া জবাই করে তার রক্ত নিয়ে বেদির উপরে চারদিকে ছিটিয়ে দেবে। ১৭
পরে ভেড়াটাকে টুকরো টুকরো করবে, তার অন্ত্ররাজি ও পা ধুয়ে দেবে, আর ওই টুকরোগুলোর ও
মাথার উপরে তা রাখবে। ১৮ পরে গোটা ভেড়াটা বেদিতে পুড়িয়ে দেবে; তা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি,
গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।

১৯ পরে তুমি দ্বিতীয় ভেড়াটাকে নেবে, এবং আরোন ও তার সন্তানেরা ওই ভেড়ার মাথায় হাত
রাখবে। ২০ তুমি সেই ভেড়া জবাই করে তার খানিকটা রক্ত নিয়ে আরোনের ডান কানের প্রান্ত ও
তার সন্তানদের ডান কানের প্রান্ত ও তাদের ডান হাতের বৃদ্ধাঙুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙুল ভিজিয়ে
দেবে; পরে বেদির উপরে চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে। ২১ বেদির উপরের এই রক্তের
খানিকটা ও অভিষেকের তেলের খানিকটা নিয়ে আরোনের উপরে ও তার পোশাকের উপরে এবং
তার সঙ্গে তার সন্তানদের উপরে ও তাদের পোশাকের উপরে ছিটিয়ে দেবে; এভাবে সে ও তার
পোশাক এবং তার সঙ্গে তার সন্তানেরা ও তাদের পোশাক পবিত্র হবে। ২২ তুমি সেই ভেড়ার চর্বি,
লেজ ও অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি ও যকৃতে লাগানো অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটে ও তাতে লাগানো চর্বি
ও ডান জঙ্ঘা নেবে, কেননা সেটা নিয়োগ-রীতির ভেড়া। ২৩ তুমি প্রভুর সামনে যে খামিরবিহীন
রুটির ডালা রয়েছে, তা থেকে একটা রুটি ও তেল-মেশানো একটা পিঠা ও একটা চাপাটিও নেবে;
২৪ এবং আরোনের হাতে ও তার সন্তানদের হাতে সেইসব কিছু দিয়ে প্রভুর সামনে দোলনীয়
নৈবেদ্যের রীতি পালন করবে। ২৫ তুমি তাদের হাত থেকে তা ফিরিয়ে নিয়ে প্রভুর সামনে গ্রহণীয়
সৌরভরূপে, বেদিতে, আহুতিবলির উপরে পুড়িয়ে দেবে: তা প্রভুর উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য।

২৬ তুমি নিয়োগ-রীতির ভেড়ার বুকটা নিয়ে দোলনীয় অর্ঘ্যরূপে প্রভুর সামনে দোলাবে; তা হবে
তোমার অংশ। ২৭ আরোনের ও তার সন্তানদের নিয়োগ-রীতির ভেড়ার দোলনীয় অর্ঘ্যরূপে যে বুক
দোলায়িত হয়েছে ও বাঁচিয়ে রাখা অংশরূপে যে জঙ্ঘা বাঁচিয়ে রাখা হল, তা তুমি পবিত্রীকৃত
করবে। ২৮ চিরস্থায়ী বিধির জোরে তা হবে সেই অংশ যা আরোন ও তার সন্তানেরা ইস্রায়েল
সন্তানদের কাছ থেকে পাবে, কেননা তা বাঁচিয়ে রাখা অংশ, অর্থাৎ সেই অংশ যা ইস্রায়েল সন্তানেরা
তাদের মিলন-যজ্ঞ থেকে প্রভুর জন্য বাঁচিয়ে রাখল; তা-ই প্রভুর জন্য বাঁচিয়ে রাখা অংশ।

২৯ আরোনের পরে তার পবিত্র পোশাকগুলো তার সন্তানদের হবে; অভিষেক ও নিয়োগ-রীতির
সময়ে তারা তা পরিধান করবে। ৩০ তার সন্তানদের মধ্যে যে তার পদে যাজক হয়ে পবিত্রস্থানে
উপাসনা করতে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করবে, সে সেই পোশাক সাত দিন পরবে।

৩১ তুমি সেই নিয়োগ-রীতির ভেড়ার মাংস নিয়ে কোন এক পবিত্র স্থানে রান্না করবে, ৩২ এবং
আরোন ও তার সন্তানেরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে সেই ভেড়ার মাংস ও ডালার সেই রুটি খাবে।
৩৩ তাদের নিয়োগ-রীতি ও পবিত্রীকরণের সময়ে যা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা হল, তা তারা খাবে; কিন্তু
অপর কোন লোক তা খাবে না, কারণ সেই সবকিছু পবিত্র। ৩৪ নিয়োগ-রীতির ওই ভেড়ার মাংস ও
রুটি থেকে যদি সকাল পর্যন্ত কিছু বাকি থাকে, তবে সেই বাকি অংশটা তুমি আগুনে পুড়িয়ে দেবে;
কেউই তা খাবে না, কারণ তা পবিত্র। ৩৫ আমি তোমাকে এই যে সকল আজ্ঞা দিয়েছি, সেইমত
আরোনের প্রতি ও তার সন্তানদের প্রতি করবে; সাত দিন ধরে এই নিয়োগ-রীতি করে যাবে। ৩৬

তুমি প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রতিদিন পাপার্থে বলিরূপে একটা করে বাছুর উৎসর্গ করবে, এবং
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে বেদিকে পাপমুক্ত করবে, আর তা পবিত্রীকৃত করার জন্য অভিষিক্ত
করবে। ৩৭ তুমি বেদির জন্য সাত দিন প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে তা পবিত্রীকৃত করবে; এভাবে
বেদি পরমপবিত্র হবে, আর যা কিছু বেদির স্পর্শে আসবে, তা পবিত্র হয়ে উঠবে।'

দৈহিক বলিদান দু'টো

৩৮ 'সেই বেদির উপরে তুমি যা বলিরূপে উৎসর্গ করবে, তা এই: ৩৯ প্রতিদিন এক বছরের দু'টো
মেষশাবক—চিরকাল ধরে। একটা মেষশাবক সকালে, ও অন্যটা সন্ধ্যায় উৎসর্গ করবে। ৪০ প্রথম
মেষশাবকের সঙ্গে হামানে প্রস্তুত করা চার ভাগের এক ভাগ হিন পরিমাণ জলপাই-তেলে মেশানো
দশ ভাগের এক ভাগ এফা পরিমাণ ময়দা, এবং পানীয় নৈবেদ্যরূপে চার ভাগের এক ভাগ হিন
পরিমাণ আঙুররস নিবেদন করবে। ৪১ দ্বিতীয় মেষশাবকটা সন্ধ্যায় উৎসর্গ করবে, এবং সকালের
রীতি অনুসারে খাদ্য ও পানীয় নৈবেদ্যের সঙ্গে তাও উৎসর্গ করবে: তা গ্রহণীয় সৌরভ, প্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য। ৪২ এ হল তোমাদের পুরুষানুক্রমে চিরপালনীয় আহুতি: সাক্ষাৎ-তাঁবুর
প্রবেশদ্বারে প্রভুর সামনে, যে স্থানে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করব, সেইখানে তা করণীয়। ৪৩ সেখানে, আমার গৌরব দ্বারা পবিত্রীকৃত সেই স্থানেই, আমি
ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। ৪৪ আমি সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদি পবিত্রীকৃত করব, এবং
আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য আরোনকে ও তার সন্তানদের পবিত্রীকৃত করব। ৪৫
আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মাঝে বসবাস করব, আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। ৪৬ আর তারা
জানবে যে, আমিই প্রভু, তাদের আপন পরমেশ্বর, যিনি তাদের মাঝে বসবাস করার জন্য মিশর
দেশ থেকে তাদের বের করে এনেছেন। আমিই প্রভু, তাদের আপন পরমেশ্বর!'

ধূপ-বেদি

৩০ 'তুমি ধূপ জ্বালাবার জন্য একটি বেদি তৈরি করবে; বাবলা কাঠ দিয়েই তা তৈরি করবে। ২ তা
এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া হবে, অর্থাৎ চতুষ্কোণ হবে; আরও, তা দুই হাত উঁচু হবে, ও
তার শৃঙ্গগুলো তার সঙ্গে অখণ্ড হবে। ৩ তুমি সেই বেদির পাট, তার চারটে পাশ ও শৃঙ্গ খাঁটি
সোনায় মুড়ে দেবে, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দেবে। ৪ তার নিকালের নিচে দুই
কোণের কাছে সোনার দুই দুই কড়া গড়ে দেবে, দুই পাশে গড়ে দেবে; তা বেদি বইবার জন্য
বহনদণ্ডের ঘর হবে। ৫ ওই বহনদণ্ডগুলো বাবলা কাঠ দিয়ে প্রস্তুত করে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। ৬
সাক্ষ্য-মঞ্জুষার কাছে যে পরদা, তার অগ্রদিকে, সাক্ষ্য-মঞ্জুষার উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসনের
সামনে তা রাখবে, সেইখানে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। ৭ আরোন তার উপরে সুগন্ধি ধূপ
জ্বালাবে; প্রতি সকালে প্রদীপ পরিষ্কার করার সময়ে সে ওই ধূপ জ্বালাবে; ৮ সন্ধ্যায় প্রদীপ
জ্বালাবার সময়েও আরোন ধূপ জ্বালাবে: তোমাদের পুরুষানুক্রমে তা হবে প্রভুর সামনে নিয়ত
ধূপদাহ। ৯ তোমরা তার উপরে অনুমোদিত নয় এমন ধূপ বা আহুতি বা শস্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে
না; তার উপরে পানীয়-নৈবেদ্যও ঢেলে দেবে না। ১০ বছরে একবার আরোন তার শৃঙ্গের জন্য
প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তোমাদের পুরুষানুক্রমে বছরে একবার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমরা
পাপার্থে বলির রক্ত দিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। এই বেদি প্রভুর উদ্দেশে
পরমপবিত্র।'

পবিত্রধামের জন্য কর

১১ প্রভু মোশীকে একথা বললেন: ১২ 'তুমি যখন ইস্রায়েল সন্তানদের লোকগণনা করার জন্য

তাদের গণনা করবে, তখন তারা প্রত্যেকে গণনাকালে নিজ নিজ প্রাণের মুক্তিমূল্য দেবে, পাছে
গণনাকালে তারা কোন আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হয়। ১৩ মুক্তিমূল্য হিসাবে যা দিতে হবে, তা এই: যে
কেউ লোকগণনায় অংশ নেবার যোগ্য, সে পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে আধ শেকেল দেবে; কুড়ি
গেরাতে এক শেকেল হয়; সেই আধ শেকেলই হবে প্রভুর উদ্দেশে অর্ঘ্য। ১৪ কুড়ি বছর বা তার
ঊর্ধ্ব বয়সের যে কেউ লোকগণনায় অংশ নেবার যোগ্য, সে প্রভুকে সেই অর্ঘ্য দেবে। ১৫ তোমাদের
প্রাণের মুক্তিমূল্যের জন্য প্রভুকে সেই অর্ঘ্য দেবার সময়ে ধনীরাও আধ শেকেলের বেশি দেবে না,
গরিবেরাও তার কম দেবে না। ১৬ তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছ থেকে সেই মুক্তিমূল্যের টাকা নিয়ে
সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাজের জন্য ব্যবহার করবে; তোমাদের প্রাণের মুক্তিমূল্যের জন্য তা ইস্রায়েল
সন্তানদের স্মরণার্থে প্রভুর সামনে থাকবে।'

ব্রঞ্জের প্রক্ষালনপাত্র

১৭ প্রভু মোশীকে বললেন, ১৮ 'তুমি প্রক্ষালন কাজের জন্য ব্রঞ্জের একটা প্রক্ষালনপাত্র ও তার
ব্রঞ্জের খুরা প্রস্তুত করবে; তা সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির মাঝখানে রাখবে ও তার মধ্যে জল দেবে। ১৯
আরোন ও তার সন্তানেরা তার মধ্যে তাদের হাত ও পা ধুয়ে নেবে। ২০ তারা যেন না মরে, এজন্য
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশকালে জলে নিজেদের ধুয়ে নেবে; কিংবা উপাসনা করার জন্য, প্রভুর
উদ্দেশে অগ্নিদগ্ধ অর্ঘ্য পুড়িয়ে দেবার জন্য বেদির কাছে আসবার সময়ে ২১ হাত ও পা ধুয়ে নেবে,
তাহলে মরবে না। এ চিরস্থায়ী বিধি, যা আরোন ও তার বংশের পক্ষে পুরুষানুক্রমে পালনীয়।'

অভিষেকের তেল

২২ প্রভু মোশীকে বললেন, ২৩ 'উত্তম উত্তম গন্ধদ্রব্য ব্যবস্থা কর: পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে
পাঁচশ' শেকেল খাঁটি গন্ধরস, তার অর্ধেক অর্থাৎ আড়াইশ' শেকেল সুগন্ধি দারুচিনি, আড়াইশ'
শেকেল সুগন্ধি বচ, ২৪ পাঁচশ' শেকেল সূক্ষ্ম দারুচিনি ও এক হিন জলপাই-তেল। ২৫ এই সবকিছু
দিয়ে তুমি পবিত্র অভিষেকের তেল, সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকের প্রক্রিয়া অনুসারেই করা তেল, প্রস্তুত
করবে; এ হবে পবিত্র অভিষেকের তেল। ২৬ তা দিয়ে তুমি সাক্ষাৎ-তাঁবু, সাক্ষ্য-মঞ্জুষা, ২৭ ভোজন-
টেবিল ও তার সকল পাত্র, দীপাধার ও তার সকল পাত্র, ধূপবেদি, ২৮ আহুতি-বেদি ও তার সকল
পাত্র, এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা অভিষিক্ত করবে। ২৯ এইসব কিছু পবিত্রীকৃত করবে, আর তা
পরমপবিত্র হবে; যা কিছু তার স্পর্শে আসবে, তা পবিত্র হয়ে উঠবে। ৩০ তুমি আরোনকে ও তার
সন্তানদেরও আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য অভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করবে। ৩১
ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি বলবে: তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার জন্য এ হবে পবিত্র অভিষেকের
তেল। ৩২ মানুষের গায়ে এ ঢালা যাবে না; এবং এটার মত আর কোন তেল প্রস্তুত করা যাবে না:
এ পবিত্র, এবং তোমরা এ পবিত্র বলেই গণ্য করবে। ৩৩ যে কেউ এটার মত তেল প্রস্তুত করবে, ও
যে কেউ পরের গায়ে এর খানিকটা দেবে, তাকে তার জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।'

৩৪ প্রভু মোশীকে বললেন, 'নানা গন্ধদ্রব্য, গুগ্‌গুলু, নখী ও কুন্দুরু সংগ্রহ কর। এই সকল
গন্ধদ্রব্যের ও খাঁটি ধূপধুনোর প্রত্যেকটা সমান সমান ভাগ করে নেবে। ৩৫ এগুলি দিয়ে
সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকের প্রক্রিয়া অনুসারেই করা ও লবণ-মেশানো এক খাঁটি পবিত্র সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত
করবে। ৩৬ তার খানিকটা গুঁড়ো করে, যে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, তার
মধ্যে সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে তা রাখবে; তোমাদের কাছে এ পরমপবিত্র বলেই গণ্য করা হবে। ৩৭
তুমি যে সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করবে, তার প্রক্রিয়া অনুসারে তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যবহারের
জন্য কোন গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করবে না: তোমার কাছে এ প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলেই গণ্য করা হবে।
৩৮ যে কেউ তার গন্ধ ঘ্রাণ করার জন্য এটার মত ধূপ প্রস্তুত করবে, তাকে তার জনগণের মধ্য থেকে

উচ্ছেদ করা হবে।’

পবিত্রধামের শিল্পীরা

৩১ প্রভু মোশীকে বললেন, [২] ‘দেখ, আমি যুদা-গোষ্ঠীর হুরের পৌত্র উরির সন্তান বেজালেলকে
বিশেষভাবেই বেছে নিলাম ; [৩] তাকে পরমেশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ করলাম, যেন সবরকম শিল্পকর্মে
তার প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকে, [৪] যেন সে কারুকার্য কল্পনা করতে, সোনা, রুপো ও ব্রঞ্জের
কারুকার্য করতে, [৫] খচিত হবার মণিমুক্তা কাটতে, কাঠ খোদাই করতে ও সবরকম নিপুণ শিল্পকর্ম
করতে পারে। [৬] দেখ, আমি দান-গোষ্ঠীর আহিসামাকের সন্তান অহলিয়াবকে তার সহকারী করে
দিলাম, এবং প্রত্যেক শিল্পীর হৃদয়ে প্রজ্ঞা সঞ্চার করলাম, আমি তোমাকে যা যা আজ্ঞা করেছি,
তারা যেন তা তৈরি করতে পারে, যথা : [৭] সাক্ষাৎ-তাঁবু, সাক্ষ্য-মঞ্জুষা, তার উপরে বসানো
প্রায়শ্চিত্তাসন, তাঁবুর সমস্ত পাত্র, [৮] ভোজন-টেবিল ও তার পাত্রগুলো, খাঁটি দীপাধার ও তার
পাত্রগুলো, ধূপবেদি [৯] এবং আহুতি-বেদি ও তার সমস্ত পাত্র, প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা, [১০]
উপাসনার জন্য পোশাকগুলো, যাজকত্ব অনুশীলনের জন্য আরোন যাজকের পবিত্র পোশাক ও তার
সন্তানদের পোশাক ; [১১] অভিষেকের তেল ও পবিত্রস্থানের জন্য সুগন্ধি ধূপ। আমি তোমাকে যেমন
আজ্ঞা দিয়েছি, সেই অনুসারে তারা সমস্তই করবে।’

সাব্বাতীয় বিশ্রাম

[১২] প্রভু মোশীকে বললেন, [১৩] ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথাও বল : তোমরা উপযুক্ত ভাবেই
আমার সাব্বাৎ পালন করবে, কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে সাব্বাৎ
একটি চিহ্ন, যেন তোমরা জানতে পার যে, স্বয়ং প্রভু আমিই তোমাদের পবিত্র করি। [১৪] তাই
তোমরা সাব্বাৎ পালন করবে ; কেননা তোমাদের জন্য সেই দিনটি পবিত্র ; যে কেউ তেমন দিন
অপবিত্র করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে ; হ্যাঁ, যে কেউ সেই দিনে কাজ করবে, তাকে তার জনগণের
মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। [১৫] ছ’ দিন ধরে কাজ করা হোক, কিন্তু সপ্তম দিনে এমন পুরো বিশ্রাম
উদ্‌যাপিত হবে, যে বিশ্রাম প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। যে কেউ সাব্বাৎ দিনে কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড
হবে। [১৬] ইস্রায়েল সন্তানেরা চিরস্থায়ী সন্ধিরূপেই পুরুষানুক্রমে সাব্বাৎ মান্য করার জন্য সাব্বাৎ
দিন পালন করবে। [১৭] আমার ও ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এ চিরস্থায়ী চিহ্ন, কেননা প্রভু ছ’দিনেই
আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়ে প্রাণ জুড়িয়েছিলেন।’
[১৮] যখন প্রভু সিনাই পর্বতে মোশীর সঙ্গে কথা বলা শেষ করলেন, তখন সাক্ষ্যের সেই দুই ফলক,
পরমেশ্বরের আপন আঙুল দিয়ে লেখা সেই দুই প্রস্তরফলক, তাঁকে দিলেন।

সেই সোনার বাছুর—সন্ধি-ভঙ্গন

৩২ পর্বত থেকে নেমে আসতে মোশীর দেরি হচ্ছে দেখে লোকেরা আরোনের কাছে একত্রে সমবেত
হয়ে তাঁকে বলল, ‘ওঠ, আমাদের পুরোভাগে চলবেন এমন দেবতাকে আমাদের জন্য তৈরি কর,
কেননা ওই যে মোশী মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছে, তার যে কী হল, তা আমরা
জানি না।’ [২] আরোন তাদের বললেন, ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কানের সোনার দুল
খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো।’ [৩] তাই সমস্ত লোক কান থেকে সোনার দুল খুলে আরোনের কাছে
নিয়ে গেল। [৪] তাদের হাত থেকে সেইসব নিয়ে তিনি খোদকারের একটা যন্ত্র দিয়ে নকশা গঠন করে
ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করলেন ; তখন লোকেরা বলে উঠল, ‘ইস্রায়েল, এ-ই তোমার
পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছেন!’ [৫] তা দেখে আরোন তার সামনে
একটি বেদি তৈরি করে ঘোষণা করলেন, ‘আগামীকাল প্রভুর উদ্দেশে উৎসব হবে।’ [৬] পরদিন খুব
সকালে উঠে জনগণ আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞবলি নিয়ে এল। জনগণ খাওয়া-দাওয়া করতে

বসল, তারপর উঠে ফুর্তি করতে লাগল।
[৭] তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'এখনই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি
মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। [৮] আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি,
সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য একটা ছাঁচে ঢালাই করা
বাছুর তৈরি করে তার সামনে প্রণিপাত করেছে, তার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেছে, এবং বলেছে,
ইস্রায়েল, এ-ই তোমার পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছেন।' [৯] প্রভু
মোশীকে আরও বললেন, 'আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যি কঠিনমনা এক জাতি! [১০]
এখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, যেন আমার ক্রোধ তাদের উপরে জ্বলে ওঠে ও আমি তাদের
সংহার করি! আমি তোমাকেই এক মহান জাতি করব।'
[১১] মোশী তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে এই বলে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন, 'প্রভু, তোমার যে
জনগণকে তুমি মহাপরাক্রম ও শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর দেশ থেকে বের করেছ, তাদের উপরে
তোমার ক্রোধ কেন জ্বলে উঠবে? [১২] মিশরীয়েরা কেন বলবে: পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বিনাশ করার
জন্য ও পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত করার জন্যই তিনি অমঙ্গলকর অভিপ্রায়ে তাদের বের করে
এনেছেন! তুমি তোমার প্রচন্ড ক্রোধ সংবরণ কর; তুমি যে তোমার আপন জনগণের অমঙ্গল
ঘটাতে চাও, তেমন সঙ্কল্প ছেড়ে দাও। [১৩] তোমার আপন দাস আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের
কথা স্মরণ কর, যাঁদের কাছে নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছিলে, আমি আকাশের
তারানক্ষত্রের মত তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, এবং এই যে সমস্ত দেশের কথা বলেছি, তা
তোমাদের বংশধরদের দেব; আর তারা চিরকালের মতই তা অধিকার করবে।' [১৪] তাই প্রভু তাঁর
আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন।
[১৫] তখন মোশী ফিরে পর্বত থেকে নেমে গেলেন, তাঁর হাতে ছিল সাক্ষ্যের সেই দুই প্রস্তরফলক;
সেই ফলকের এপিঠে ওপিঠে, দু'পিঠেই লেখা ছিল। [১৬] প্রস্তরফলক দু'টো পরমেশ্বরেরই নির্মাণকাজ,
সেই লেখাও পরমেশ্বরেরই আপন লেখা—ফলকে খোদাই করে লেখা। [১৭] যোশুয়া লোকদের হইচই
শুনে মোশীকে বললেন, 'শিবিরে কেমন যেন যুদ্ধের শব্দ হচ্ছে।' [১৮] কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন,

'এ তো জয়ধ্বনির শব্দ নয়,
এ তো পরাজয়ধ্বনির শব্দ নয়;
গানবাজনারই শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি!'

[১৯] শিবিরের কাছাকাছি হয়ে যেই দেখলেন সেই বাছুর ও সেই নাচ, ক্রোধে জ্বলে উঠে মোশী
নিজের হাত থেকে সেই প্রস্তরফলক দু'টোকে নিক্ষেপ করে পর্বতের পাদতলে টুকরো টুকরো করে
ভেঙে ফেললেন। [২০] তারপর তাদের তৈরি করা সেই বাছুর নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন, তা টুকরো
টুকরো করে গুঁড়ো করলেন, এবং তার গুঁড়ো জলের উপরে ছড়িয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের সেই জল
জোর করে খাওয়ালেন।
[২১] পরে মোশী আরোনকে বললেন, 'এই লোকেরা তোমার কী করল যে, তুমি এদের উপরে এমন
মহাপাপ ডেকে আনলে?' [২২] আরোন উত্তরে বললেন, 'আমার প্রভুর ক্রোধ জ্বলে না উঠুক! আপনি
তো জানেন যে, এই জনগণ অমঙ্গলের প্রতি প্রবণ। [২৩] তারা আমাকে বলল, আমাদের পুরোভাগে
চলবেন এমন দেবতাকে আমাদের জন্য তৈরি কর, কেননা ওই যে মোশী মিশর দেশ থেকে
আমাদের এখানে এনেছে, তার যে কী হল, তা আমরা জানি না।' [২৪] আর আমি তাদের বললাম,
'তোমাদের মধ্যে যার যে সোনা আছে, সে তা খুলে দিক। আর তারা তা আমাকে দিলে আমি তা
আগুনে ফেললাম আর এই বাছুরটা বেরিয়ে এল।'
[২৫] যখন মোশী দেখলেন, জনগণ আর কোন বাধা মানছে না, যেহেতু আরোন তাদের যে কোন

বাধা সরিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে তারা তাদের শত্রুদের বিদ্রূপের বস্তু হয়েছিল, ২৬ তখন মোশী
শিবিরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘প্রভুর পক্ষে কে? সে আমার দিকে এগিয়ে আসুক।’ আর
লেবি-সন্তানেরা সকলে তাঁর দিকে একত্রে ছুটে এল। ২৭ তিনি চিৎকার করে তাদের বললেন, ‘প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা প্রত্যেকজন নিজ নিজ উরুতে খড়্গ বাঁধ, ও
শিবিরের মধ্য দিয়ে এক দরজা থেকে অন্য দরজা পর্যন্ত যাতায়াত কর; প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাই,
বন্ধু ও প্রতিবেশীকে বধ কর।’ ২৮ মোশীর কথামত লেবি-সন্তানেরা তেমনি করল, আর সেদিন
জনগণের মধ্যে কমপক্ষে তিন হাজার লোক মারা পড়ল। ২৯ তখন মোশী বললেন, ‘আজ তোমরা
প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তান বা ভাইয়ের মূল্যে প্রভুর উদ্দেশে নিজেদের নিযুক্ত করেছ; এজন্য তিনি
এদিনে তোমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন।’

৩০ পরদিন মোশী জনগণকে বললেন, ‘তোমরা মহাপাপ করেছ; এখন আমি প্রভুর কাছে উঠে
যাচ্ছি। কি জানি, হয় তো তোমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব।’ ৩১ তাই মোশী প্রভুর
কাছে ফিরে গেলেন; বললেন, ‘হায় হায়! এই জনগণ মহাপাপ করেছে; নিজেদের জন্য সোনার
একটা দেবতা তৈরি করেছে। ৩২ আহা! এখন যদি এদের পাপ ক্ষমা কর …! না করলে, তবে,
দোহাই তোমার, তোমার লেখা পুস্তক থেকে আমার নাম মুছে দাও।’ ৩৩ কিন্তু প্রভু মোশীকে বললেন,
‘আমার বিরুদ্ধে যে পাপ করেছে, তারই নাম আমি আমার পুস্তক থেকে মুছে দেব। ৩৪ তুমি এবার
যাও, আমি যে দেশের কথা তোমাকে বলেছি, সেই দেশে এই জনগণকে চালনা কর। দেখ, আমার
দূত তোমার আগে আগে চলবে, কিন্তু আমার আগমনের দিনে আমি তাদের পাপের শাস্তি দেবই।’
৩৫ প্রভু জনগণকে আঘাত করলেন, কেননা সেই লোকেরা আরোনের তৈরী সেই বাছুর গড়েছিল।

সন্ধি নবায়ন

৩৩ আর প্রভু মোশীকে বললেন, ‘ওঠ, তুমি মিশর দেশ থেকে যে জনগণকে এখানে এনেছিলে,
তাদের নিয়ে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও, এবং আমি আব্রাহামের, ইসায়াকের ও যাকোবের কাছে
শপথ করে যে দেশ তাদের বংশধরদের দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই দেশে চল। ২ আমি
তোমার আগে আগে এক দূত প্রেরণ করব, এবং কানানীয়, আমোরীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয়
ও যেবুসীয়দের তাড়িয়ে দেব। ৩ দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশের দিকে তুমি এগিয়ে চল। কিন্তু আমি
তোমাদের মাঝে আসব না, পাছে পথিমধ্যে তোমাদের সংহার করি, কেননা তোমরা কঠিনমনা এক
জাতি!’

৪ তেমন কড়া কথা শুনে লোকেরা দুঃখ করল, কেউই গায়ে আর অলঙ্কার দিল না। ৫ প্রভু
মোশীকে বললেন, ‘ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বল, তোমরা কঠিনমনা জাতি; এক নিমেষের
জন্যও যদি তোমাদের মধ্যে যেতাম, আমি তোমাদের একেবারে সংহার করতাম। তোমরা এখন
তোমাদের গা থেকে যত অলঙ্কার খোল, তবেই জানতে পারব, তোমাদের নিয়ে আমার কী করা
উচিত।’ ৬ এজন্য ইস্রায়েল সন্তানেরা হোরেব পর্বতের সময় থেকে শুরু করে সবসময়ের মত তাদের
যত অলঙ্কার খুলে রাখল।

৭ মোশী সাধারণত তাঁবুটি তুলে নিয়ে শিবিরের বাইরে—শিবির থেকে বেশ কিছু দূরেই, তা
বসাতেন; সেই তাঁবুর নাম সাক্ষাৎ-তাঁবু রেখেছিলেন; আর যারা কোন ব্যাপারে প্রভুর অভিমত
যাচনা করতে চাইত, তারা প্রত্যেকে শিবিরের বাইরে বসানো সেই সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে যেত। ৮
আর যখন মোশী বেরিয়ে তাঁবুটির দিকে যেতেন, তখন সমস্ত লোক উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর
প্রবেশদ্বারে দাঁড়াত, এবং যতক্ষণ মোশী ওই তাঁবুতে প্রবেশ না করতেন, ততক্ষণ তারা তাঁর দিকে
চোখ নিবদ্ধ রেখে তাঁকে যেতে দেখত। ৯ যখন মোশী তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, তখন মেঘস্তম্ভ নেমে
এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে অবস্থান করত: সেসময় প্রভু মোশীর সঙ্গে কথা বলতেন। ১০ সমস্ত লোক

যখন তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ানো মেঘস্তম্ভটি দেখত, তখন তারা উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর
প্রবেশদ্বারে থেকে প্রণিপাত করত। ১১ মোশীর সঙ্গে প্রভু মুখোমুখি কথা বলতেন—একজন লোক
বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলে, ঠিক সেইভাবে। তারপর তিনি শিবিরে ফিরে আসতেন, কিন্তু তাঁর
তরুণ সহকর্মী নূনের সন্তান সেই যোশুয়া তাঁবুর ভিতর থেকে কখনও বাইরে যেতেন না।
১২ মোশী প্রভুকে বললেন, 'দেখ, তুমি নিজে আমাকে বলছ, এই লোকদের এগিয়ে নিয়ে যাও,
কিন্তু আমার সঙ্গী করে কাকে প্রেরণ করবে, তা আমাকে জানাওনি; তাছাড়া তুমি বলছ, আমি
তোমাকে নাম দ্বারা জানি, এমনকি তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছ। ১৩ আচ্ছা, আমি যদি
সত্যিই তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে দোহাই তোমার, আমাকে পথ দেখাও,
যেন তোমাকে জানতে পারি ও তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি; একথাও বিবেচনা কর
যে, এই জনগণ তোমারই লোক!' ১৪ তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার শ্রীমুখ কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে
চলবে? আমি নিজেই কি তোমাকে বিশ্রাম দেব?' ১৫ মোশী বলে চললেন, 'তোমার শ্রীমুখ নিজেই
যদি সঙ্গে না যায়, তবে এখান থেকে আমাদের কোথাও নিয়ে যেয়ো না; ১৬ কারণ আমি ও তোমার
এই জনগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছি, তা কিসেতে জানা যাবে? আমাদের সঙ্গে
তোমার চলা দ্বারা কি নয়? এতেই আমি ও তোমার জনগণ পৃথিবীর বুকের সকল জাতি থেকে
আলাদা হব।' ১৭ প্রভু মোশীকে বললেন, 'এই যে কথা তুমি বলেছ, আমি তাও সিদ্ধ করব, কারণ
তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছ, এবং আমি তোমাকে নাম দ্বারাই জানি।'
১৮ তিনি তাঁকে বললেন, 'দোহাই তোমার, আমাকে তোমার গৌরব দেখাও!' ১৯ তিনি বললেন,
'আমি এমনটি করব, যেন আমার সমস্ত মঙ্গলময়তা তোমার সামনে দিয়ে যায়, এবং তোমার
সামনে আমার আপন নাম ঘোষণা করব: প্রভু! আমি যাকে দয়া করতে চাই, তাকে দয়া করব;
আর যার প্রতি করুণা দেখাতে চাই, তার প্রতি করুণা দেখাব।' ২০ তিনি আরও বললেন, 'তুমি কিন্তু
আমার মুখমণ্ডল দেখতে পাবে না, কারণ কোন মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।'
২১ প্রভু বলে চললেন, 'দেখ, আমার কাছাকাছি এই এক জায়গা আছে; তুমি ওই শৈলের উপরে
দাঁড়াও; ২২ আর আমার গৌরব যখন তোমার সামনে দিয়ে যাবে, আমি তোমাকে শৈলের এক
ফাটলে রাখব ও আমার যাওয়াটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার হাত দিয়ে তোমাকে ঢেকে রাখব। ২৩
পরে আমি হাত উঠিয়ে নেব, আর তুমি আমার পিঠ দেখতে পাবে। কিন্তু আমার মুখমণ্ডল, না, তা
দেখা যাবে না।'
৩৪ প্রভু মোশীকে বললেন, 'আগেকার মত দু'টো প্রস্তরফলক কেটে নাও; প্রথম যে ফলক দু'টো
তুমি ভেঙে ফেলেছ, সেগুলোতে যা কিছু লেখা ছিল, সেই সকল কথা আমি এই দু'টো ফলকে
লিখব। ২ তুমি কাল সকালে প্রস্তুত হও: কাল সকালে সিনাই পর্বতে উঠে এসো, এবং সেখানে,
পর্বতচূড়ায়, আমার জন্য অপেক্ষা করে থাক। ৩ কিন্তু তোমার সঙ্গে কেউই যেন উপরে না আসে,
এই পর্বতের কোন জায়গায়ও কেউই যেন না থাকে, কোন গবাদি পশু বা মেষের পালও যেন এই
পর্বতের সামনে না চরে।'
৪ তাই মোশী দু'টো প্রস্তরফলক কেটে নিলেন যা প্রথম প্রস্তরগুলোর মত, এবং প্রভুর আজ্ঞামত
সকালে উঠে সিনাই পর্বতের উপরে গেলেন, তাঁর হাতে ছিল সেই প্রস্তরফলক দু'টো। ৫ তখন প্রভু
মেঘে নেমে এসে সেইখানে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে 'প্রভু' নাম ঘোষণা করলেন। ৬ প্রভু তাঁর সামনে দিয়ে
যেতে যেতে ঘোষণা করলেন: 'প্রভু, প্রভু, স্নেহশীল, দয়াবান ঈশ্বর; ক্রোধে ধীর, কৃপা ও
বিশ্বস্ততায় ধনবান। ৭ তিনি সহস্র সহস্র পুরুষ ধরে কৃপা রক্ষা করেন; অপরাধ, অন্যায় ও পাপ
ক্ষমা করেন; কিন্তু শাস্তি থেকে আদৌ রেহাই দেন না; পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের ও সন্তানদের
সন্তানসন্ততিদের উপরে ডেকে আনেন তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত।' ৮ মোশী সঙ্গে সঙ্গে

মাটিতে মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন; [৯] বললেন, 'প্রভু, আমি যদি সত্যিই তোমার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, দোহাই তোমার, প্রভু, আমাদের মাঝখানে থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল।
হ্যাঁ, এরা তো কঠিনমনা এক জাতি; কিন্তু তুমি আমাদের শঠতা ও পাপ মোচন কর: আমাদের
তোমার আপন উত্তরাধিকার-রূপে গ্রহণ কর।'

[১০] প্রভু বললেন, 'দেখ, আমি এক সন্ধি স্থাপন করি: তোমার গোটা জনগণের সামনে আমি এমন
কতগুলো আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করব, যার মত কোন দেশ বা কোন জাতির মধ্যে কখনও সাধন
করা হয়নি; যে সমস্ত লোকের মাঝে তুমি বসবাস করছ, তারা দেখবে প্রভু কিনা সাধন করতে
পারেন, কেননা তোমার সঙ্গে আমি যা করতে যাচ্ছি, তা ভয়ঙ্কর! [১১] আমি আজ তোমাকে যা আজ্ঞা
করি, তাতে বাধ্য হও। দেখ, আমি আমোরীয়, কানানীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়কে
তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেব। [১২] সাবধান, যে দেশে তুমি প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তার
অধিবাসীদের সঙ্গে কোন সন্ধি স্থাপন করো না, পাছে সেই লোকেরা তোমার মধ্যে ফাঁদস্বরূপ হয়।
[১৩] তোমরা বরং তাদের বেদিগুলো ভেঙে ফেলবে, তাদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো টুকরো টুকরো করবে, ও
সেখানকার যত পবিত্র দণ্ড কেটে ফেলবে। [১৪] তুমি অন্য দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না,
কারণ প্রভুর নাম ঈর্ষাভিমানী: তিনি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষ সহ্য করেন না। [১৫] সেই
দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে না, নইলে তারা যখন তাদের দেবতাদের অনুগমনে
ব্যভিচার করবে ও তাদের দেবতাদের কাছে বলি দেবে, তখন তোমাকে ডাকবে আর তুমি তাদের
প্রসাদ খাবে; [১৬] আর তুমি যদি তোমার ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের বধূরূপে নাও, তাহলে
তারা যখন তাদের দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে, তখন তোমার ছেলেদেরও তাদের
দেবতাদের অনুগামী করে ব্যভিচার করাবে। [১৭] তুমি নিজের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা কোন দেবতা
তৈরি করবে না।

[১৮] তুমি খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করবে। আবীব মাসের নির্ধারিত সময়ে তুমি সাত দিন
ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে, যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা করেছি; কেননা সেই আবীব মাসেই তুমি
মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে। [১৯] মাতৃগর্ভের যত প্রথমফল আমারই: তাই সেই প্রথমজাত
পুংশাবক গবাদি পশুরই হোক বা মেষেরই হোক, প্রতিটি পালের মধ্যে তোমার পক্ষে একটা
স্মরণ-চিহ্ন থাকবেই। [২০] কিন্তু গাধার প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা
শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তবে তার গলা ভাঙবে। তোমার প্রথমজাত সন্তানদের
তুমি মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করবে; কেউই যেন খালি হাতে আমার শ্রীমুখদর্শন করতে না আসে।

[২১] তুমি ছ' দিন পরিশ্রম করবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে; চাষ ও ফসল কাটার সময়েও
বিশ্রাম করবে।

[২২] তুমি সপ্ত সপ্তাহের উৎসব, অর্থাৎ গমের প্রথমফসল-কাটার উৎসব ও বছর শেষে ফসল কাটার
উৎসব পালন করবে।

[২৩] বছরে তিনবার তোমাদের সমস্ত পুরুষলোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বরের শ্রীমুখদর্শন
করতে হাজির হবে; [২৪] কারণ আমি তোমার সামনে থেকে জাতিগুলিকে তাড়িয়ে দেব, ও তোমার
চতুঃসীমানা বিস্তার করব; তাই যখন তুমি বছরে তিনবার তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন
করতে যাত্রা করবে, তখন কেউই তোমার দেশ দখল করার ইচ্ছা পোষণ করবে না।

[২৫] তুমি আমার বলির রক্ত খামিরযুক্ত কোন কিছুর সঙ্গে উৎসর্গ করবে না; পাস্কা উৎসবের বলি
সকাল পর্যন্ত রাখা হবে না। [২৬] তুমি তোমার ভূমির সেরা ফলের প্রথমাংশ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর
গৃহে আনবে।

তুমি ছাগের শাবককে তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।'

২৭ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ‘তুমি এই সকল বাণী লিখে রাখ, কারণ আমি এই সকল বাণী
অনুসারে তোমার ও ইস্রায়েলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছি।’ ২৮ সেসময়ে মোশী চল্লিশদিন চল্লিশরাত
সেখানে প্রভুর সঙ্গে থাকলেন—রুটি খেলেন না, জল পান করলেন না। তিনি সেই দু’টো প্রস্তরে
সন্ধির বাণীগুলো অর্থাৎ দশ বাণী লিখে রাখলেন।
২৯ যখন মোশী পর্বত থেকে নেমে এলেন—তিনি পর্বত থেকে নেমে আসার সময়ে তাঁর হাতে
সেই দু’টো সাক্ষ্যপ্রস্তর ছিল—তখন প্রভুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিধায় তাঁর মুখের চামড়া যে
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এবিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। ৩০ কিন্তু আরোন ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান
যখন মোশীকে দেখতে পেলেন, তখন তাঁর মুখের চামড়া উজ্জ্বল দেখে তারা তাঁর কাছে এগিয়ে
আসতে ভয় পেল। ৩১ কিন্তু মোশী তাদের ডাকলেন, আর আরোন ও জনমণ্ডলীর প্রধানেরা সকলে
মিলে তাঁর কাছে ফিরে এলেন, এবং মোশী তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। ৩২ তারপর ইস্রায়েল
সন্তানেরা সকলেও তাঁর কাছে এগিয়ে এল, এবং সিনাই পর্বতে প্রভু তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা
করেছিলেন, তা তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন। ৩৩ তাদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করার পর মোশী
মুখের উপরে একটা কাপড় দিলেন। ৩৪ যখন মোশী প্রভুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ভিতরে তাঁর
সামনে যেতেন, তখন বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত সেই কাপড় খুলে রাখতেন; পরে যে সকল আজ্ঞা
পেতেন, বেরিয়ে গিয়ে তা ইস্রায়েল সন্তানদের জানাতেন, ৩৫ আর মোশীর মুখমণ্ডলের দিকে
তাকিয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা দেখতে পেত তাঁর মুখের চামড়া কেমন উজ্জ্বল; পরে, প্রভুর সঙ্গে কথা
বলতে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ মুখের উপরে আবার সেই কাপড় রাখতেন।

সাব্বাতীয় বিশ্রাম

৩৫ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে আহ্বান করে তাদের বললেন, ‘প্রভু
তোমাদের যা যা পালন করতে আজ্ঞা করেছেন, তা এই: ২ ছ’ দিন কাজ করা যাবে, কিন্তু সপ্তম
দিনটি তোমাদের পক্ষে পবিত্র দিন হবে; তা প্রভুর উদ্দেশে পুরো বিশ্রামেরই এক দিন হবে। যে
কেউ সেদিনে কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। ৩ তোমরা সাব্বাৎ দিনে তোমাদের কোন বাসস্থানে
আগুন জ্বালাবে না।’

জনগণের দানশীলতা ও শিল্পীদের কার্যক্ষমতা

৪ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে বললেন, ‘প্রভু এই আজ্ঞা দিয়েছেন: ৫ তোমাদের
যা কিছু আছে, তা থেকে প্রভুর জন্য একটা অবদান আলাদা করে রাখ। যে কেউ হৃদয়ে ইচ্ছুক, সে
প্রভুর জন্য স্বেচ্ছাকৃত অবদানস্বরূপ এই সকল জিনিস আনবে: সোনা, রুপো ও ব্রঞ্জ, ৬ এবং নীল,
বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো, শুভ্র ক্ষোম-সুতো ও ছাগলোম, ৭ রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়া,
সিন্ধুঘোটকের চামড়া ও বাবলা কাঠ; ৮ দীপাধারের জন্য তেল, এবং অভিষেকের তেলের ও সুগন্ধি
ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য; ৯ এফোদ ও বুকপাটার জন্য বৈদূর্য মণি ইত্যাদি পাথর, যা খচিত হবে। ১০
তোমাদের প্রত্যেক শিল্পী এসে প্রভুর আদিষ্ট সকল বস্তু তৈরি করুক: ১১ আবাস, ও তার তাঁবু,
ঘুণ্টি, বাতা, আড়কাট, স্তম্ভ ও চুঙি; ১২ মঞ্জুষা, ও তার বহনদণ্ড, প্রায়শ্চিত্তাসন ও আড়াল-পরদা; ১৩
ভোজন-টেবিল, ও তার বহনদণ্ড, তার সমস্ত পাত্র ও ভোগ-রুটি; ১৪ দীপ্তিদানের জন্য দীপাধার, ও
তার পাত্রগুলো, প্রদীপ ও দীপ্তিদানের জন্য তেল; ১৫ ধূপবেদি ও তার বহনদণ্ড, এবং অভিষেকের
তেল ও সুগন্ধি ধূপ, আবাসের প্রবেশদ্বারের পরদা; ১৬ আহুতি-বেদি, ও তার ব্রঞ্জের ঝাঁজরি,
বহনদণ্ড ও সমস্ত পাত্র, এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা; ১৭ প্রাঙ্গণের সেই কাপড়গুলো, ও তার স্তম্ভ
ও চুঙি এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পরদা; ১৮ দড়ি সমেত আবাসের গোঁজ ও প্রাঙ্গণের গোঁজ; ১৯
পবিত্রধামে উপাসনা করার জন্য পোশাকগুলো: যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য আরোন যাজকের

জন্য পবিত্র পোশাক ও তার সন্তানদের পোশাক।’
২০ তখন ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী মোশীর কাছ থেকে বিদায় নিল। ২১ যাদের অন্তরে
প্রেরণা ও হৃদয়ে ইচ্ছার উদয় হল, তারা সকলে সাক্ষাৎ-তাঁবু নির্মাণের জন্য এবং তা সংক্রান্ত সমস্ত
কাজের ও পবিত্র পোশাকগুলোর জন্য প্রভুর উদ্দেশে অবদান আনল। ২২ পুরুষ ও মহিলা যত লোক
হৃদয়ে ইচ্ছুক হল, তারা সকলে এসে বলয়, দুল, আঙটি ও হার, সোনার সবধরনের অলঙ্কার
আনল। যে কেউ প্রভুর উদ্দেশে সোনার উপহার আনতে চাইল, সে আনল। ২৩ আর যাদের কাছে
নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও শুভ্র ক্ষোম-সুতো, ছাগলোম, রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়া ও
সিন্ধুঘোটকের চামড়া ছিল, তারা প্রত্যেকে তা এনে দিল। ২৪ রুপো ও ব্রঞ্জের উপহার দেওয়ার মত
যার সামর্থ্য ছিল, সে প্রভুর উদ্দেশে সেই উপহার এনে দিল; এবং যার কাছে নির্মাণকাজে প্রয়োগের
জন্য বাবলা কাঠ ছিল, সে তা এনে দিল। ২৫ নিপুণ স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ হাতে সুতো কেটে,
তাদের কাটা নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও শুভ্র ক্ষোম-সুতো এনে দিল। ২৬ আর যে সকল
স্ত্রীলোকের হৃদয় দানশীলতার প্রেরণায় চালিত ছিল, তারা ছাগলোমের সুতো কাটল। ২৭ জননেতারা
এফোদ ও বুকপাটার জন্য বৈদূর্য মণি ইত্যাদি পাথর আনলেন যা খচিত হওয়ার কথা, ২৮ এবং
প্রদীপের, অভিষেকের তেলের ও সুগন্ধি ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য ও তেল আনলেন। ২৯ ইস্রায়েল
সন্তানেরা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে প্রভুর উদ্দেশে উপহার আনল, প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে যা যা করতে
আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তার কোন প্রকার কাজ করার জন্য যে পুরুষ ও মহিলাদের হৃদয়ে ইচ্ছার উদয়
হল, তারা প্রত্যেকে উপহার এনে দিল।
৩০ মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, ‘দেখ, প্রভু যুদা-গোষ্ঠীর হুরের পৌত্র উরির সন্তান
বেজালেলকে বিশেষভাবে বেছে নিলেন; ৩১ তাঁকে পরমেশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন, যেন
সবরকম শিল্পকর্মে তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকে, ৩২ যেন তিনি কারুকাজ কল্পনা করতে, সোনা,
রুপো ও ব্রঞ্জের কারুকার্য করতে, ৩৩ খচিত হবার মণিমুক্তা কাটতে, কাঠ খোদাই করতে ও সবরকম
নিপুণ শিল্পকর্ম করতে পারেন। ৩৪ তিনি তাঁর হৃদয়ে শিক্ষা দিতে প্রেরণা দিলেন, দান-গোষ্ঠীর
আহিসামাকের সন্তান অহলিয়াবের হৃদয়েও একই প্রেরণা দিলেন। ৩৫ তিনি খোদাই করতে ও
শিল্পকর্ম করতে এবং নীল, বেগুনি, সিঁদুরে-লাল সুতোতে ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে সূচিকর্ম
করতে ও তাঁতকর্ম করতে, এককথায় সবরকম শিল্পকর্ম ও চিত্রকর্ম করতে তাঁদের হৃদয় প্রজ্ঞায়
পরিপূর্ণ করলেন।
৩৬ তাই পবিত্রধাম-নির্মাণ সংক্রান্ত কাজগুলো কীরূপে করতে হবে, তা জানতে প্রভু যাঁদের প্রজ্ঞা ও
সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন, বেজালেল ও অহলিয়াবের সঙ্গে সেই সকল প্রজ্ঞাবান শিল্পী প্রভুর আজ্ঞা
অনুসারে সেইসব কাজ করবেন।’
২ পরে মোশী সেই বেজালেল ও অহলিয়াবকে এবং প্রভু যাঁদের হৃদয়ে প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই
অন্য সকল শিল্পীদের ডাকলেন, অর্থাৎ সেই কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে যাঁদের মনে প্রেরণার
উদয় হয়েছিল, তাঁদের ডাকলেন। ৩ তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা পবিত্রধাম-নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন
করার জন্য যে সমস্ত অবদান এনেছিল, তাঁরা মোশীর হাত থেকে তা গ্রহণ করলেন। এমনকি,
লোকেরা তখনও প্রতি সকালে স্বেচ্ছাকৃত আরও উপহার আনছিল। ৪ তখন পবিত্রধাম-নির্মাণ
সংক্রান্ত সমস্ত কাজে নিযুক্ত শিল্পীরা নিজ নিজ কাজ ছেড়ে ৫ মোশীর কাছে এসে বললেন, ‘প্রভু যা যা
রচনা করতে আজ্ঞা দিয়েছেন, লোকেরা তার জন্য অতিরিক্ত বেশি জিনিস আনছে।’ ৬ তাই মোশী
আজ্ঞা দিয়ে শিবিরের সর্বত্র একথা ঘোষণা করে দিলেন যে, পুরুষ বা মহিলা যেন পবিত্রধামের
জন্য আর কোন উপহার না আনে। এইভাবে অন্য উপহার আনতে লোকদের বাধা দেওয়া হল, ৭
কেননা লোকেরা ইতিমধ্যে যা যা দান করেছিল, সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য তা যথেষ্ট, এমনকি

প্রয়োজনের অতিরিক্তই ছিল।

আবাস নির্মাণকাজ

৮ কাজে নিযুক্ত সকল শিল্পীর মধ্যে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান যাঁরা, তাঁরা আবাস নির্মাণ করলেন:
বেজালেল পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোয় কাটা দশটা কাপড়
দিয়ে তা করলেন; সেই কাপড়গুলিতে খেরুবদের প্রতিকৃতি আঁকা ছিল—সত্যি শিল্পীরই
কারুকাজ! ৯ প্রতিটি কাপড় আটাশ হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া—সমস্ত কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ
একই ছিল। ১০ তিনি তার পাঁচটা কাপড় একসঙ্গে যোগ করলেন, এবং অন্য পাঁচটা কাপড়ও
একসঙ্গে যোগ করলেন। ১১ জোড়ের অন্ত-স্থানে প্রথম কাপড়ের মুড়াতে নীল রঙ ঘুণ্টিঘরা করলেন,
এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও তেমনি করলেন। ১২ প্রথম কাপড়ে পঞ্চাশ
ঘুণ্টিঘরা করলেন, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করলেন;
সেই দুই ঘুণ্টিঘরাশ্রেণী পরস্পরমুখী হল। ১৩ তিনি সোনার পঞ্চাশটা ঘুণ্টি গড়ে সেই ঘুণ্টিতে
কাপড়গুলো পরস্পর জোড়া দিলেন; ফলে তা একটামাত্র আবাস হয়ে দাঁড়াল।

১৪ পরে তিনি আবাসের উপরে তাঁবু দেবার জন্য ছাগলোম-জাতীয় কাপড়গুলো প্রস্তুত করলেন:
এগারোটা কাপড় প্রস্তুত করলেন। ১৫ তার প্রতিটি কাপড় ত্রিশ হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া:
এগারোটা কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই ছিল। ১৬ তিনি পাঁচটা কাপড় পৃথক করে জোড়া দিলেন, ও
আরও ছ'টা কাপড় পৃথক করে জোড়া দিলেন; ১৭ জোড়ের অন্ত-স্থানে প্রথম কাপড়ের মুড়াতে
পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা করলেন, এবং দ্বিতীয় জোড়ের অন্ত-স্থানে কাপড়ের মুড়াতেও পঞ্চাশটা ঘুণ্টিঘরা
করলেন। ১৮ জোড় দিয়ে একটামাত্র তাঁবু করার জন্য ব্রঞ্জের পঞ্চাশটা ঘুণ্টি গড়লেন। ১৯
আচ্ছাদন-বস্ত্রের জন্য রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়ার এক চাঁদোয়া, আবার তার উপরে সিন্ধুঘোটকের
চামড়ার এক চাঁদোয়া প্রস্তুত করলেন।

২০ পরে তিনি আবাসের জন্য বাবলা কাঠের দাঁড় করানো বাতাগুলো তৈরি করলেন। ২১ এক
একটা বাতা দশ হাত লম্বা ও প্রত্যেকটা বাতা দেড় হাত চওড়া। ২২ প্রতিটি বাতায় পরস্পর সংযুক্ত
দুই দুই পায়া ছিল; এইভাবে তিনি আবাসের সকল বাতা প্রস্তুত করলেন। ২৩ তাই তিনি আবাসের
জন্য বাতাগুলো প্রস্তুত করলেন: দক্ষিণদিকে দক্ষিণ পাশের জন্য কুড়িটা বাতা, ২৪ আর সেই কুড়িটা
বাতার নিচে রুপোর চল্লিশটা চুঙি গড়লেন, এক বাতার নিচে তার দুই পায়ার জন্য দুই চুঙি, এবং
অন্য অন্য বাতার নিচেও তাদের দুই দুই পায়ার জন্য দুই দুই চুঙি গড়লেন। ২৫ আবাসের দ্বিতীয়
পাশের জন্য উত্তরদিকে কুড়িটা বাতা; ২৬ আর সেগুলোর জন্য রুপোর চল্লিশটা চুঙি গড়ে দিলেন;
এক বাতার নিচেও দুই দুই চুঙি ও বাকি সকল বাতার নিচেও দুই দুই চুঙি হল; ২৭ আর পশ্চিমদিকে
আবাসের পশ্চাদ্ভাগের জন্য ছ'খানা বাতা প্রস্তুত করলেন। ২৮ আবাসের সেই পশ্চাদ্ভাগের দুই
কোণের জন্য দু'খানা বাতা রাখলেন। ২৯ সেই দুই বাতার নিচে দোহারা ছিল, এবং সেইভাবে
মাথাতেও প্রথম কড়ার কাছে অখণ্ড ছিল; এইভাবে তিনি দুই কোণের বাতা বেঁধে দিলেন। ৩০ তাতে
আটখানা বাতা, ও সেগুলোর রুপোর ষোলটা চুঙি হল; এক এক বাতার নিচে দুই দুই চুঙি হল।

৩১ পরে তিনি বাবলা কাঠের আড়কাট প্রস্তুত করলেন, আবাসের এক পাশের বাতার জন্য দিলেন
পাঁচটা আড়কাট, আবাসের অন্য পাশের বাতার জন্যও পাঁচটা আড়কাট, ৩২ এবং পশ্চিমদিকে
আবাসের পশ্চাদ্ভাগের বাতার জন্য পাঁচটা আড়কাট। ৩৩ মধ্যবর্তী আড়কাটকে বাতাগুলির মধ্যস্থান
দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার করলেন। ৩৪ তিনি ওই বাতাগুলি সোনায় মুড়ে দিলেন,
এবং আড়কাটের ঘর হবার জন্য সোনার কড়া গড়ে আড়কাটটাও সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন।

৩৫ পরে তিনি নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো এবং পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে একটা
পরদা প্রস্তুত করলেন; তাতে খেরুবদের প্রতিকৃতি এঁকে দিলেন—সত্যি শিল্পীরই কারুকাজ! ৩৬

তার জন্য তিনি বাবলা কাঠের চারটে স্তম্ভ তৈরি করে সোনায় মুড়ে দিলেন; এবং সেগুলির আঁকড়াও সোনার করলেন, এবং তার জন্য রুপোর চারটে চুঙি ঢালাই করলেন।

[৩৭] পরে তিনি তাঁবুর দরজার জন্য নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে নকশি দ্বারা পরিশোভিত একটা পরদা প্রস্তুত করলেন। [৩৮] সেই পরদার জন্য পাঁচটা স্তম্ভ ও সেগুলির আঁকড়া করলেন, এবং ওগুলোর মাথলা ও শলাকা সোনায় মুড়ে দিলেন, কিন্তু সেগুলির পাঁচটা চুঙি ব্রঞ্জ দিয়ে গড়লেন।

আবাসের ভিতর—মঞ্জুষা, ভোজন-টেবিল, প্রদীপ ও ধূপ-বেদি

৩৭ বেজালেল মঞ্জুষাটি বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি করলেন: তা আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু করা হল; [২] ভিতর ও বাইরের দিকটা খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। [৩] তার চার পায়ার জন্য সোনার চারটে কড়া ঢালাই দিলেন; তার এক পাশে দু'টো কড়া ও অন্য পাশে দু'টো কড়া দিলেন। [৪] তিনি বাবলা কাঠের দু'টো বহনদণ্ড করে তা সোনায় মুড়ে দিলেন, [৫] এবং মঞ্জুষা বইবার জন্য ওই বহনদণ্ড মঞ্জুষার দু'পাশের কড়াতে ঢোকালেন।

[৬] তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন প্রস্তুত করলেন: তা আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া করা হল। [৭] পিটানো সোনা দিয়ে দু'টো খেরুব তৈরি করে প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে দিলেন। [৮] তার এক মুড়াতে এক খেরুব ও অন্য মুড়াতে অন্য খেরুব, প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে তার সঙ্গে অখণ্ড দুই খেরুব দিলেন। [৯] সেই দুই খেরুব পাখা ঊর্ধ্বে মেলে ওই পাখা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন ঢেকে রাখত, এবং তাদের মুখমণ্ডল পরস্পরমুখী রইল; খেরুবদের মুখমণ্ডল প্রায়শ্চিত্তাসনমুখী রইল।

[১০] পরে তিনি বাবলা কাঠের একটা ভোজন-টেবিল তৈরি করলেন; তা দুই হাত লম্বা, এক হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু করা হল। [১১] তা তিনি খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। [১২] তিনি তার জন্য চারদিকে চার আঙুল চওড়া একটা বেড় দিলেন, এবং বেড়ের চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। [১৩] তার জন্য সোনার চারটে কড়া ঢালাই করে তার চারটে পায়ার চার কোণে রাখলেন। [১৪] টেবিল যেন বহন করা যেতে পারে, সেজন্য বহনদণ্ডের ঘর হবার জন্য ওই কড়া বেড়ের কাছে ছিল। [১৫] তিনি ওই টেবিল বইবার জন্য বাবলা কাঠ দিয়ে দুই বহনদণ্ড তৈরি করে সোনায় মুড়ে দিলেন। [১৬] টেবিলের থালা, বাটি, কলস ও ঢালবার জন্য সেকপাত্র গড়লেন; এই সবকিছু খাঁটি সোনা দিয়ে গড়লেন।

[১৭] পরে তিনি খাঁটি সোনার দীপাধারটি তৈরি করলেন; দীপাধার পিটানো সূক্ষ্ম কাজেই তৈরী ছিল; তার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কলিকা ও ফুল সবই অখণ্ড ছিল। [১৮] দীপাধারের দুই পাশ থেকে ছ'টা শাখা নির্গত হল: দীপাধারের এক পাশ থেকে তিনটে শাখা ও দীপাধারের অন্য পাশ থেকে তিনটে শাখা। [১৯] এক শাখায় ছিল বাদামফুলের মত তিনটে গোলাধার, একটা কলিকা ও একটা ফুল; এবং অন্য শাখায় ছিল বাদামফুলের মত তিনটে গোলাধার, একটা কলিকা ও একটা ফুল: দীপাধার থেকে নির্গত ছ'টা শাখায় এইরূপ ছিল। [২০] দীপাধারে ছিল বাদামফুলের মত চারটে গোলাধার, ও তাদের কলিকা ও ফুল। [২১] দীপাধারের যে ছ'টা শাখা নির্গত হল, সেগুলির প্রতিটি জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা, অন্য জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা, ও উপরের জোড়া শাখার নিচে তার একটা কলিকা ছিল। [২২] কলিকা ও তার শাখাগুলো সবই অখণ্ড ছিল; সমস্তই পিটানো খাঁটি সোনার অখণ্ড এক বস্তুই ছিল। [২৩] তিনি তার সাতটা প্রদীপ এবং তার চিমটে ও ছাইধানীগুলো খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করলেন। [২৪] তিনি এই দীপাধার আর ওই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী এক বাট খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করলেন।

[২৫] পরে তিনি বাবলা কাঠ দিয়ে ধূপবেদি তৈরি করলেন; তা এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া

ছিল, অর্থাৎ চতুষ্কোণ ছিল; আরও, তা দুই হাত উঁচু ছিল, ও তার শৃঙ্গগুলো তার সঙ্গে অখণ্ড ছিল।
২৬ তিনি সেই বেদির পাট, তার চারটে পাশ ও শৃঙ্গ খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং তার চারদিকে
সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। ২৭ বেদি বইবার জন্য বহনদণ্ডের ঘর করে দিতে তার নিকালের নিচে
দুই পাশের দুই কোণের কাছে সোনার দুই দুই কড়া গড়ে দিলেন। ২৮ ওই বহনদণ্ড তিনি বাবলা কাঠ
দিয়ে প্রস্তুত করে সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন।
২৯ পরে তিনি সুগন্ধি-প্রস্তুতকারকের প্রক্রিয়া অনুসারে পবিত্র অভিষেকের তেল ও গন্ধদ্রব্যের খাঁটি
ধূপ প্রস্তুত করলেন।

আবাসের বাহির দিক—বেদি, ব্রঞ্জের প্রক্ষালনপাত্র ও প্রাঙ্গণ

৩৮ তিনি বাবলা কাঠ দিয়ে পাঁচ হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া আহুতি-বেদিটি তৈরি করলেন, অর্থাৎ
বেদিটি ছিল চতুষ্কোণ এবং তার উচ্চতা ছিল তিন হাত। ২ তার চার কোণের উপরে শৃঙ্গ তৈরি
করলেন, বেদিটির শৃঙ্গগুলো তার সঙ্গে অখণ্ড ছিল; তিনি সেগুলিকে ব্রঞ্জে মুড়ে দিলেন। ৩ তিনি
বেদির সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ: ছাই সংগ্রহ করার জন্য হাঁড়ি, হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী
গড়লেন; এই সমস্ত পাত্র ব্রঞ্জ দিয়ে গড়লেন। ৪ জালের মত ব্রঞ্জের একটা ঝাঁজরি গড়লেন, তা
তিনি নিম্নভাগে বেদির বাতার নিচে রাখলেন; ঝাঁজরিটা বেদির মধ্যভাগে ছিল। ৫ তিনি বহনদণ্ডের
ঘর করে দিতে সেই ব্রঞ্জের ঝাঁজরির চার কোণে চারটে কড়া ঢালাই করলেন। ৬ বাবলা কাঠের
বহনদণ্ডও তৈরি করে তা ব্রঞ্জে মুড়ে দিলেন। ৭ বেদির দু'পাশে কড়ার মধ্যে ওই বহনদণ্ড ঢুকিয়ে
দিলেন; সেই বহনদণ্ড বেদি বইবার জন্যই ছিল। তিনি ফাঁপা রেখে তক্তা দিয়ে বেদিটি গড়লেন।
৮ যারা সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে সেবার জন্য শ্রেণীভূত হত, সেই শ্রেণীভূত স্ত্রীলোকদের দ্বারা
ব্রঞ্জের তৈরী আয়না দিয়ে তিনি প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা তৈরি করলেন।
৯ তিনি প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করলেন; প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পাশে, দক্ষিণদিকে, পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোয়
কাটা একটা কাপড় ছিল; তার এক পাশ একশ' হাত লম্বা ছিল। ১০ তার কুড়িটা স্তম্ভ ও কুড়িটা চুঙি
ব্রঞ্জের ছিল, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর ছিল। ১১ তেমনিভাবে উত্তরদিকের কাপড়
একশ' হাত লম্বা ছিল, আর তার কুড়িটা স্তম্ভ ও কুড়িটা চুঙি ব্রঞ্জের ছিল; এই স্তম্ভের আঁকড়া ও
শলাকাগুলো রুপোর ছিল। ১২ প্রাঙ্গণ পশ্চিম পাশে যতখানি চওড়া, তার পঞ্চাশ হাত কাপড় ও তার
দশটা স্তম্ভ ও দশটা চুঙি ছিল; ১৩ স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোর ছিল। পুব পাশে পুবদিকে
প্রাঙ্গণ পঞ্চাশ হাত চওড়া ছিল: ১৪ এক পাশের জন্য পনেরো হাত কাপড়, তিনটে স্তম্ভ ও তিনটে
চুঙি; ১৫ আর অন্য পাশের জন্যও সেইরূপ: প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের এদিক ওদিক পনেরো হাত
কাপড়, তিনটে স্তম্ভ ও তিনটে চুঙি ছিল। ১৬ প্রাঙ্গণের চারদিকের সকল কাপড় পাকানো শুভ্র
ক্ষোম-সুতোতে তৈরী ছিল। ১৭ স্তম্ভের চুঙিগুলো ব্রঞ্জে, স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকাগুলো রুপোতে, ও
তার মাথলা রুপোতে মোড়া ছিল, এবং প্রাঙ্গণের সকল স্তম্ভ রুপোর শলাকায় সংযুক্ত ছিল। ১৮
প্রাঙ্গণের দরজার পরদা নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে ও পাকানো ক্ষোম-সুতোতে তৈরী
ছিল—নকশিশিল্পে নিপুণ শিল্পীরই কারুকাজ; তার দৈর্ঘ্য ছিল কুড়ি হাত, আর প্রাঙ্গণের পরদার
মত তার উচ্চতা, অর্থাৎ প্রস্থ পাঁচ হাত। ১৯ তার চারটে স্তম্ভ ও চারটে চুঙি ব্রঞ্জে ও আঁকড়া
রুপোতে, এবং তার মাথলা রুপোতে মোড়া ও শলাকা রুপোতে। ২০ আবাসের প্রাঙ্গণের চারদিকের
গোঁজগুলো ব্রঞ্জের ছিল।
২১ মোশীর আজ্ঞা অনুসারে আবাসের, সাক্ষ্যের আবাসের, দ্রব্য-সংখ্যার যে বিবরণ প্রস্তুত করা
হল, এবং লেবীয়দের কাজ বলে আরোন যাজকের সন্তান ইথামার দ্বারা করা হল, তা এই। ২২ প্রভু
মোশীকে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে যুদা-গোষ্ঠীর হুরের পৌত্র উরির সন্তান বেজালেল
সমস্তই তৈরি করেছিলেন। ২৩ দান-গোষ্ঠীর আহিসামাকের সন্তান অহলিয়াব তাঁর সহকারী ছিলেন;

তিনি ছিলেন খোদাই ও শিল্পকলায় বিজ্ঞ, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও পাকানো শুভ্র
ক্ষোম-সুতোর নকশিশিল্পী।
২৪ পবিত্র আবাস নির্মাণের সমস্ত কর্মে এই সকল সোনা লাগল—এ সেই সমস্ত সোনা যা অবদান
হিসাবে দেওয়া হয়েছিল: পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে ঊনত্রিশ বাট সাতশ' ত্রিশ শেকেল। ২৫
জনমণ্ডলীর লোকগণনা উপলক্ষে যে রুপো সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে
একশ' বাট এক হাজার সাতশ' পঁচাত্তর শেকেল ছিল। ২৬ গণিত প্রত্যেক লোকের জন্য, অর্থাৎ
যাদের বয়স কুড়ি বছর বা তার চেয়ে বেশি ছিল, সেই ছ'লক্ষ তিন হাজার সাড়ে পাঁচশ' লোকের
মধ্যে প্রত্যেকজনের জন্য এক এক বেকা, অর্থাৎ পবিত্রধামের শেকেল অনুসারে আধ আধ শেকেল
দিতে হয়েছিল। ২৭ সেই একশ' বাট রুপোতে পবিত্রধামের চুঙি ও পরদার চুঙি ঢালাই করা
হয়েছিল; একশ' চুঙির জন্য একশ' বাট, এক এক চুঙির জন্য এক এক বাট ব্যয় হয়েছিল। ২৮ ওই
এক হাজার সাতশ' পঁচাত্তর শেকেলে তিনি স্তম্ভগুলোর জন্য আঁকড়া তৈরি করেছিলেন, ও সেগুলোর
মাথলা মুড়ে দিয়েছিলেন ও শলাকায় সংযুক্ত করেছিলেন। ২৯ অবদান হিসাবে দেওয়া ব্রঞ্জ সত্তর বাট
দু'হাজার চারশ' শেকেল ছিল। ৩০ তা দিয়ে তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবুর দরজার চুঙি, ব্রঞ্জের বেদি ও তার
ব্রঞ্জের ঝাঁজরি ও বেদির সকল পাত্র, ৩১ এবং প্রাঙ্গণের চারদিকের চুঙি ও প্রাঙ্গণের দরজার চুঙি ও
আবাসের সকল গোঁজ ও প্রাঙ্গণের চারদিকের গোঁজ তৈরি করেছিলেন।

যাজকদের পোশাক

৩৯ শিল্পীরা নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো দিয়ে পবিত্রধামে উপাসনা করার জন্য নকশিশিল্প
অনুসারে পোশাকগুলো প্রস্তুত করলেন, বিশেষভাবে আরোনের জন্য পবিত্র পোশাক প্রস্তুত করলেন,
যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ২ তিনি সোনায়, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল
সুতোতে ও পাকানো ক্ষোম-সুতোতে এফোদ প্রস্তুত করলেন। ৩ ফলত তাঁরা সোনা পিটিয়ে পাত
করে নকশিশিল্পের নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল ও শুভ্র ক্ষোম-সুতোর মধ্যে বুনবার জন্য তা কেটে
তা প্রস্তুত করলেন। ৪ তাঁরা জোড়া দেবার জন্য তার দুই স্কন্ধপটি প্রস্তুত করলেন; দুই মুড়াতে
পরস্পর জোড়া দেওয়া হল; ৫ তা বাঁধবার জন্য নকশিশিল্পে বোনা যে বন্ধনী তার উপরে ছিল, তা
তার সঙ্গে অখণ্ড, এবং সেই পোশাকের মত ছিল, অর্থাৎ সোনা দিয়ে ও নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল
সুতো ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে প্রস্তুত হল, যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ৬
তাঁরা খোদাই করা মোহরের মত ইস্রায়েলের সন্তানদের নামে খোদাই করা সোনার স্থালীতে খচিত
দুই বৈদূর্য মণি খোদাই করলেন। ৭ এফোদের দুই স্কন্ধপটির উপরে ইস্রায়েলের সন্তানদের স্মারক
মণিমুক্তাস্বরূপে তা বসালেন; যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
৮ এফোদের কারুকাজ অনুসারে তিনি সোনা, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতো ও
পাকানো ক্ষোম-সুতো দিয়ে বুকপাটা প্রস্তুত করলেন। ৯ তা চতুষ্কোণ; তাঁরা সেই বুকপাটা দোহারা
করলেন; তা এক বিঘত লম্বা ও এক বিঘত চওড়া করলেন। ১০ আবার তা চার সারি মণিমুক্তায়
খচিত করলেন; তার প্রথম সারিতে রুধিরাখ্য, পোখরাজ ও মরকত; ১১ দ্বিতীয় সারিতে ফিরোজা,
নীলকান্ত ও হীরক; ১২ তৃতীয় সারিতে গোমেদ, অকীক ও রাজাবর্ত; ১৩ এবং চতুর্থ সারিতে
হেমকান্তি, বৈদূর্য ও সূর্যকান্ত ছিল: স্বর্ণস্থালী এই সকল মণিমুক্তায় খচিত ছিল। ১৪ এই সকল মণিমুক্তা
ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম অনুযায়ী ছিল, তাঁদের নাম অনুসারে বারোটা হল; মোহরের মত
খোদাই করা প্রত্যেক মণিমুক্তায় ওই বারোটা গোষ্ঠীর জন্য এক এক সন্তানের নাম হল। ১৫ তাঁরা
খাঁটি সোনা দিয়ে বুকপাটার উপরে মালার মত সূক্ষ্ম দুই শেকল তৈরি করলেন। ১৬ সোনার দু'টো
স্থালী ও সোনার দু'টো কড়া তৈরি করে বুকপাটার দু'প্রান্তে ওই দু'টো কড়া বাঁধলেন। ১৭ বুকপাটার
দুই প্রান্তে দুই কড়ার মধ্যে সোনার ওই দু'টো সূক্ষ্ম শেকল রাখলেন। ১৮ আর সূক্ষ্ম শেকলের দু'টো

মুড়া সেই দু'টো স্থালীতে বেঁধে দিয়ে এফোদের সামনে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখলেন। [১৯] সোনার
দু'টো কড়া গড়ে বুকপাটার দুই প্রান্তে ভিতরভাগে এফোদের সামনের মুড়াতে রাখলেন। [২০] এবং
সোনার দু'টো কড়া গড়ে এফোদের দুই স্কন্ধপটির নিচে তার সম্মুখভাগে তার জোড়স্থানে এফোদের
বুনানি করা বন্ধনীর উপরে তা রাখলেন। [২১] তাই বুকপাটা যেন এফোদ থেকে খসে না পড়ে বরং
এফোদের বুনানি করা বন্ধনীর উপরে থাকে, এজন্য তাঁরা কড়াতে নীল সুতো দিয়ে এফোদের
কড়ার সঙ্গে বুকপাটা বাঁধলেন; যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
[২২] তিনি এফোদের আবরণ বুনলেন: তা তাঁতীর কারুকাজ, সবই নীল রঙের। [২৩] সেই আবরণের
গলা তার মধ্যস্থানে ছিল; তা বর্মের গলার মত; তা যেন ছিঁড়ে না যায়, এজন্য সেই গলার
চারদিকে ধারি ছিল। [২৪] তাঁরা ওই আবরণের আঁচলে চারদিকে নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল পাকানো
সুতোতে ডালিম তৈরি করলেন; [২৫] তাঁরা খাঁটি সোনার কিঙ্কিণি গড়লেন ও সেই কিঙ্কিণিগুলো
আবরণের আঁচলের চারদিকে ডালিমের মধ্যে মধ্যে দিলেন। [২৬] উপাসনা চালাবার জন্য আবরণের
আঁচলে চারদিকে একটা কিঙ্কিণি ও একটা ডালিম, আবার একটা কিঙ্কিণি ও একটা ডালিম,
এইরূপেই করলেন; যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
[২৭] পরে তাঁরা আরোনের জন্য ও তাঁর সন্তানদের জন্য চিত্রিত শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে অঙ্গরক্ষিণী
বুনলেন—সত্যি নিপুণ তাঁতীর কারুকাজ; [২৮] পাগড়িও শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে প্রস্তুত করলেন, এবং
শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে টুপি ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতো দিয়ে বোনা সাদা জাঙাল। [২৯] পাকানো
শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে, এবং নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল সুতোতে নকশিশিল্প অনুসারে একটা বন্ধনী
প্রস্তুত করলেন; যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
[৩০] তাঁরা খাঁটি সোনা দিয়ে পবিত্র মুকুটের পাত প্রস্তুত করলেন, এবং খোদাই করা মোহরের মত
তার উপরে খোদাই করে লিখলেন 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'। [৩১] তারপর ঊর্ধ্বে পাগড়ির উপরে
রাখবার জন্য তা নীল সুতো দিয়ে বাঁধলেন; যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।
[৩২] এইভাবে আবাসের, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য সমস্ত কাজ সমাপ্ত হল। মোশীর কাছে প্রভুর
আজ্ঞামতই ইস্রায়েল সন্তানেরা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করল।

মোশীর কাছে সমাপ্ত কর্ম প্রদর্শন

[৩৩] তাই তারা ওই আবাস, তাঁবু ও তা সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী মোশীর কাছে আনল: ঘুণ্টি,
বাতা, আড়কাট, স্তম্ভ ও চুঙি; [৩৪] রক্তলাল করা ভেড়ার চামড়ায় তৈরী আচ্ছাদন-বস্ত্র, সিন্ধুঘোটকের
চামড়ায় তৈরী চাঁদোয়া ও আড়াল-পরদা; [৩৫] সাক্ষ্য-মঞ্জুষা, তার বহনদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তাসন [৩৬] এবং
ভোজন-টেবিল, তার সমস্ত পাত্র ও ভোগ-রুটি; [৩৭] খাঁটি সোনার দীপাধার, তার প্রদীপগুলো অর্থাৎ
সেই প্রদীপগুলো যা তার উপরে বসানোর কথা, তার সমস্ত পাত্র ও দীপ্তিদানের জন্য তেল; [৩৮]
সোনার বেদি, অভিষেকের তেল, ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য ও তাঁবুর প্রবেশদ্বারের পরদা; [৩৯] ব্রঞ্জের
বেদি, তার ব্রঞ্জের ঝাঁজরি, তার বহনদণ্ড ও সমস্ত পাত্র, প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা; [৪০] প্রাঙ্গণের
সেই কাপড়গুলো, তার স্তম্ভ ও চুঙি এবং প্রাঙ্গণের দরজার পরদা, ও তার দড়ি, গোঁজ ও
সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য আবাসের সেবাকাজের সমস্ত পাত্র; [৪১] পবিত্রধামে উপাসনা চালাবার জন্য
উপাসনা-উপযুক্ত পোশাক, আরোন যাজকের পবিত্র পোশাক ও যাজকত্ব অনুশীলন করার জন্য তাঁর
সন্তানদের পোশাক। [৪২] প্রভু মোশীকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে ইস্রায়েল সন্তানেরা
সমস্তই সম্পন্ন করল। [৪৩] মোশী এই সমস্ত কাজ লক্ষ করলেন; সত্যিই, প্রভু যেমন আজ্ঞা
দিয়েছিলেন, তারা ঠিক সেইমতই এই সব করেছে। তখন মোশী তাদের আশীর্বাদ করলেন।

পবিত্রধাম—তার প্রতিষ্ঠা ও পবিত্রীকরণ

৪০ প্রভু মোশীকে বললেন, [২] 'তুমি প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাসটি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবু স্থাপন

করবে। ৩ তার মধ্যে সাক্ষ্য-মঞ্জুষা রেখে পরদা টাঙিয়ে মঞ্জুষাটি আড়াল করে দেবে। ৪ ভোজন-
টেবিল ভিতরে এনে তার উপরে যা সাজাবার তা সাজিয়ে রাখবে, এবং দীপাধার ভিতরে এনে তার
প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দেবে। ৫ সোনার ধূপবেদি সাক্ষ্য-মঞ্জুষার সামনে রাখবে, এবং আবাসের
প্রবেশদ্বারে পরদা টাঙিয়ে দেবে। ৬ আবাসের দ্বারের সামনে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারের
সামনে আহুতি-বেদি রাখবে। ৭ সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির মাঝখানে প্রক্ষালনপাত্র বসিয়ে তার মধ্যে
জল দেবে। ৮ চারদিকের প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করবে, ও প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে পরদা টাঙিয়ে দেবে। ৯
অভিষেকের তেল নিয়ে আবাস ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবই অভিষিক্ত করে আবাস ও
আবাস-সংক্রান্ত সবকিছু পবিত্রীকৃত করবে। ১০ তুমি আহুতি-বেদি ও তা সংক্রান্ত সমস্ত পাত্র
অভিষিক্ত করে আহুতি-বেদি পবিত্রীকৃত করবে: এভাবে সেই বেদি অধিক পবিত্র হবে। ১১ তুমি
প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা অভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করবে।

১২ পরে তুমি আরোনকে ও তার সন্তানদের সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে এনে জলে স্নান করাবে। ১৩
আরোনকে পবিত্র পোশাকগুলো পরিধান করাবে এবং তাকে অভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করবে;
এভাবে সে আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করবে। ১৪ তার সন্তানদেরও এনে অঙ্গরক্ষিণী
পরিধান করাবে। ১৫ তাদের পিতাকে যেমন অভিষিক্ত করেছ, সেইমত তাদেরও অভিষিক্ত করবে;
এভাবে তারা আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করবে। সেই অভিষেক পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী
যাজকত্বে তাদের নিযুক্ত করবে।'

১৬ প্রভু তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, মোশী সেই অনুসারে সবকিছু করলেন: ১৭ দ্বিতীয় বছরের
প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাসটি স্থাপিত হল। ১৮ মোশী নিজেই আবাসটি স্থাপন করলেন, তার
ভিত্তি-ফলক বসালেন, বাতাগুলো ঠিক জায়গায় দিলেন, আড়কাটগুলো স্থির করলেন ও তার
স্তম্ভগুলো দাঁড় করালেন। ১৯ পরে আবাসটির উপরে আচ্ছাদন-বস্ত্র পেতে দিলেন, এবং
আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপরে চাঁদোয়া দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ২০ তিনি
সাক্ষ্যলিপি নিয়ে তা মঞ্জুষার মধ্যে রাখলেন, মঞ্জুষাতে বহনদণ্ড লাগালেন, এবং মঞ্জুষার উপরে
প্রায়শ্চিত্তাসন রাখলেন; ২১ পরে আবাসের মধ্যে মঞ্জুষা আনলেন ও আড়াল-পরদাটা টাঙিয়ে
সাক্ষ্য-মঞ্জুষা আড়াল করে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ২২ তিনি আবাসের
ডান পাশে পরদার বাইরে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে ভোজন-টেবিল বসালেন, ২৩ এবং তার উপরে প্রভুর
সামনে রুটি সাজিয়ে রাখলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ২৪ উপরন্তু তিনি
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে টেবিলের সামনে আবাসের পাশে দক্ষিণ দিকে দীপাধার রাখলেন, ২৫ এবং প্রভুর
সামনে প্রদীপগুলো জ্বালালেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ২৬ পরে তিনি
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে পরদার সামনে স্বর্ণবেদি রাখলেন, ২৭ এবং তার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালালেন—
যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ২৮ শেষে তিনি আবাসের প্রবেশদ্বারে পরদা টাঙিয়ে
দিলেন। ২৯ তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবু, অর্থাৎ আবাসের প্রবেশদ্বারে আহুতি-বেদি রেখে তার উপরে
আহুতিবলি ও অর্ঘ্যটি উৎসর্গ করলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ৩০ পরে তিনি
সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির মাঝখানে প্রক্ষালনপাত্র রেখে তার মধ্যে প্রক্ষালনের জন্য জল দিলেন। ৩১ তা
থেকে মোশী, আরোন ও তাঁর সন্তানেরা নিজ নিজ হাত-পা ধুয়ে নিতেন: ৩২ তাঁরা যখন
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, কিংবা বেদির কাছে এগিয়ে যেতেন, সেসময়েই ধুয়ে নিতেন—
যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ৩৩ অবশেষে তিনি আবাস ও বেদির চারদিকে প্রাঙ্গণ
প্রস্তুত করলেন, এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পরদা টাঙিয়ে দিলেন। এইভাবে মোশী কাজ সমাপ্ত
করলেন।

প্রভুর গৌরবে আবাস পরিপূর্ণ

[৩৪] তখন মেঘটি সাক্ষাৎ-তাঁবু ঢেকে দিল, এবং আবাসটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। [৩৫] মোশী
সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতে পারলেন না, কারণ মেঘটি তার উপরে অধিষ্ঠিত ছিল, এবং আবাসটি
প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। [৩৬] ইস্রায়েল সন্তানেরা যাত্রাপথে যে যে জায়গায় গিয়ে থামত, সেখান
থেকে তখনই আবার রওনা হত, যখন মেঘ আবাসের উপর থেকে সরে যেত। [৩৭] যদি মেঘ ঊর্ধ্বে
না যেত, তাহলে ঊর্ধ্বে না যাওয়া পর্যন্ত তারা রওনা হত না। [৩৮] কেননা তাদের সমস্ত যাত্রাপথে
গোটা ইস্রায়েলকুলের দৃষ্টিগোচরে দিনের বেলায় প্রভুর মেঘ আবাসটির উপরে অধিষ্ঠিত থাকত
এবং রাত্রিবেলায় একটি আগুন তার মধ্যে জ্বলত।